

সংক্ষিপ্ত  
নামায শিক্ষা  
ও  
দীনিয়াত

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার رحمہ اللہ  
মরহুম পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম  
সম্পাদনায়  
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দীনিয়াত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার <small>رحمہ اللہ</small> সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী তথ্য ও উপাত্ত সম্পাদনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে আদিল আল-হাসান ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০
প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ: রবিউল আউওয়াল ১৪০৪ হি. = ডিসেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. নবম সংস্করণ: রজব ১৪৩০ হি. = জুলাই ২০০৯ খ্রি. দশম সংস্করণ: শা'ওয়াল ১৪৩৬ হি. = আগস্ট ২০১৫ খ্রি. একাদশ সংস্করণ: রবিউল আউওয়াল ১৪৪০ হি. = ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. দ্বাদশ সংস্করণ: রবিউল আউওয়াল ১৪৪২ হি. = অক্টোবর ২০২০ খ্রি.
প্রকাশনা ক্রমিক: ১০, বিষয় ক্রমিক: ১২২
© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন মাসিক দ্বীন দুনিয়া, বায়তুশ শরীফ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, মসজিদ বায়তুশ শরফের নিচ তলা তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা
মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র
<i>Songkkhifto Namaz Shikkha O Diniyat:</i> By: Shaykh Shah Muhammad Abdul Jabbar, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 150 Tk e-mail: <a href="mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com">abdulhai.nadvi@yahoo.com</a> <a href="http://www.saaibd.org">www.saaibd.org</a>

## সূচিপত্র

ভূমিকা.....	৯
প্রসঙ্গ কথা.....	১১
তাওহীদ ও রিসালাত.....	১৩
(ক) তাওহীদ.....	১৩
(খ) রিসালাত.....	১৩
ইসলামের পঞ্চবেনা বা স্তম্ভ.....	১৪
বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদসহ কালেমাসমূহ.....	১৫
(ক) কালেমা তাইয়েবা.....	১৫
(খ) কালেমা শাহাদত.....	১৫
(গ) কালেমা তাওহীদ.....	১৫
(ঘ) কালেমা তামজীদ.....	১৬
(ঙ) ঈমানে মুজমাল.....	১৬
(চ) ঈমানে মুফাস্সাল.....	১৬
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ.....	১৭
অযুর বিবরণ, নিয়ত ও দু'আসমূহ.....	১৮
অযুর নিয়ত.....	১৮
অযুর দু'আ.....	১৮
অযুর ফরয.....	১৯
অযুর সুন্নাত.....	১৯
অযুতে বিশেষ বিশেষ অঙ্গসমূহ ধোয়া ও মাসেহ করার সময় কতিপয়	
মুস্তাহাব দু'আ.....	২০
অযুর মুস্তাহাব.....	২২
যেসব কারণে অযু ভঙ্গ হয়.....	২৩
অযুর শেষে পড়ার দু'আ.....	২৩
অযু সম্পর্কে কয়েকটি জানার বিষয়.....	২৩
তায়াম্মুম কী এবং কখন করা যেতে পারে তার বর্ণনা.....	২৪
যেসব কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয.....	২৫
তায়াম্মুমের ফরয ও সুন্নতসমূহ.....	২৫
তায়াম্মুমের নিয়ম.....	২৬
তায়াম্মুমের নিয়ত.....	২৬

গোসলের বিবরণ ও বর্ণনা.....	২৬
গোসলের প্রকারভেদ.....	২৬
যেসব কারণে গোসল ফরয হয়.....	২৭
যেসব গোসল ওয়াজিব হয়.....	২৭
গোসলের নিয়ম.....	২৭
গোসলের নিয়ত.....	২৭
গোসলের ফরয.....	২৭
গোসলের সুন্নাতসমূহ.....	২৮
যেসব কারণে গোসল শুদ্ধ হয় না.....	২৮
গোসল করার নিয়ম.....	২৮
পেশাব-পায়খানার মাসায়েল ও বর্ণনা.....	২৯
পেশাব-পায়খানা শেষে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়.....	২৯
পেশাব পায়খানায় ঢোকান সময়ের দু'আ.....	৩০
পেশাব পায়খানা হতে বেরিয়ে আসার পর পড়ার দু'আ.....	৩০
ঢিলা-কুলুখ ও ইস্তিনজার নিয়মাবলি.....	৩০
যেসব বস্তু দ্বারা কুলুখ করা জায়েয.....	৩১
যেসব বস্তু দ্বারা কুলুখ হয় না.....	৩১
কুলুখ ব্যবহার করার নিয়ম.....	৩১
সালাম: ইসলামি শান্তির প্রতীক.....	৩২
আযানের বিবরণ.....	৩৩
আযানের শেষে দু'আ.....	৩৬
নামাযের বর্ণনা.....	৩৮
নামাযের গুরুত্ব.....	৩৮
নামাযের বর্ণনা.....	৪২
নামাযের আহকাম ও আরকান.....	৪৩
নামাযের নিয়ত ও রাকআত.....	৪৪
ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত.....	৪৪
ফজরের ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত.....	৪৪
যুহরের নামায.....	৪৫
যুহরের ৪ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত.....	৪৫
যুহরের ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত.....	৪৫
যুহরের ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত.....	৪৬
যুহরের ২ রাকআত নফল নামাযের নিয়ত.....	৪৬
আসরের নামায.....	৪৬

আসরের ৪ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত .....	৪৬
আসরের ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত .....	৪৭
মাগরিবের নামায .....	৪৭
মাগরিবের ৩ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত .....	৪৭
মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত .....	৪৮
মাগরিবের ২ রাকআত নফলের নিয়ত .....	৪৮
ইশার নামায .....	৪৯
ইশার ৪ রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত .....	৪৯
ইশার ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত .....	৪৯
ফরযের পর ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত .....	৪৯
২ রাকআত সুন্নাতের পর ২ রাকআত নফলের নিয়ত .....	৫০
বিতরের নামায .....	৫০
৩ রাকআত বিতর ওয়াজিব নামাযের নিয়ত .....	৫০
দু'আয়ে কুনুত .....	৫১
বিতরের পরে ২ রাকআত নফলের নিয়ত .....	৫২
ইমাম ও মুকতাদীর নামাযের নিয়ত .....	৫২
নামায পড়ার নিয়ম .....	৫৩
সানা .....	৫৪
নামায আদায় করার জন্য অন্তত নিম্নোক্ত কয়েকটি সূরা জেনে রাখা জরুরি ..	৫৪
সূরা ফাতিহা .....	৫৪
সূরা নাস .....	৫৫
সূরা ফালাক .....	৫৫
সূরা ইখলাস .....	৫৬
সূরা কাউছার .....	৫৬
সূরা আছর .....	৫৭
তাশাহুদ .....	৫৮
দরুদ শরীফ .....	৫৯
দু'আয়ে মাসূরা .....	৬০
নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের বিবরণ .....	৬০
নামাযের ওয়াজিবসমূহ .....	৬০
নামাযের সুন্নাতসমূহ .....	৬১
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ .....	৬২
নামাযের মাকরুহ এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ .....	৬৩
জুমু'আর নামাযের বিবরণ .....	৬৪
জুমু'আর নামাযের নিয়তসমূহ .....	৬৬
২ রাকআত তাহিয়্যাতুল অযুর নিয়ত .....	৬৬
৪ রাকআত কাবলাল জুমু'আর নিয়ত .....	৬৬
জুমু'আর ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত .....	৬৬

৪ রাকআত বা'দাল জুমু'আর নামাযের নিয়ত .....	৬৭
৪ রাকআত আখেরিয যুহুর নামাযের নিয়ত .....	৬৭
১৩০ ফরয কী কী? .....	৬৮
ঈদের নামাযের বিবরণ .....	৬৯
ঈদুল ফিতরের দিনের সুন্নাত .....	৬৯
ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়ত .....	৬৯
ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাত .....	৭০
ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ত .....	৭০
তাকবীরে তাশরীক .....	৭০
জানায়ার নামাযের বর্ণনা .....	৭১
জানায়ার নামাযের নিয়ত .....	৭১
জানায়ার নামায আদায়ের নিয়ম .....	৭১
জানায়ার নামাযে পঠিত সানা .....	৭১
দরুদ শরীফ .....	৭২
মুর্দার গোসল ও কাফন করার নিয়ম .....	৭৪
মৃত ব্যক্তির গোসল .....	৭৪
কাফন .....	৭৪
কাফন পরানোর নিয়ম .....	৭৫
কাযা নামায আদায়ের নিয়ম ও নিয়ত .....	৭৫
নিয়ম .....	৭৫
কাযা নামাযের নিয়ত .....	৭৬
কসর বা মুসাফিরের নামায .....	৭৭
কসর নামাযের নিয়ত .....	৭৭
ইশরাকের নামায .....	৭৭
ইশরাকের নামাযের নিয়ত .....	৭৮
সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামায .....	৭৮
চাশতের নামাযের নিয়ত .....	৭৮
সালাতুল আউয়্যাবীন .....	৭৮
আউয়্যাবীন নামাযের নিয়ত .....	৭৯
সালাতুত তাহাজ্জুদ বা তাহাজ্জুদের নামায .....	৭৯
তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত .....	৮০
শবে বরাত ও শবে কদরের ইবাদতের বিবরণ .....	৮০
নামায ও দু'আর বিশেষ নিয়ম .....	৮০
ইবাদতের নিয়মাবলি .....	৮১
শবে বরাতের নামাযের নিয়ত .....	৮২
শবে কদরের নামাযের নিয়ত .....	৮৩
সালাতুত তাসবীহ .....	৮৩

সালাতুল তাসবীহ নামায পড়ার নিয়ম .....	৮৩
সালাতুল তাসবীহ নামাযের নিয়ত .....	৮৪
তারাবীহর নামাযের বিবরণ .....	৮৫
তারাবীহ নামাযের নিয়ত .....	৮৫
তারাবীহর মুনাজাত .....	৮৬
সালাতুল কুসূফ বা কুসূফের নামায .....	৮৭
কুসূফ নামাযের নিয়ত .....	৮৭
খুসূফ নামায বা সালাতুল খুসূফ .....	৮৮
খুসূফ নামাযের নিয়ত .....	৮৮
সালাতুল ইস্তিসকা বা ইস্তিসকার নামায .....	৮৮
ইস্তিসকার নামাযের নিয়ত .....	৮৯
রোযার বিবরণ .....	৮৯
রোযার নিয়ত .....	৯০
রোযা খোলার বা ইফতারীর নিয়ত .....	৯০
রোযা ভঙ্গের কারণ: যাতে কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় .....	৯০
রামাদানের রোযার কাফফারা .....	৯০
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় .....	৯১
নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয .....	৯১
নিম্নলিখিত ৫ দিনে রোযা রাখা হারাম .....	৯২
যাকাতের বিবরণ .....	৯২
যেসব মালের যাকাত দিতে হয় .....	৯২
যাকাত নেওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণ .....	৯২
হজ্জ ও ওমরাহর বিবরণ .....	৯৩
হজ্জের প্রকার .....	৯৩
হজ্জ করার নিয়ম .....	৯৪
ওমরাহ করার নিয়ম .....	৯৪
হজ্জ ও ওমরাহর নিয়ত .....	৯৪
ওমরাহর নিয়ত .....	৯৫
তওয়াফ করার নিয়ম .....	৯৬
যেসব বিষয়ে দু'আ পড়া সুন্নাত সেসবের বর্ণনা .....	৯৬
কুরবানী ও আকীকার বিবরণ .....	১০৬
কুরবানীর পশু কী ও কোন প্রকারের হতে হবে-তার বর্ণনা .....	১০৬
কুরবানীর দু'আ .....	১০৭
কুরবানীর গোশত ও চামড়া .....	১০৮

আকীকার বিবরণ .....	১০৮
আকীকার পশু যবেহ করার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয় .....	১০৯
ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে জানার ও আমল করার কিছু বিষয় .....	১১০
দুইটি বিশেষ অবস্থায় নারী জাতির করণীয় .....	১১৩
হায়েযের বর্ণনা .....	১১৩
নিফাসের বর্ণনা .....	১১৫
হায়েযের মতো নিফাস অবস্থাতেও মৌখিক ও দৈহিক সমস্ত ইবাদত নিষিদ্ধ .....	১১৫
প্রগতির নামে বিদেশিদের কোনো প্রথা ধারণ, গ্রহণ ও পালন করা সম্পর্কে ইসলামি বক্তব্য .....	১১৫
লেবাস-পোষাক .....	১১৫
নারীর মাথার চুল .....	১১৬
নারী পুরুষের আর পুরুষ নারীর লেবাস পরিধান করা .....	১১৬
পুরুষের দাড়ি কাটা .....	১১৭
পুরুষের মাথার টুপি ও মেয়েদের মাথার ঘোমটা .....	১১৭
বাড়িতে কুকুর পালা এবং ঘরে মূর্তি ও ছবি রাখা .....	১১৭
মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নাতে আশিয়া ﷺ .....	১১৮
মেয়েদের হিন্দুয়ানী কু-প্রথার অনুকরণ .....	১১৮
ডান ও বাম হাতের ব্যবহার .....	১১৯
অংশীদারী চাষাবাদ .....	১১৯
নাচ, গান ও বাদ্য-বাজনা ঘৃণ্যতম অপ-সংস্কৃতি .....	১২০
মুনাজাত কবুল হওয়ার আদাব ও শর্তসমূহ .....	১২২
বায়তুশ শরফের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত	
মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার ﷺ ছাহেবের অমর বাণী .....	১২৩
বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার হাদিয়ে যামান শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত	
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ﷺ ছাহেবের অমর বাণী .....	১২৪
বাহরুল উলূম শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন	
ﷺ ছাহেবের অমর বাণী .....	১২৫
গ্রন্থপঞ্জি .....	১২৬

## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। অসংখ্য দরুদ ও সালাম হাবীবে খোদা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর ওপর।

মুসলমান ভাইদের অনেকে দীন-দুনিয়া উভয়ের দুনিয়াবি জ্ঞান লাভের জন্য বহু বই-পুস্তক পড়ে থাকেন, কিন্তু দীনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করেন না। শুধু দুনিয়াবি বিষয়ের বইসমূহকে অর্থলোভে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা হয় আর দীনি বিষয়ের বইগুলোর অধিকাংশই নিউজ প্রিন্টে ছাপানো এবং আকর্ষণীয় নয়। ফলে অনেক শিক্ষিত মুসলমান এ রকম বই হাতে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই অনিচ্ছা দূর করার মানসে উন্নত সাদা কাগজে এই সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দীনিয়াত পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বাজারে নামায শিক্ষা ও দীনিয়াতের যেসব পুস্তক রয়েছে সেসব বেশি দীর্ঘাকারের। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় নামায ও দীনিয়াত সম্পর্কীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিপিবদ্ধ করে আরবি ভাষায় পড়তে এবং বর্তমান পর্যায়ে আরবি ভাষা শিখতে লজ্জাবোধ করছেন, এমন পাঠকদের পড়া সহজলভ্য করার মাধ্যমে তাদের আকর্ষণ বাড়ানোর লক্ষ্যে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এতে একজন মুসলমানের জীবনে পবিত্রতা থেকে শুরু করে আহার-বিহার, চলন-বলন, ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদত, দুআ-মুনাজাত ইত্যাদি যেসব বিষয় সার্থক ইসলামি জিন্দেগির জন্য অতীব প্রয়োজন সেসব বিষয়ের সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলমান ভাই-বোনেরা এই বই পাঠ ও আমলে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের সবাইকে দীনি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নেক আমল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের শ্রম কবুল করুন। আমীন।

## প্রসঙ্গ কথা

মুসলমান সমাজে সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দীনিয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক লোক নিরক্ষর বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আর কেউ কেউ অল্পশিক্ষিত, যারা মূল ফিকহের কিতাব পাঠে অসমর্থ। আবার বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন যে, এক শ্রেণির শিক্ষার্থী দীনি শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। এ অবস্থায় শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বা দীনি শিক্ষা লাভে বঞ্চিত মুসলিম ভাই-বোনদের ইসলামি বুনিয়াদ এবং ইসলামের মূল তথ্যগুলো সহজ-সরল ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ বইখানি শুধু যে সহজ-সরল ভাষায় লিখিত তা নয়, বরং স্বল্প ও সহজলভ্য করা হয়েছে।

আজকাল এই ধরনের আরও অনেক বই-পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকগুলো তথ্য সমাবেশের দিক দিয়ে দুর্বল বা অসঙ্গতিপূর্ণ। যেকোনো বই; ছোট হোক বা বড় হোক, তাকে সুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, নিতান্ত অসাবধানতাবশত আকীদা-বহির্ভূত বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়। বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হাদিয়ে যামান শাহসূফী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব বেশ পরিশ্রম করে এ বইখানি লিখেছেন। তাঁর আলোচনা সম্পূর্ণভাবে কুরআন-হাদিস ও সুন্নাহ-ভিত্তিক। গুরুত্বই এ রূপ নির্ভরযোগ্য বই পড়ার সুযোগ হলে পাঠকবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা‘আলা লেখকের এই মহতি প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

### ড. আবদুল করিম

মহাপরিচালক

বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

## তাওহীদ ও রিসালাত

### (ক) তাওহীদ

আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গিরি-পর্বত, নদ-নদী, মানব-দানব, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস এক কথায় বিশ্বচরাচরে দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় সৃষ্টিকুলের যিনি স্রষ্টা তিনিই হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তাঁর আধিপত্য সকল জীব ও বস্তুর ওপর। কিন্তু তাঁর ওপর কারও কোনো প্রকার আধিপত্য নেই, হতেও পারে না। তিনি অসীম, অনাদি-অনন্ত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত সৃষ্টজগতের তিনিই একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি নিরাকার। তিনি জাগতিক নিয়মে জন্ম-মৃত্যু না কাউকে জন্ম দিয়েছেন, না তিনি কারো নিকট হতে জন্ম লাভ করেছেন। তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কারও কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি কোনো কিছুই জন্মই কারও মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। সমস্ত শক্তির তিনিই উৎস, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মালিক। এই একক স্রষ্টার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রতি ঈমান। তিনি অনন্তকাল হতে বিরাজমান, অসংখ্য গুণে গুণান্বিত ও মহিমায় মহিমান্বিত। তিনি নিরাকার বলে মানবীয় সমগ্র ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উর্ধ্বে। এই অদৃশ্য বা না-দেখা আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাসই ঈমান বিল গায়েব।

### (খ) রিসালাত

মানবজাতি জগতে মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিধির আসনে সমাসীন। আর আকাশের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারাসহ জগতের যাবতীয় সৃষ্টিকুলই মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহর খিলাফতের আসনে বরিত মানবজাতিকে তাদের দায়িত্ব সম্পাদনের জ্ঞান দানে, তাদেরকে মহাপ্রভু আল্লাহ তা'আলার পরিচয় দান, তাঁর মনোনীত জীবন বিধান মতে সরল ও সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে কিছুসংখ্যক নির্বাচিত বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা জগতে প্রেরণ করেছেন। জগতের মানুষের কাছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বার্তাবাহক এসব বান্দাহরাই হলেন নবী বা রাসূল। তাঁরা জন্মগতভাবে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা কমপক্ষে ১ লাখ ২৪ হাজার মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার। তাঁদের মধ্যে হযরত আদম ﷺ প্রথম মানুষ ও বিশ্বের প্রথম নবী এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ হলেন সর্বশেষ ও

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বা রাসূল। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত জগতে আর কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটবে না। তাঁর ওপর অবতীর্ণ পাক কুরআন ও তাঁর দীন ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে জারি থাকবে। আমরা জাগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছি।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য কর্তব্য ও অঙ্গ। বিশ্বমানবের হিদায়তের জন্য যাঁদেরকে কিতাব ও শরীয়ত দান করে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁরাই হলেন রাসূল। রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাত হল তাঁদের প্রচারিত শরীয়ত তথা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত জীবন-বিধান।

## ইসলামের পঞ্চবেনা বা স্তম্ভ

সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

উচ্চারণ: বুনিয়াল ইসলামু 'আলা খামসিন্: শাহাদাতু আল্লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আল্লা মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, ওয়া ইকামিস্ সালাতি, ওয়া ইতা-য়িয্ যাকাতি, ওয়াল্ হাজ্জি, ওয়া সাওমি রামাদানা।

অর্থ: ইসলাম ৫টি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হচ্ছে,

১. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।
২. নামায প্রতিষ্ঠা বা কায়েম করা।
৩. যাকাত আদায় করা।
৪. হজ্জ করা।
৫. রামাদান মাসে রোযা রাখা।<sup>১</sup>

প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের এ ৫টি অঙ্গকে যথাযথ এবং যথাসময়ে অবশ্যই পালন করতে হবে। এর মধ্যে ঈমানের পর পালন ও প্রতিষ্ঠার বিচারে

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১, হাদীস: ৮; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৫, হাদীস: ২১ (১৬); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত

নামাযই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রত্যেক আকেল ও বালেগ নর-নারীর ওপর দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। শরীয়তের ওয়র ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কেউই এসবের কোনোটিই ছাড়তে পারবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর নামায সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও আনুষঙ্গিক মাসালা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

## বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদসহ কালেমাসমূহ

### (ক) কালেমা তাইয়েবা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.

উচ্চারণ: লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল।

### (খ) কালেমা শাহাদত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আশ্হাদু আল্লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

### (গ) কালেমা তাওহীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَا ثَانِي لَكَ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

উচ্চারণ: লা--- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা ওয়াহিদান্ লা- সা-নিয়া লাকা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুতাক্কীনা রাসূলু রাব্বিল 'আ-লামীনা।

অর্থ: তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি এক, অদ্বিতীয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ পরহেজগার-মুত্তাকীদের নেতা ও বিশ্বপালকের রাসূল।

### (ঘ) কালেমা তামজীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نُورًا يَهْدِي اللَّهُ لَنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

উচ্চারণ: লা--- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা নূরাই ইয়াহ্দিআল্লা-হু লিনূরিহী মাই ইয়াশা---উ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালীনা ওয়া খাতামুল নাবিয়ীনা।

অর্থ: তুমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। তুমি জ্যোতির্ময় আলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আলোর প্রভাবে যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, তিনি রাসূলগণের নেতা ও সর্বশেষ নবী।

### (ঙ) ঈমানে মুজমাল

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ.

উচ্চারণ: আমান্তু বিল্লা-হি কামা হুওয়া বিআস্মা---য়িহী ওয়া ছিফাতিহী, ওয়া কাবিল্তু জামী'আ আহ্কামিহী ওয়া আর্কানিহী।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাম ও গুণসমূহের সাথে যেরূপ, আমি অনরূপভাবেই তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বিধানসমূহ বরণ করে নিলাম।

### (চ) ঈমানে মুফাস্সাল

أَمَنْتُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

উচ্চারণ: আমান্তু বিল্লা-হি, ওয়া মাল্লা---য়িকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়া ইয়াওমিল্ আখিরি, ওয়া কাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা, ওয়াল্ বা'ছি বা'দাল্ মাওতি।



অর্থ: আমি আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ বা কিয়ামতের দিন, তকদীরের ভালো-মন্দ যে উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

## পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

উচ্চারণ: আতুতুহুরু শাত্বুরুল ঈমান।

অর্থ: পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।<sup>১</sup>

অনুরূপভাবে পাক কুরআনে উল্লেখ আছে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٠٠﴾

উচ্চারণ: ইল্লাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুত্ তাওয়াবীনা ওয়া ইয়ুহিব্বুল মুতাহ্বাহিরীনা।

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তওবাকারী ও পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন।<sup>২</sup>

কুরআন ও হাদিসের মর্মানুসারে ইসলাম পবিত্রতার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। তাই ধর্মীয় প্রায় অনুষ্ঠানগুলো বিশেষত নামাযরূপ প্রধান বিধানগুলোর প্রতিপালনে পবিত্রতাকে শর্তরূপে আরোপ করা হয়েছে। নামাযীর শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক না হলে নামায হবে না।

ঈমানের বদৌলতে মুসলমান দৈহিকভাবে পবিত্র, আর ঈমান বঞ্চিত বলে অমুসলমান দৈহিকভাবেও অপবিত্র। তাই ঈমানী দৃষ্টিকোণ হতে প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্রতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নামায শুদ্ধ ও আদায় হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। আর পবিত্রতা অর্জন করার জন্য নাপাকি বা নাজাসাত কী কী এবং কীভাবে তা হতে পবিত্রতা হাসিল করা যায় এ বিষয়ের জ্ঞানার্জন করাও কর্তব্য। শরীয়তের বিধানে নাজাসাত ২ প্রকার। যথা—

১. নাজাসাতে গলীয়া ও
২. নাজাসাতে খাফীফা।

রক্ত, মল, মানুষ ও হারাম পশুর পেশাব-পায়খানা, হালাল পশুর পায়খানা, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ও মদ জাতীয় পানীয় নাজাসাতে গলীয়া। এসবের হুকুম হচ্ছে যে, অজানায় সিকি পরিমাণ ময়লা শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা নিয়ে নামায আদায় করলে নামায মাকরুহ হবে, তবে আদায় হবে। আর সিকি পরিমাণ হতে অধিক হলে নামায হারাম হবে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব, হালাল পশুর পেশাব ও হারাম পাখির পায়খানা নাজাসাতে খাফীফা। এসব শরীরে পরিধেয় বস্ত্রের ৪ ভাগের এক ভাগসহ নামায পড়লে নামায দুরস্ত হবে, এর অধিক হলে দুরস্ত হবে না।

বি. দ্র. প্রবাহিত বা চলতি পানি পবিত্র। পানির ৩টি গুণ। যথা— রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ। পরিবর্তিত না হলে বদ্ধ পানিও পাক। মুসলমান ব্যক্তির ব্যবহৃত পানিও না-পাক। কেননা তাতে তার সগীরা গোনাহ ঝরে পড়ে।

## অযুর বিবরণ, নিয়ত ও দু‘আসমূহ

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া ও মাসেহ করার নাম অযু। প্রত্যেক মুসলমানের সবসময় বা-অযু (অযুসহ) থাকার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

### অযুর নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ আতাওয়ায্যাউ লিরাফ‘ইল্ হাদাছি ওয়াস্তিবাহাতাল্ লিসসালাতি ওয়া তাকারুবান্ ইলাল্লা-হি তা‘আলা।

অর্থ: আমি নাপাকি দূর করার জন্যে, বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের জন্যে অযু করার নিয়ত করছি।

### অযুর দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، الْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاطِلٌ، الْإِسْلَامُ نُورٌ وَالْكَفْرُ ظُلْمَةٌ.

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২০৩, হাদীস: ১ (২২৩); হযরত আবু মালিক আল-আশ‘আরী   থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২২

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হিল্ ‘আলিয়িল্ ‘আযীম, ওয়াল্ হাম্দু লিল্লা-হি  
‘আলা দীনিল্ ইসলা-ম, আল্ইসলা-মু হাক্কুন ওয়াল্ কুফরু বাতিলুন,  
আল্ইসলা-মু নূরুন ওয়াল্ কুফরু যুলমাতুন।

অর্থ: মহান আল্লাহ তা‘আলার নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা  
আল্লাহ তা‘আলার জন্য। কেননা তিনি আমাকে ইসলামের ওপর  
প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। ইসলাম হচ্ছে সত্য, কুফরি মিথ্যা; ইসলাম হচ্ছে  
আলোকোজ্জ্বল এবং কুফরি অন্ধকারময়।

### অযুর ফরয

অযুর ফরয ৪টি। যথা—

১. উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধোয়া,
২. পুরোপুরি মুখ ধোয়া,
৩. মাথার ৪ ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা,
৪. পায়ের গোড়ালির গিরা পর্যন্ত ধোয়া।

### অযুর সুন্নাত

অযুর সুন্নাত ১৫টি। যথা—

১. শুরুতে বিছমিল্লাহ বলা,
২. নিয়ত করা,
৩. মিসওয়াক করা,
৪. তিনবার কুলি করা,
৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া,
৬. দাড়ি খেলাল করা,
৭. রোযাদার না হলে গড়গড়া করা,
৮. মুখমণ্ডল ৩ বার পুরোপুরি ধোয়া,
৯. দু’কান মাসেহ করা,
১০. একবার পুরো মাথা মাসেহ করা,
১১. উভয় হাত ও পায়ের আঙুল মর্দন করা,
১২. তরতীব মতে অযু করা,
১৩. প্রত্যেক অযুর অঙ্গকে ৩ বার ধোয়া,
১৪. উভয় পায়ের গিরা পর্যন্ত ধোয়া,
১৫. অযু করার সময় অযথা বিলম্ব না করা।

অযুতে বিশেষ বিশেষ অঙ্গসমূহ ধোয়া ও

মাসেহ করার সময় কতিপয় মুস্তাহাব দু‘আ

১. কুলি করার সময় পড়ার দু‘আ:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা যিক্রিকা, ওয়া শুক্রিকা, ওয়া  
হুছনী ‘ইবাদাতিকা, ওয়া তিলাওয়াতি কিতাবিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! কুরআন পাঠ করার, আপনার যিক্র করার, শুকরিয়া  
আদায় করার এবং ইবাদতসমূহ সুন্দরভাবে আদায় করার ব্যাপারে  
আমাকে সাহায্য করুন।

২. নাক ধোয়ার সময় দু‘আ:

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আরিহ্নী রা-—-য়িহাতাল্ জান্নাতি, ওয়া লা-  
তুরিহ্নী রা-—-য়িহাতান্নারি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জান্নাতের সুগন্ধি দ্বারা প্রশান্তি দিন,  
জাহান্নামের দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট দেবেন না।

৩. মুখ ধোয়ার সময় দু‘আ:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهُ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বাইয়য্ ওয়াজ্হী ইয়াওমা তাব্বাযযু উজ্জহ্ন,  
ওয়া তাহুওয়াদু উজ্জহ্ন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার চেহারা উজ্জ্বল করুন সেদিন যেদিন  
কারো চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কারো কারো চেহারা কালো হবে।

৪. ডান হাত ধোয়ার সময় দু‘আ:

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِرَيْبِنِي، وَحَاسِبْنِي حَسَابًا يَسِيرًا.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আ‘তিনী কিতাবী বিইয়ামীনী, ওয়া হাছিব্নী  
হিছাবাই ইয়াহীরান্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দান  
করুন এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দিন।

## ৫. বাম হাত ধোয়ার সময় দু'আ:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشَيْءٍ وَلَا مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লা- তু'তিনী কিতাবী বিশিমালী, ওয়ালা- মিউ ওয়ারা---য়া যাহরী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার আমলনামা বাম হাতে দেবেন না এবং পেছন দিক থেকেও নয়।

## ৬. মাথা মাসেহ করার সময় দু'আ:

اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আযিল্লিনী তাহতা যিল্লি 'আরশিকা ইয়াওমা লা- যিল্লা ইল্লা- যিল্লি 'আরশিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার আরশের ছায়াতলে ছায়া দিন যেদিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।

## ৭. কানদ্বয় মাসেহ করার সময় দু'আ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্জ'আল্নী মিনাল্লাজীনা ইয়াহুতামি'উনাল্ কাওলা, ফাইয়াত্তাবি'উনা আহসানাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের দলভুক্ত করুন যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তার সর্বোত্তমের ওপর আমল করে।

## ৮. গর্দান মাসেহ করার সময় দু'আ:

اللَّهُمَّ اغْتِنِ رَقَبَتِي عَنِ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আ'তিক্ব রাক্ববাতী 'আনিন্ না-রি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিন।

## ৯. ডান পা ধোয়ার সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সাব্বিত কাদামাইয়া 'আলাস্ সিরাতি ইয়াওমা তাযিল্লি ফীহিল্ আক্দামি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার পা-দুটো পুলসিরাত পারাপারে অটল রাখুন, যেদিন পাসমূহ টুটে যাবে।

## ১০. বাম পা ধোয়ার সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا، وَسَعْيِي مَشْكُورًا، وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্জ'আল্ যাম্বী মাগ্ফুরাওঁ, ওয়া ছা'য়ী মাশ্কুরাওঁ, ওয়া তিজারাতী লান্ তাবুরা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ মাফ করুন, আমার চেষ্টা পুরস্কৃত করুন এবং আমার ব্যবসাকে সফল করুন।

## অযুর মুস্তাহাব

১. অযু করার জন্য কেবলামুখী হয়ে বসা,
২. একটু উচ্চ স্থানে বসে অযু করা,
৩. ডান দিক হতে অযু আরম্ভ করা,
৪. পানির পাত্র বাম পাশে রাখা,
৫. নাক বাম হাতে পরিষ্কার করা,
৬. গর্দান মাসেহ করা,
৭. কর্ণদ্বয়ের পিঠি মাসেহ করা,
৮. আংটি বা গহনা জাতীয় কিছু থাকলে নেড়ে-চেড়ে এর নিচে পর্যন্ত পানি পৌঁছানো,
৯. ওয়াক্তের আগে অযু করা,
১০. অপর লোকের সাহায্য না নেওয়া,
১১. অযুর সময় কথা না বলা,
১২. অযুর অঙ্গসমূহ মর্দন করা,
১৩. অযুর নিয়ত মুখে বলা,
১৪. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়া ও মাসেহ করার পূর্বে বিছিমিল্লাহ ও পরে দরুদ শরীফ পড়া,
১৫. প্রয়োজনের বেশি পানি খরচ না করা,
১৬. অযুর শেষে কালেমা শাহাদাত ও দরুদ শরীফ পড়া,
১৭. অযুর অবশিষ্ট পানির কিছু দাঁড়িয়ে পান করা,
১৮. অযু শেষে পুনরায় অযু করার জন্য পাত্রে পানি ভরে রাখা।

### যেসব কারণে অযু ভঙ্গ হয়

১. পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে,
২. শরীরের যেকোনো অঙ্গ হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে,
৩. বেহুঁশ হয়ে পড়লে,
৪. কোনো নেশার জিনিস পান বা ভক্ষণ করে মাতাল হয়ে পড়লে,
৫. মুখ ভরে বমি করলে,
৬. নামাযের মধ্যে দাঁত দেখা যায় মতো উচ্চস্বরে হাসলে,
৭. স্ত্রী-পুরুষের গুপ্ত অঙ্গ একসঙ্গে করলে,
৮. কাত, চিৎ বা কিছু সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে,
৯. কোনো কারণে পাগল হয়ে গেলে,
১০. দাঁত বা মুখের কোনো স্থান হতে রক্ত বের করে তা খেয়ে ফেললে (যা থুথুর সমপরিমাণ বা বেশি হয়ে গেলে)।

### অযুর শেষে পড়ার দু'আ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَمِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَمِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্ আল্‌নি মিনাত্ তওয়া-বীনা, ওয়া মিনাল্ মুতাহ্‌হীরীন, ওয়াজ্ আল্‌নী মিন্ 'ইবা-দিকাস্ সা-লিহীনা, ওয়া মিন্ 'ইবাদিকাল্লাযীনা লা- খাওফুন 'আলাইহীম্ ওয়ালা হুম্ ইয়াহ্‌যানুন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য করুন। আর আমাকে তাদের দলভুক্ত করুন যাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

### অযু সম্পর্কে কয়েকটি জানার বিষয়

১. অযু ভঙ্গ না হলে একই অযু দিয়ে যত ওয়াক্ত ইচ্ছা নামায আদায় করা যায়।
২. যথাযথ গোসল করার পর আর অযু না করে নামায পড়া যায়।
৩. গোসলের পূর্বে অযু করলে পরে আর অযু করার দরকার নেই।

৪. শরীরের কোনো অঙ্গ হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে না পড়লে অযু ভঙ্গ হয় না।
৫. ঘা বা জখম হতে পোকা-পুঁজ বের হলে অযু না গেলেও অযু করা ভালো।
৬. উত্তেজনাবশত মনি বের হলে গোসল করতে হবে। বিনা উত্তেজনায় মনি বের হলে অযু করে নিলে সারবে।
৭. নামাযের বাইরে উলঙ্গ হলে বা কোনো কারণে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হলে অযু ভঙ্গবে না।
৮. প্রাপ্তবয়স্ক লোক নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে অযু নষ্ট হয়, কিন্তু এতে নাবালেগ-নাবালেগার অযু নষ্ট হয় না।
৯. ফোঁড়া বা জখমের স্থানে ব্যাভেজ বা পট্টি বাঁধা থাকলে এবং তাতে পানি লাগলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে পট্টির ওপর ভেজা হাতে মাসেহ করলে চলবে। ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে খুলে ধুয়ে অযু করবে।
১০. নখের ভেতর বা ওপর এমন রং লেগে থাকলে বা নখ-পালিশ জাতীয় কিছু লাগলে যার ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে না, তাহলে তা উঠিয়ে অযু করতে হবে, নতুবা অযু হবে না। আর অযু না হলে নামাযই হবে না।
১১. অযু করার পর যদি অযুতে ধোয়ার কোনো অঙ্গ শুকনা রয়েছে দেখা যায়, তবে সাথে সাথে তা ধুয়ে ফেললে আর নতুন অযু করতে হবে না। সাথে সাথে না ধুয়ে নিলে কিন্তু অযু শুদ্ধ হবে না, পুনরায় করতে হবে।
১২. অযু থাকা না থাকা সম্পর্কে সন্দেহ হলে নতুন অযু করে নেওয়া উত্তম।

### তায়াম্মুম কী এবং কখন করা যেতে পারে তার বর্ণনা

মহান দয়ালু আল্লাহ সর্বদাই তাঁর বান্দাহদের প্রতি মেহেরবান। বান্দাহর পালনে অসমর্থ এমন কোনো কিছুর জন্য আল্লাহ বান্দাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ.

উচ্চারণ: ইন্নাদীনা ইউস্‌রু।

অর্থ: দীন সহজ ও সরল।<sup>১</sup>

তাই দেখা যায়, ইসলামের সমস্ত অবশ্য পালনীয় কর্মের বিকল্প ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। পবিত্রতা অর্জনের জন্য অবশ্য করণীয় অযু ও গোসলের

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৯; হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত

বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের ব্যবহারিক অনুমোদন দান একথার সাক্ষ্য বহন করে।

পানির অভাব, সময়ের অভাব, ব্যবহারে বাধা এবং অসমর্থ ও অপারগতার মতো শরীয়ত-সম্মত ওযর বা কারণে পানির বদলে মাটি বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে পাক-পবিত্রতা হাসিল করাকে শরীয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলে।

শরয়ী ওযরে পবিত্রতা অর্জনে তায়াম্মুমের স্থান ও মান অযু-গোসলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যেসব শরয়ী আমল প্রতিপালনে অযু-গোসলের প্রয়োজন, অপারগতায় তায়াম্মুম দ্বারা এর সবগুলোই পালন করা যায়।

### যেসব কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয

১. এক মাইলের ভেতরে পানি পাওয়া না গেলে।
  ২. পানি খুঁজতে নামাযের ওয়াক্ত হারানোর পূর্ণ আশঙ্কা থাকলে।
  ৩. যত দূরে পানি আছে সেখানে অযু করতে গেলে জানাযার নামায বা ঈদের জামাআত হারানোর সম্ভাবনা থাকলে।
  ৪. পানি কিনতে হলে তা কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে।
  ৫. কূপে পানি আছে, অথচ পানি উঠানোর পাত্র না থাকলে বা চেয়ে না পাওয়া গেলে।
  ৬. অযু বা গোসলে ব্যবহার করলে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে।
  ৭. পানি ব্যবহার করতে গিয়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে।
  ৮. পানি বিক্রেতা পানির অত্যধিক মূল্য দাবি করলে।
  ৯. গুরুতর রোগের কারণে পানি ব্যবহারে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
- (বি. দ্র. শরীয়ত মতে এক মাইল প্রায় ১.৬০ কিলোমিটারের সমান।)

### তায়াম্মুমের ফরয ও সুন্নতসমূহ

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি। যথা—

১. নিয়ত করা,
২. পবিত্র মাটিতে হাত লাগিয়ে ধূলা হাতে মুখমণ্ডল মাসেহ করা এবং
৩. পবিত্র মাটিতে হাত লাগিয়ে ২ হাতের কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৫টি। যথা—

১. বিছিমিল্লাহ পড়া,

২. দুই হাত এক সাথে মাটিতে লাগানো,
৩. হাত ঝেড়ে নেওয়া,
৪. প্রথমে মুখ ও পরে যথাক্রমে ডান ও বাম হাত মাসেহ করা,
৫. মধ্যখানে দেরী না করে পরপর মাসেহ করা।

### তায়াম্মুমের নিয়ম

নিয়ত করে বিছিমিল্লাহ বলে ২ হাত পবিত্র মাটিতে লাগিয়ে একটু ঝেড়ে এর দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করতে হবে। আবার একই নিয়মে ২ হাত পাক মাটিতে লাগিয়ে একটু ঝেড়ে প্রথমে বাম হাত দিয়ে ডান হাত কনুইসহ মাসেহ করতে হবে এবং পরে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুইসহ মাসেহ করতে হবে।

### তায়াম্মুমের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَتَيِّمَ رُفْعًا لِلْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ، وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ، وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ আতাইয়াম্মামু রাফ্ আল্ লিল্হাদাসি ওয়াল্ জানা-বাতি, ওয়া ইস্তিবা-হাতাল্ লিস্সা-লাতি, ওয়া তাক্বারুবান্ ইলাল্লা-হি তা'আ-লা।

অর্থ: আমি তায়াম্মুমের নিয়ত করছি যে, নাপাকি দূর করার জন্যে, বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্যে।

### গোসলের বিবরণ ও বর্ণনা

শরীয়তের বিধি অনুসারে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে ধোয়াকে গোসল বলে।

### গোসলের প্রকারভেদ

গোসল ৪ প্রকার। যথা— (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নাত ও (৪) মুস্তাহাব।

**যেসব কারণে গোসল ফরয হয়**

১. উত্তেজনাবশত মনি বের হলে,
২. স্বপ্নদোষ হলে,
৩. পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করলে, বীর্যপাত হোক বা না হোক,
৪. স্ত্রীলোকদের হায়েয বা নিফাস বন্ধ হলে,
৫. স্ত্রী সহবাস করলে,
৬. সমমৈথুন, হস্তমৈথুন ও পশুমৈথুন ইত্যাদির যে কোনো কারণে বীর্যপাত ঘটলে এবং
৭. মৃত মুসলমানকে গোসল দেওয়া জীবিত মুসলমানের ওপর ফরযে কিফায়া।

**যেসব গোসল ওয়াজিব হয়**

১. না-পাক অবস্থায় কোনো কাফির বা অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে গোসল করা ওয়াজিব।
২. স্বপ্নদোষ দ্বারা কোনো বালক ও হায়েয দ্বারা কোনো বালিকা বালগ-বালগা হলে গোসল করা ওয়াজিব।

**গোসলের নিয়ম**

সুযোগ-সুবিধা থাকলে নির্জন বা আবৃত স্থানে গোসল করা উচিত। গোসল যদি ফরয হয়, তবে নিম্নরূপ নিয়ত করে গোসল করতে হবে।

**গোসলের নিয়ত**

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতুল্ গুস্লা লিরাফ্ ইন্ জানা-বাতি।

অর্থ: আমি জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে গোসল করার নিয়ত করছি।

**গোসলের ফরয**

গোসলের ৩ ফরয। যথা—

১. গড়গড়াসহ কুলি করা,
২. নাকের ভেতরে পানি ঢুকিয়ে নাক পরিষ্কার করা,

৩. সারা শরীরে পানি ঢেলে উত্তমরূপে ধোয়া যেন শরীরের কোনো অংশ শুষ্ক না থাকে।

**গোসলের সুন্নাতসমূহ**

১. নিয়ত করা,
২. বালতি বা পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করলে কোন উচ্চ জায়গায় বসে গোসল করা,
৩. শরীরে বা কাপড়ে নাজাসাত লাগলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করা,
৪. গড়গড়াসহ ৩ বার কুলি করা,
৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া,
৬. অযু করে গোসল আরম্ভ করা,
৭. লজ্জাস্থান ধোয়া,
৮. সমস্ত শরীর (পায়ের তালুসহ) ৩ বার ধোয়া,
৯. অযুর সময় পানির ভেতর পা থাকলে গোসলের পর উভয় পা ধোয়া।

**যেসব কারণে গোসল শুদ্ধ হয় না**

১. গোসলের কোনো ফরয আদায় না করলে।
২. শরীরের একটি লোমও শুষ্ক থাকলে।
৩. চুল বাঁধা থাকলে চুলের গোড়ায় পানি না পৌঁছালে।
৪. শরীরে তেল ইত্যাদি মেখে থাকলে গোসলের আগে তা উত্তমরূপে ছাড়িয়ে না ফেললে।
৫. হাতে বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে আংটি বা অলংকার এমনভাবে আটকানো থাকলে যার নিচে পানি পৌঁছে না।
৬. হাত বা পায়ের নখের মধ্যে ময়দা, আটা বা মাটি ইত্যাদি এমনভাবে থাকলে যাতে নখের ভেতরে পানি পৌঁছাতে পারে না।
৭. নাকে বা কানে কোনো কিছু শিপটি বা তুলা এমনভাবে দেওয়া থাকলে যাতে এর ভেতরে পানি পৌঁছে না।
৮. অপবিত্র পানি দিয়ে গোসল করলে।

**গোসল করার নিয়ম**

গোসলের নিয়ত করে প্রথমে ২ হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হবে। শরীরের কোনো অঙ্গে নাজাসাত লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

লজ্জাস্থান উত্তমরূপে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর গড়গড়ার সাথে কুলি করে পরে নাকে পানি দিয়ে নাক ধুয়ে নিতে হবে এবং এ সময় যথানিয়মে অযু করে নিতে হবে।

অতঃপর সর্বপ্রথম মাথায় পানি ঢেলে, তারপর যথাক্রমে ডান-বাম কাঁধে পানি ঢেলে পরে সমস্ত শরীরে ক্রমান্বয়ে পানি ঢালতে হবে। একবার পানি ঢেলে সমস্ত শরীর উত্তমরূপে ঘষতে হবে যেন শরীরের কোনো স্থানে একটি লোমও শুষ্ক না থাকে। শরীরে তেল থাকলে একটু বেশি ঘষে তা উঠিয়ে নিতে হবে। স্ত্রীলোকদের চুল খুলে এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে পারে। পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করলে পরে উপরে উঠে পদযুগল ধুয়ে ফেলতে হবে।

## পেশাব-পায়খানার মাসায়েল ও বর্ণনা

### পেশাব-পায়খানা শেষে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তারা জ্ঞান ও বিবেকসম্মতভাবে জীবন ধারণ করে বলেই শ্রেষ্ঠ ও সভ্য বলে পরিচিত। কিন্তু এখনও এ জগতে কিছুসংখ্যক মানুষ এমনও আছে যাদের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছেনি। তাই তারা বিবেক-সম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত নয়।

সমস্ত জীবনকেই প্রকৃতির দাবি মেটাতে তথা পেশাব-পায়খানা করতে হয় এবং যেখানে-সেখানে করতেও পারে। কিন্তু সভ্য মানুষের অন্যতম মুসলমানগণ এ প্রাকৃতিক দাবি মেটাতে সভ্যতারও উর্ধ্ব শরীয়তের বিধানকেই সযত্নে পালন করতে বাধ্য।

ইসলামি শরীয়তে সতর ঢাকা ফরয। উন্মুক্ত জায়গায় উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ। তাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তথা পেশাব-পায়খানা সারার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যথা- পেশাব-পায়খানা করার জন্য প্রস্রাবখানা, ওয়াশ রুম বা টয়লেট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন অথবা এমন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করতে হবে, যেখানে মানুষসহ সব জীবের দৃষ্টির অগোচরে। বিশেষত জনমানুষের চলার পথে, কোনো ফলস্ত গাছের নিচে পায়খানা-পেশাব করা অন্যায়। ইসলামে স্বীকৃত বিধি মোতাবেক পেশাব-পায়খানা করাও ইবাদতে গণ্য। ইসলামি বিধান মতে ঘেরা বা দেয়াল-বিশিষ্ট পায়খানায় প্রবেশ করতে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে প্রথমে বাম পা দিয়ে ঢুকতে হবে। দু'আ না জানলে

বসার সময় মনে মনে বিছমিল্লাহ বলতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় কাপড় না খুলে বসার কাছাকাছি কাপড় উন্মুক্ত করতে হবে। পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী হয়ে বা কেবলা পিছনে রেখে বসবে না। পায়খানায় বসে পানাহার করা, কথা বলা, সালাম দেওয়া বা সালামের জওয়াব দেওয়া মাকরুহ। পেশাব-পায়খানার অবস্থায় আকাশ পানে ও নিজের লজ্জাস্থানের দিকে দেখা এবং কুরআন-হাদিসের কোনো অংশ তিলাওয়াত করা অনুচিত। পেশাব-পায়খানা হয়ে গেলে প্রথমে টিলা-কুলুখ (টিস্যু পেপার ব্যবহার) ও পরে পানি দিয়ে শৌচ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসা উচিত।

পেশাব পায়খানায় ঢোকার সময়ের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী--- আ'উযু বিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবা--  
--য়িছি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপবিত্র, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।<sup>১</sup>

পেশাব পায়খানা হতে বেরিয়ে আসার পর পড়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

উচ্চারণ: গুফরা-নাকা আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাজী--- আয্হাবা 'আন্নিল্  
আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী।

অর্থ: (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ভেতর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে আফিয়ত ও সুস্থতা দান করেছেন।<sup>২</sup>

## টিলা-কুলুখ ও ইস্তিনজার নিয়মাবলি

পেশাব-পায়খানা করে টিলা-কুলুখ (টিস্যু পেপার) এবং পানি দ্বারা পরিষ্কার হওয়ার নাম ইস্তিনজা (পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অর্জন)। টিলা-কুলুখ বা পানি ব্যবহার করা সুন্নাত এবং অধিকতর পুণ্যময়। মল যদি শুকনা ও কঠিন

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১ ও ৮, পৃ. ৪০ ও ৭১, হাদীস : ১৪২ ও ৬৩২২, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮৩, হাদীস : ১২২ (৩৭৫)

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১১০, হাদীস: ৩০০ ও ৩০১

হয়, পায়খানার রাস্তার চারদিকে মল লেগে থাকলে এবং নাজাসাতের (না-পাক বস্তু) পরিমাণ এক দিরহাম অপেক্ষা বেশি হলে পানি দিয়ে ধোয়া ভালো।

### যেসব বস্তু দ্বারা কুলুখ করা জায়েয

১. মাটির টিলা,
২. টিস্যু পেপার,
৩. ছোঁড়া কাপড় ও নেকড়া,
৪. শুকনা ঘাস-পাতা এবং
৫. সুপারি-নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি।

### যেসব বস্তু দ্বারা কুলুখ হয় না

১. সোনা-রূপাসহ যাবতীয় ধাতব পদার্থ,
২. কয়লা,
৩. চুনা,
৪. কাঁচা ঘাস, পাতা, খড়-কুটা,
৫. ফল-ফুল, শাক-সবজি, তরি-তরকারী, শস্য-দানা, হাড়, মাংস ও শিঙা।  
অনুরূপভাবে আখের রস, খেজুরের রস, ডাব ও নারিকেলের পানি, তালের রস বা অন্য যেকোনো ফলের রস-সুস্বাদু, উত্তম খাদ্য ও পানীয় বিধায় এগুলো দ্বারা ইস্তিনজা করা মাকরুহ।

পেশাবের পর শুধু পুরুষ লোককেই টিলা ব্যবহার করতে হয়, স্ত্রী লোকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পায়খানার পর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই কুলুখ ব্যবহার করা আবশ্যিক। পাক-পবিত্র হতে যে কয়টি কুলুখ ব্যবহার করা প্রয়োজন অতগুলো ব্যবহার করাই ফরয। বেজোড় ব্যবহার বা ৩টি কুলুখ ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

### কুলুখ ব্যবহার করার নিয়ম

গরমের দিনে পুরুষের অণ্ডকোষ কিছুটা ঝুলে থাকে বলে গরমকালে পুরুষগণ প্রথম কুলুখ সামনের দিক হতে পিছন দিকে, দ্বিতীয়টি পিছন দিক হতে সামনের দিকে এবং বিপরীতে অর্থাৎ প্রথম কুলুখ পিছন দিক হতে সামনের দিকে, দ্বিতীয়টি সামনের দিক হতে পিছন দিকে এবং তৃতীয়টি আবার পিছন দিক হতে সামনের দিকে টেনে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিতে হবে।

তারপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে। স্ত্রীলোকদের শারীরিক কোনো অসুবিধা নেই বিধায় তারা যেকোনো ঋতুতে যেকোনো দিক হতে কুলুখ ব্যবহার করতে পারবে।

### সালাম: ইসলামি শান্তির প্রতীক

ইসলাম শান্তির ধর্ম। প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর অপর মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা কর্তব্য। ইসলামি শরীয়তে তাই শাব্দিক সালামকে ব্যবহারিকরূপে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে তার অনুসারীদের জন্য সালাম দেওয়াকে সুন্নাত ও সালামের জওয়াব দেওয়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। তাই একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে মুলাকাত বা দেখা-সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে সালাম করা সুন্নাত এবং জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। কত সুন্দর ও বিবেক-সম্মত ইসলামি বিধি-বিধান ও প্রথা।

নিম্নলিখিত শব্দসমূহের ব্যবহারে সালাম করা ইসলামি রীতি। কিন্তু কোনো কোনো আধুনিক মুসলমান ভিন্ন ভাষায় বা শব্দে একে অপরকে যে সম্ভাষণ করে তা কখনও সালামের বিকল্প হতে পারে না এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও এতে সাধিত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামি বিধিবদ্ধ সালামের ব্যবহারিক রীতির নীতিগত গুরুত্ব অনুধাবন করে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশিত শব্দ ব্যবহারেই সালাম-সম্ভাষণ করতে হবে, অন্য কোনো শব্দ যোগে নয়। সালামে ব্যবহৃত ইসলামি শব্দ হচ্ছে,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ: আসসালা-মু 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ্।

অর্থ: আপনার ওপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক।<sup>১</sup>

সালাম দেওয়ার জন্য বড়-ছোটের কোনো বিধিগত ভেদাভেদ নেই। তবে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, পীর-উস্তাদ, বড় ভাই-বোন ও গুরুজনদেরকে সালাম দেওয়া বিবেক-সম্মত। পথে চলাচলের সময় পরিচিত-অপরিচিত বয়স্ক ব্যক্তিকেও সালাম দেওয়া নবীজির সুন্নত। এটি নবী করীম ﷺ-এর তরীকাও। সালামের পর মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহার সময় নিম্নলিখিত দু'আ পড়া বিধেয়:

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৭১, হাদীস: ২৭২১



يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلكُمْ.

উচ্চারণ: ইয়াগ্ফিরুল্লা-হু লানা- ওয়া লাকুম্।

অর্থ: আল্লাহ আমাদেরকেও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।

## আযানের বিবরণ

আযান অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। শরীয়াতে মুহাম্মদী ﷺ মতে প্রত্যেক ফরয নামায ও জুমু'আর নামাযের জন্য শরীয়াতের নির্ধারিত শব্দ ও বাক্য দ্বারা নামাযীগণকে আহ্বান করার নাম আযান। ফরয নামাযের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। নামায আদায় যেভাবে শরীয়াতের বিধিসম্মত হতে হবে অনুরূপভাবে আযান-ইকামতও শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক দিতে হবে।

আযান ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলন ছিল না। হিজরতের পর মদীনা শরীফে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হলে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়লে এবং অবস্থানের পরিধি বিস্তৃত হলে মুসলমানদেরকে মসজিদে নামাযের জন্য আহ্বান করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেননা মুসলমানরা আপন ইচ্ছা ও সময় মতো মসজিদে আগমন এবং বিচ্ছিন্নভাবে নামায আদায় করতে থাকে। নবী করীম ﷺ মুসলমানদের এ ধরনের বিচ্ছিন্নভাবে মসজিদে আগমন এবং যে যখন ইচ্ছা ভিন্নভিন্নভাবে নামায আদায় না করে একই ওয়াক্তের নামায কীভাবে সকলে একত্রে জামায়াতে আদায় করতে পারে তার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি আলোচনা ও পছন্দ নির্ধারণ করার মানসে একদিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় বিভিন্ন সাহাবা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কেউ কোন উচ্চ স্থানে আশুন জ্বলে, কেউ শিঙা বাজিয়ে, কেউবা ঘণ্টাধ্বনি করে; আর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ﷺ কোনো লোক উচ্চ জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সকলকে সালাত সালাত বলে নামাযের ওয়াক্তের স্মরণ ও নামাযের জন্য আহ্বান করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত নবী করীম ﷺ-এর কাছে উক্ত প্রস্তাবগুলোর কোনোটিও মনঃপূত হল না।

সর্বসম্মত কোনো প্রস্তাব বা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো ইশারা পাওয়ার অপেক্ষা করেন। এ অবস্থায় একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাতে স্বপ্নের মধ্যে বর্তমানের সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত আযানের সমস্ত শব্দই

শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সকালে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে বর্ণনা করেন। স্বপ্নের কথা শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহ চান তো নিশ্চয়ই এটি অতীব সত্য স্বপ্ন।' পরে তিনি এভাবেই আযান দেওয়ার জন্য আদেশ দান করেন।

ইমাম আবু দাউদ ও এ হাদিসটি কিছু ব্যতিক্রমসহ বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণনায় হাদিসের শেষের দিকে কথাগুলো রয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ-এর শিক্ষা মতো হযরত বিলাল ﷺ আযান দিলে তা ঘরে বসে হযরত ওমর ﷺ শুনতে পান। তখন তিনি গায়ে চাদর টানতে টানতে সরকারে দু'আলম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁকে লক্ষ করে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে সত্যতা-সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর শপথ। ঠিক অনুরূপ বাক্যই আমি স্বপ্নে জানতে পেরেছি।' নবী করীম ﷺ তাঁর বর্ণনা শুনে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন।<sup>১</sup>

এটিই আযান প্রবর্তনের মূল ইতিহাস। হযরত ওমর ﷺ ও অন্যান্য বহু সাহাবায়ে কেরামও স্বপ্নযোগে আযান শিক্ষাপ্রাপ্ত; আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক গৃহীত শব্দ ও বাক্যগুলোই বিগত সাড়ে ১৪ শত বছর যাবৎ অনুরূপভাবেই ধ্বনিত হয়ে আসছে। অতএব যতদিন দুনিয়াতে মুসলমান থাকবে, মসজিদ থাকবে ততদিন মসজিদের মিনার হতে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে; আর আযান অবিকল, অবিকৃত ও অনুরূপভাবেই দিতে হবে।

আযানের শব্দসমূহের আগে বা পিছে অন্য কোনো ধরনের শব্দ, বাক্য বা বাক্যসমষ্টির সংযোজন বা বিয়োজন, যোগ বা সংযোগের আর কারো কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া আযান এমন কোনো নতুন কিছু নয় যা শরীয়াতের প্রয়োজনে এখনই প্রবর্তন ও গ্রহণ করা হচ্ছে। বরং এটি খোদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। বহু সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর অন্তরে ইলকা, ইলহাম ও স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। বিগত ১৪ শত বছর ধরে ইসলামি বিশ্বেও লক্ষ-কোটি মসজিদের মিনারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আর কারো কোনো ধরনের প্রস্তাব, কিছু সংযোজন-বিয়োজন ইসলামি সমাজে অহেতুক একটা ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার নামান্তর হবে। এ ধরনের ফাসাদ ও ফিতনা হতে আল্লাহ আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। কারো কোনো ভুল ধারণা

<sup>১</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৩৫-১৩৬, হাদীস: ৪৯৯

থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ভুল নিরসনে সাহায্য করুন। ইসলামি সমাজ ফাসাদ ও ফিতনা মুক্ত হোক, মহান আল্লাহর দরবারে এটিই আমার আকুল ফরিয়াদ।

হযরত নবী করীম ﷺ-এর জামানা হতে যে আযান প্রচলিত হয়ে আজ অবধি মুসলিম জাহানের সমস্ত মসজিদে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে, তার শব্দগুলি নিম্নরূপ:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হু আক্বার। (৪ বার)

অর্থ: আল্লাহ মহান।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

উচ্চারণ: আশ্হাদু আল্লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। (২ বার)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

উচ্চারণ: আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার্সালাল্লাহ। (২ বার)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

উচ্চারণ: হাইয়া 'আলাস্ সালা-ত। (২ বার)

অর্থ: নামাযের জন্য আসুন।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

উচ্চারণ: হাইয়া 'আলাল্ ফালা-হ। (২ বার)

অর্থ: কল্যাণের দিকে আসুন।

اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হু আক্বার। (২ বার)

অর্থ: আল্লাহ মহান।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

উচ্চারণ: লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। (১ বার)

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

বলে আযান শেষ করতে হয়।

ফজরের নামাযের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া 'আলাল্ ফালা-হ)-এর পর ২ বার বলতে হয়,

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

উচ্চারণ: আস্সালা-তু খাইরুম্ মিনান্নাওম্।

অর্থ: ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম।

ইকামত আযানেরই অনুরূপ, শুধু حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া 'আলাল্ ফালা-হ)-এর পর ২ বার বলতে হয়,

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

উচ্চারণ: ক্বাদ্ কা-মাতিস্ সালা-ত।

অর্থ: নামায কায়েম (আরম্ভ) হচ্ছে।

বি. দ্র. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার সাথে সাথে নামাযের নিয়ত করা উত্তম।

আযানের শেষে দু'আ

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا فِي الدُّنْيَا وَعَدَّتْهُ، وَارْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি, ওয়াস্ সালা-তিল্ কা----য়িমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাতা, ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা, ওয়াব্'আস্হু মাকামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহু, ওয়ারযুক্না- শাফা'আতাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি, ইল্লাকা লা- তুখলিফুল্ মী'আদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাস্বত নামাযের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করুন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও সুমহান মর্যাদা। আর তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

বি. দ্র. আল্লাহর দরবারে যেকোনো দু'আ করতে দু'হাত একত্রিত করে হাতের বুক আসমানের দিকে করে আযীযী-মিনতি করে দু'আ করা মাসরু। হাত না উঠিয়ে শুধু দু'আ করলে দু'আ-কারীর তাকাবুরী প্রকাশ পায়, দীনতা প্রকাশ পায় না। আযানের দু'আয়ও হাত উঠিয়ে দু'আ করা উচিত। হাত উঠিয়ে দু'আ করা আদাবে দু'আতে শামিল।

আযান দেওয়ার সময় শ্রোতাগণের মনোযোগ সহকারে আযান শোনা এবং মনে মনে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করে আযানের জওয়াব দিতে হয়। আযানের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** (হাইয়া 'আলাস্ সালা-ত) উচ্চারিত হওয়ার সময় জওয়াবে বলতে হয়:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ: লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ: আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কারও পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা নেই।

আর **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** (হাইয়া 'আলাল্ ফালা-হ) উচ্চারিত হওয়ার সময়ও জওয়াবে বলতে হয়,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ: লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ: আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কারও পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা নেই।

ফজরের নামাযের আযানে যখন **النَّوْمِ مِنَ الصَّلَاةِ حَيَّ** (আসসালা-তু খাইরুম্ মিনাল্লাওম) বলা হয় তখন শ্রোতাগণকে জওয়াব দিতে হয়,

قَدْ صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ.

উচ্চারণ: ক্বাদ্ ছাদাক্তা ওয়া বারার্তা।

অর্থ: আপনি সত্য ও উত্তম কথা বলেছেন।

তবে যেসব ব্যক্তি দীনি ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়াতে নিয়োজিত, নামাযে রত, খুতবা পাঠে রত, হায়েয-নিফাসওয়ালা স্ত্রীলোকগণ, গোসল ফরয হওয়া নর-নারী এবং পেশাব-পায়খানায় রত ব্যক্তিকে আযানের জওয়াব দিতে হয় না।

## নামাযের বর্ণনা

### নামাযের গুরুত্ব

নামায সব ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

**প্রথমত:** নামাযরত অবস্থায় কোনো পার্থিব কাজ করা যায় না। কেননা নামাযের মধ্যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। অপরাপর ইবাদতের মধ্যে পার্থিব কাজও হয়ে থাকে। হজ্জের মধ্যে পার্থিব কাজ-কর্মও হয়। অতএব নামাযের মধ্যে ইখলাস বেশি। তাই তো ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

উচ্চারণ: ইল্লাস্ সালা-তা তান্হা 'আনিল্ ফাহ্শা----যি ওয়াল্ মুন্কার।

অর্থ: নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।<sup>১</sup>

**দ্বিতীয়ত:** নামায সমগ্র জাহেরী এবং বাতেনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আদায় করা হয়। নামায হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত।

**তৃতীয়ত:** নামায সকল ফেরেস্তার ইবাদতের সমন্বয়। কোনো কোনো ফেরেস্তা রুকু মध्ये, কোনো কোনো ফেরেস্তা কিয়ামের মধ্যে আবার কোনো কোনো ফেরেস্তা সিজদার মধ্যে রয়েছেন।

**চতুর্থত:** নামায আল্লাহ তা'আলার সকল মাখলুকের ইবাদতের সমন্বয়। গাছ দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। চতুষ্পদ জন্তুসমূহ রুকু অবস্থায়, কীট-পতঙ্গ সিজদারত অবস্থায়, ব্যাঙ ইত্যাদি বৈঠকরত অবস্থায়। অতএব নামায আদায়কারী ব্যক্তির মধ্যে ফেরেস্তা এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের ইবাদতের সমন্বয় ঘটেছে।

**পঞ্চমত:** নামায সকলের ওপর ফরয। যাকাত এবং হজ্জ গরীবের ওপর ফরয নয় এবং রোযা মুসাফিরের ওপর ফরয নয়। অতএব নামায সর্বশ্রেণির লোকের ইবাদত।

**ষষ্ঠত:** নামায দৈনন্দিন আদায় করা হয়। রোযা ও যাকাত বছরে একবার এবং হজ্জ জীবনে একবার আদায় করা ফরয।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

**সম্মত:** নামায মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে। নামাযী ব্যক্তির শরীর ও কাপড় সবসময় পবিত্র রাখা প্রয়োজন এবং দিন-রাত সবসময় নামাযের চিন্তায় থাকতে হয়। অতএব নামায আদায়কারী প্রত্যেক সময় ইবাদতের মধ্যে থাকে। ইবাদতের চিন্তাও ইবাদত।

নামায ৫ ওয়াক্ত এজন্য যে, হুযুরে পাক ﷺ-এর মি'রাজের মধ্যে প্রথম ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৫ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাজের নেকীর বদলা ১০ গুণ। তাই তো তিনি স্বয়ং ইরশাদ ফরমায়েছেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا ۝

**উচ্চারণ:** মান্ জাআ---- বিল্ হাসানাতি ফালাহু 'আশারু আম্সা-লিহা-।

**অর্থ:** যে ব্যক্তি একটি সওয়াবের কাজ করবে, তার জন্য এর ১০ গুণ বদলা রয়েছে। অতএব নামায পড়ার বেলায় ৫ ওয়াক্ত হলেও সওয়াবের ক্ষেত্রে ৫০ ওয়াক্তের সমান।<sup>১</sup>

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির প্রত্যেক অবস্থা আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। যার সূচনা ভালো আশা করা যায় তার সমাপ্তিও একই রকম হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার কানে আযান দেওয়া হয়। জন্ম একটা জীবনের সূচনা। যেহেতু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের ৫ অবস্থা হয়। সকাল বেলা দিনের সূচনা। মনে হয় যেন নতুন জীবনের সূচনা, তাই প্রথমে ফজরের নামায পড়বে। যুহরের সময় খাওয়া-দাওয়া এবং আরাম ও অবকাশের সময় দিনের দ্বিতীয় অংশের সূচনা। তাই এ সময় যুহরের নামায পড়বে। আসরের সময় কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্ম শেষে অবকাশ নেয় এবং ভ্রমণে বের হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অবকাশের সময় এসে যায়। তাই এ সময় নামায আদায় করা বাঞ্ছনীয়। মাগরিবের সময় রাতের সূচনা। তাই এ সময় নামায আদায় করা কর্তব্য। ইশার সময় জাগরণের সমাপ্তিকালীন সময়। ঘুম যা এক ধরনের মৃত্যু। এর সূচনা হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়ে শুয়ে পড়বে। মনে হয় যেন এটাই শেষ নিদ্রা। এরপর কিয়ামতের সময় জাগরিত হবে।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১৬০

আমরা জানি বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের ধরনও ভিন্ন হয়। নামাযও ভিন্ন ভিন্ন ওষুধের ন্যায়। যে তালার মধ্যে ৩ দাঁত-বিশিষ্ট চাবির প্রয়োজন, এটি ৪ দাঁত-বিশিষ্ট চাবি দ্বারা খোলা যাবে না। এই নামাযের সময়সমূহ বিভিন্ন পয়গাম্বরের স্মারক। হযরত আদম ﷺ পৃথিবীতে এসে রাত দেখতে পেলেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। সকাল হওয়ার সাথে সাথে শুকরানা-স্বরূপ দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এই হচ্ছে ফজরের নামায। হযরত ইবরাহীম ﷺ প্রিয় ছেলের কুরবানীর পরিবর্তে দুধা পেয়েছিলেন। ছেলের প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় এবং কুরবানী আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হওয়ায় ৪ রাকআত শুকরানা নামায আদায় করেন। এটি হচ্ছে যুহরের নামায। হযরত উযাইর ﷺ ১০০ বছর পর জীবিত হয়ে ৪ রাকআত শুকরানা নামায পড়েন, এটি হচ্ছে আসরের নামায। কেননা তিনি সেই সময় জীবিত হয়েছিলেন। হযরত দাউদ ﷺ-এর তওবা কবুল হওয়ায় শুকরানা হিসেবে সূর্যাস্ত যাওয়ার পরে ৪ রাকআত নামাযের নিয়ত করেছেন। কিন্তু তিনি ৩ রাকআত আদায় করে থেকে গেছেন, এটি মাগরিবের নামায। আমাদের নবী ﷺ ইশার নামায আদায় করেছেন।<sup>১</sup>

সফরের মধ্যে এই জন্য কসর পড়া হয় যে, মি'রাজের সফরে নামায দু'রাকআত ফরয হয়েছিল। কোনো কোনো নামায পরবর্তী সময়ে বর্ধিত করা হয়েছে। [আল-হাদিস]

যখন তোমরা সফর করবে, তখন মি'রাজের সফরের কথা স্মরণ করবে। এজন্য পরবর্তী দু'রাকআতে কিরআত ফরয নয় এবং ইমাম এতে আস্তে আস্তে কিরআত পড়তে থাকেন যাতে একথা স্মরণ থাকে যে, পূর্ববর্তী দু'রাকআত প্রথমে ফরয হয়েছিল এবং পরবর্তীতে দু'রাকআত বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু তিনের অর্ধেক সঠিক হয় না, এজন্য এতে কসরও হয় না।

কিরআত আস্তে পড়া হয় এজন্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফিরদের আধিক্য ছিল। তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনে আল্লাহ তা'আলা, হযরত জিবরাঈল ﷺ এবং হযুর পাক ﷺ-এর শানে বিদ্রোহ করতো। যুহর ও আসরের নামাযের সময় তারা ঘোরাফেরা করে থাকে। মাগরিবের সময় খাওয়া-দাওয়ায় লিপ্ত থাকে। ইশার সময় শুয়ে পড়ে এবং ফজরের সময় নিদ্রাবিভূত থাকে। এ কারণে যুহর এবং আসরের নামাযে আস্তে আস্তে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

<sup>১</sup> আত-তাহাওয়ী, শরহ মা'আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১০৪৬

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

উচ্চারণ: ওয়া লা- তাজ্হাৰ্ বিসা-লাতিকা ওয়া লা- তুখাফিত্ বিহা- ওয়াব্তাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা।

অর্থ: অত বড় করে কুরআন পড় না, যাতে শব্দ বাইরে যায় এবং অত আশ্তেও পড় না যাতে নিজে নিজে শোনা না যায়।<sup>১</sup>

এখন যদিও সেই অবস্থা নেই, কিন্তু হুকুম এখনো বহাল রয়েছে যাতে মুসলমানেরা সেই দুর্দিনের কথা স্বীকার করে বর্তমানের কথা স্মরণে রেখে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করেন।

নামাযের মধ্যে ৪টা জিনিস পড়া হয় এবং ৪টা কাজ করা হয়। যেমন- কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, দরুদ ও দু'আ পড়া হয় এবং কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কুউদ (বসা) ইত্যাদি কাজসমূহ করা হয়। এ ৪টি কাজে দুটো হিকমত রয়েছে। যথা-

১. মানুষের ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- ১. জড়তা, ২. সজীবতা, ৩. পশুত্ব ও ৪. মানবতা। জড় পদার্থের ইবাদত হচ্ছে বৈঠকরত অবস্থায়, পশুর ইবাদত হচ্ছে রুকু অবস্থায়, সজীব পদার্থের ইবাদত হচ্ছে সিজদা অবস্থায় এবং মানুষের ইবাদত হচ্ছে দাঁড়িয়ে। যেমন পবিত্র কুরআন দ্বারা সাবিত (প্রমাণিত) আছে। অতএব নামাযের মধ্যে ৪ ধরনের ইবাদত একত্রিত করা হয়েছে। সর্বোপরি এ ৪টির অভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়। যারা নামায কায়েম করবে না মনে হচ্ছে যেন মানুষ ৪ স্তর নিচে অবতরণ করেছে। তাই তার উন্নতির জন্য ৪টি কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
২. আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের সঠিক সমন্বয়ে মানুষ। আগুনের বৈশিষ্ট্য গর্ব ও অহমিকা, এজন্য এটা ওপর দিকে উত্থিত হয়। দেখুন, শয়তান হযরত আদম ﷺ-এর সামনে ঝুঁকেনি। পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রবাহিত হওয়া। মাটির প্রভাব হচ্ছে, জড়তা এবং অচেতনতা। বাতাসের প্রভাব প্রীতিসুলভ। এজন্য শক্তিশালী ওষুধে বাতাস মিশ্রিত হয়। মনে হয় যেন মানুষ এ ৪টি স্বতন্ত্র বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের মধ্যেও এ ৪টি দোষ বিদ্যমান। এসব দূরীভূত করার জন্য এ ৪টি আরকান নামাযের মধ্যে জরুরি বিবেচিত হয়েছে। এসব আরকানকে আল্লাহর বিভিন্ন যিক্র দ্বারা

পরিপূর্ণ করা হয়েছে। যাতে করে এসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে পাক কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ

উচ্চারণ: ইন্নাস্ সালা-তা তান্হা- 'আনিল ফাহ্শা----য়ি ওয়াল্ মুন্কার।

অর্থ: নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।<sup>১</sup>

পবিত্র কুরআনের সূরায়ে মায়িদায় আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقْبَلْتُمُ الصَّلَاةَ ۖ

উচ্চারণ: ওয়া ক্বালাল্লাহ্ ইন্নী মা'আকুম্, লাইন্ আক্বাম্ তুমুস্ সালা-ত।

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাথে থাকব, যদি তোমরা নামায কায়েম কর।<sup>২</sup>

## নামাযের বর্ণনা

ইসলামের ৫ স্তরের মধ্যে নামায অন্যতম একটি প্রধান স্তর। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। ইসলামে নামায ৪ পর্যায়ের। যথা- ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত ও ৪. নফল।

ফরয: যেসব নামায পড়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সহীহ বা স্পষ্টভাবে আদেশ করেছেন তা-ই ফরয নামায। ফরয নামায আবার ২ প্রকার। যথা-

১. ফরযে আইন। যথা- দৈনিক ৫ বার নামায আদায় যা প্রত্যেক আকেল (জ্ঞানসম্পন্ন) ও বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য তা-ই ফরযে আইন।
২. ফরযে কিফায়া। যথা- জানাযার নামায। এটি সকলের ওপর আদায় করা ফরয হলেও একই মহল্লা বা একই স্থানের কিছু লোক আদায় করলে সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

ওয়াজিব: যে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার আদেশ আছে। তবে স্পষ্ট নয়, বরং অস্পষ্ট। এ ধরনের নামাযকে ওয়াজিব নামায বলা হয়। যেমন- বিতরের নামায, ২ ঈদের নামায।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:১২

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১১০

**সুন্নাত:** যেসব নামায হযরত নবী করীম ﷺ নিজে আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কোরামকেও আদায় করতে বলেছেন। আবার কখনও কোনো নামায নিজে পড়েছেন, কিন্তু সাহাবাগণকে সে সম্পর্কে কোনো প্রকার আদেশ বা নিষেধ কিছুই করেননি। এ প্রকারের নামাযগুলোই সুন্নাত নামাযের অন্তর্ভুক্ত। যথা— ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত, যুহর নামাযের ফরযের পূর্বের ৪ রাকআত ও পরের ২ রাকআত, মাগরিব ও ইশার নামাযের ফরযের পরের ২ রাকআত সুন্নাত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর আসর ও ইশার নামাযের ফরযের আগের চার রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা বা য়ায়েদার (পড়লে সাওয়াব, না পড়লে গোনাহ হবে না) অন্তর্ভুক্ত।

**নফল:** উল্লিখিত ৩ প্রকারের নামায ব্যতীত বাকি নামায নফল নামায হিসেবে গণ্য। সুন্নাতে য়ায়েদা ও সর্বপ্রকারের নফল নামায পড়লে সাওয়াব হবে, কিন্তু না পড়লে কোনো গোনাহ নেই।

### নামাযের আহকাম ও আরকান

নামায আদায় হওয়ার জন্য নামাযের ভেতরে ও বাইরে ১৩টি ফরয আছে। এসবের মধ্যে নামাযের বাইরের ফরযকে আহকাম ও ভেতরের ফরযকে আরকান বলা হয়।

### নামাযের আহকাম ৭টি যথা—

১. শরীর পাক,
২. কাপড় পাক,
৩. জায়গা পাক,
৪. সতর ঢাকা (পুরুষের সতর: নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত আর স্ত্রীলোকের মুখ, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের বাকি সমস্ত অঙ্গ সতর),
৫. প্রতি ওয়াক্ত নামাযের নির্দিষ্ট সময় হওয়া,
৬. কেবলামুখী হওয়া এবং
৭. নিয়ত করা।

### নামাযের আরকান ৬টি যথা—

১. তকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহ্ আকবার বলে নিয়ত বাঁধা,
২. কিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া (যদি কোনো ওজর না থাকে),
৩. কিরআত পড়া,

৪. রুকু করা,
৫. দুই সিজদা করা এবং
৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়াপরিমাণ বসা।

### নামাযের নিয়ত ও রাকআত

ফজরের নামায মোট ৪ রাকআত। প্রথম ২ রাকআত সুন্নাত, দ্বিতীয় ২ রাকআত ফরয।

### ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَاةِ الْفَجْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ ফাজ্রি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

### ফজরের ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى  
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ ফাজ্রি ফারযাল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফজরের দু'রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

প্রতি রাকআত নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়ে নামায আদায় করা যাবে।

### যুহরের নামায

যুহরের নামায মোট ১২ রাকআত। প্রথমে ৪ রাকআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকআত ফরয, ২ রাকআত সুন্নাত ও ২ রাকআত নফল। প্রতি রাকআত নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়ে নামায আদায় করা যাবে। তবে ফরয ৪ রাকআতের শেষ ২ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

### যুহরের ৪ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তিয্ যুহুরি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

### যুহরের ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الظُّهْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তিয্ যুহুরি ফারদিলা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে যুহরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

প্রতি রাকআত নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়ে নামায আদায় করা যাবে, তবে শেষের ২ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

### যুহরের ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাকা'আতাই সালা-তিয্ যুহুরি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে যুহরের ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

### যুহরের ২ রাকআত নফল নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই সালা-তিন্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে যুহরের ২ রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

উল্লিখিত নিয়মেই সুন্নাত ও নফল নামাযগুলি আদায় করা যাবে।

### আসরের নামায

আসরের নামায মোট ৮ রাকআত। প্রথমে ৪ রাকআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকআত ফরয।

### আসরের ৪ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الْعَصْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তিল্ 'আসরি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা-

মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু  
আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
আসরের ৪ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু  
আক্‌বার।

আসরের ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الْعَصْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ  
রাকা'আ-তি সালা-তিল্ 'আসরি ফারদিল্লা-হি তা'আ-লা-  
মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু  
আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
আসরের ৪ রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু  
আক্‌বার।

যুহরের ৪ রাকআত সুন্নাত ও ফরয নামাযের নিয়মেই আসরের ৪  
রাকআত সুন্নাত ও ৪ রাকআত ফরয নামায আদায় করা যাবে। প্রতি রাকআত  
নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়ে নামায আদায়  
করা যাবে। তবে ফরয নামাযের শেষের ২ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে  
হবে।

মাগরিবের নামায

মাগরিবের নামায মোট ৭ রাকআত। প্রথমে ৩ রাকআত ফরয, তারপর ২  
রাকআত সুন্নাত ও ২ রাকআত নফল।

মাগরিবের ৩ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الْمَغْرِبِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- সালা-সা  
রাকা'আ-তি সালা-তিল্ মাগরিবি ফারদিল্লা-হি তা'আ-লা-  
মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু  
আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
মাগরিবের ৩ রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্‌বার।

মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই  
সালা-তিল্ মাগরিবি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্  
ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্‌বার।

মাগরিবের ২ রাকআত নফলের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই  
সালা-তিল্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্  
শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
মাগরিবের ২ রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্‌বার।

প্রতি রাকআত নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে  
পড়ে নামায আদায় করা যাবে। তবে ৩ রাকআত ফরয নামাযের শেষের এক  
রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।



## ইশার নামায

ইশার নামায মোট ১৭ রাকআত। প্রথমে ৪ রাকআত সুন্নাত, তারপর ৪ রাকআত ফরয, ২ রাকআত সুন্নাত, ২ রাকআত নফল, ৩ রাকআত বিতর ও ২ রাকআত নফল।

## ইশার ৪ রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তিল্ 'ইশা----য়ি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইশার ৪ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

## ইশার ৪ রাকআত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الْعِشَاءِ فَرَضَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তিল্ 'ইশা----য়ি ফারদিলা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইশার ৪ রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

## ফরযের পর ২ রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ 'ইশা----য়ি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইশার ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

## ২ রাকআত সুন্নাতের পর ২ রাকআত নফলের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيِ صَلَوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিন্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ২ রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

## বিতরের নামায

ইশার নামাযের পর বিতরের ৩ রাকআত নামায পড়তে হয়। বিতরের নামায ওয়াজিব।

## ৩ রাকআত বিতর ওয়াজিব নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ صَلَوةِ الْوُتْرِ وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- সালা-সা রাকা'আ-তি সালা-তিল্ বিতরি ওয়াজিবিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্‌বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিতরের ৩ রাকআত ওয়াজিব নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

ওয়াজিব নামাযের নিয়মে বর্ণিত ৩ রাকআত বিশিষ্ট নামাযের মতো এটিও পড়বে। শুধু তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকুতে না গিয়ে আল্লাহ্ আকবর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আর নিয়ত বাঁধার মতো হাত বেঁধে দু'আয়ে কুনুত পড়তে হয়।

### দু'আয়ে কুনুত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي  
عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُخْلِجُ، وَنُثْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ.  
اللَّهُمَّ إِنَّا لَنَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، وَنَخْشَى، وَنَرْجُو  
رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা, ওয়া নুছনী 'আলাইকাল্ খাইরা, ওয়া নাশ্কুরুকা, ওয়া লা- নাক্‌ফুরুকা, ওয়া নাখলা'উ, ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়া লাকা নুছাল্লী, ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস্'আ-, ওয়া নাহ্‌ফিদু, ওয়া নারজু রাহ্মাতাকা, ওয়া নাখ্‌শা 'আযাবাকা। ইন্না 'আযাবাকা বিল্ কুফ্‌ফারি মুল্‌হিকু।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং পাপ থেকে ক্ষমা চাই। আপনারই ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আপনারই ওপর ভরসা করি। আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি এবং আমরা আপনারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমরা আপনার অকৃতজ্ঞতা করি না এবং যারা আপনার অমান্য করে আমরা তাদেরকে বর্জন করে থাকি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়ি, আপনাকেই সিজদা করি, আপনার দিকে দৌড়ে আসি, আপনার দুয়ারে ধর্ণা দেই, আপনার রহমতের আশা রাখি, আপনার শাস্তির ভয় করি। অবশ্যই আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে বেষ্টন করে নেবে।

তারপর যথানিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায শেষ করতে হয়। যদি কেউ দু'আয়ে কুনুত না জানে, তবে তা শিখে নেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা 'আযাবান্ নার।

অর্থ: হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর।<sup>১</sup>

তাও না জানলে ৩বার اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির্ লী) অথবা يَا رَبِّي (ইয়া রাব্বী) পড়ে নামায শেষ করবে।

বিতরের পরে ২ রাকআত নফলের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكِبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিন্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হ্ আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ২ রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আকবর।

### ইমাম ও মুকতাদীর নামাযের নিয়ত

ইমাম ও মুকতাদীর নিয়তের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে সামান্য দুইটি কথার ব্যতিক্রম আছে। তা এই যে, ইমাম যখন নামাযের জামাআতে ইমামতি করবেন তখন ফারদিয়া-হি তা'আলা কিংবা সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আলা বা ওয়াজিবিল্লা-হি তা'আলা বলার পর اِنَّا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ. (আনা- ইমামুল্লিমান্ হাদারা ওয়া মাই ইয়াহুদুরু) কথাটুকু অতিরিক্ত বলবে। আর মুকতাদীরা যখন কোন ইমামের পিছনে নামাযের নিয়ত করবে, তখন এ স্থানে اِقْتِدَيْتُ بِهَذَا الْاِمَامِ (ইকতিদাইতু বিহা-যাল ইমাম) কথাটুকু অতিরিক্ত বলবে।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০১

বি. দ্র. ইমামতি করলে বা একাকী নামায পড়লে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে আ'উযু বিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ এবং বাকি সব রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে শুধু বিছমিল্লাহ পড়তে হবে।

উল্লেখ্য যে, জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমাম ছাহেব যখন উচ্চস্বরে অথবা চুপে চুপে সূরা-কিরাআত পড়েন তখন অনেক মুসল্লী ভাইদেরকে নামাযের মাসআলা না জানার কারণে ইমাম সাহেবের মুখে মুখে বা নিজে নিজে সূরা-কিরাআত পড়তে দেখা যায়। এটা ভুল। ইমাম ছাহেব সূরা-কিরাআত পড়ার সময় মুকতাদীরা চুপ থাকবেন এবং খেয়াল করবেন যে, আল্লাহ জালা শানুহু আমাকে দেখছেন। আমি তাঁর শাহী দরবারে উপস্থিত কুদরতী কদমে সিজদার অপেক্ষায় আছি। তবে রুকু-সিজদায় বা ২য় ও শেষ বৈঠকে তাসবীহ, তাশাহুদ ও দু'আ-দরুদসমূহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে নিজে নিজে আদায় করবেন। মুমিন বান্দাহরা নামায আদায়কালে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গার দিকে, আর বসা অবস্থায় দু'জানুর (রানের) দিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং দিল-মন হাজির রেখে নামায আদায় করবেন। এ নামাযের মাধ্যমে বান্দাহ তাঁর মা'বুদের দর্শন লাভ করে। হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ ফরমায়েছেন,

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ.

উচ্চারণ: আসসালা-তু মি'রাজুল মু'মিনীন।

অর্থ: নামায (মা'বুদের সাথে) মুমিনের দর্শন বা মিলনের মাধ্যম।

## নামায পড়ার নিয়ম

নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হয়:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

উচ্চারণ: ইন্নী ওয়াজ্জাহু ওয়াজ্জিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদা হানীফাও ওয়ামা- আনা- মিনাল্ মুশ্রিকীন।

অর্থ: আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সে সত্তার জন্য নিবিশ্ট করছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।<sup>১</sup>

এটিকে মুসাল্লার দু'আও বলে। তারপর মনে মনে নিয়ত পড়ে আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত বাঁধতে হয়। নিয়তের পরে সানা পড়তে হয়।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:৭৯

## সানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা--- ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি অতিপূত-পবিত্র, আমি আপনাকে আপনার প্রশংসার সাথে স্মরণ করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার গৌরব অতিউচ্চে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।<sup>১</sup>

তারপর اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আ'উযু বিল্লাহি মিনাস্ শায়তানির্ রাজীম) এবং بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (বিছমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম) পড়ে সূরা ফাতিহা বা আল-হামদু শরীফ পুরো পড়ে অন্য যেকোনো একটি সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ পড়তে হয়। তারপর রুকু ও সিজদা দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতে বিছমিল্লা-হ পড়ে সূরা ফাতিহা এবং সাথে অন্য একটি সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ পড়ে রুকু-সিজদা ও তাহিয়া-তাশাহুদ পড়ে উভয় দিকে সালামের সাথে নামায শেষ করতে হয়। আর নামায যদি ৪ রাকআত-বিশিষ্ট সূনাত হয়, তবে প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার পর যেকোনো একটি সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ পাঠ করতে হবে। কিন্তু ফরয নামায হলে শেষের ২ রাকআতে বা এক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আর কোনো সূরা পড়তে হবে না।

## নামায আদায় করার জন্য অন্তত নিম্নোক্ত

### কয়েকটি সূরা জেনে রাখা জরুরি

#### সূরা ফাতিহা

এ সূরাকে উম্মুল কুরআন বা কুরআন শরীফের মা-ও বলা হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ৭৭৬, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৯-১১, হাদীস: ২৪২ ও ২৪৩

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

আল্‌হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ ‘আ-লামীন। আররাহ্মানির্ রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমদ্দীন। ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা’ঈন। ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্-ত্বাল্ মুস্তাকীম। সিরাত্-ত্বাল্লাযীনা আন্‘আমতা ‘আলাইহিম্, গাইরিল্ মাগ্দূবি ‘আলাইহিম্ ওয়ালাদ---ল্লীন। আমীন।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝  
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

কুল আ‘উযু বিরাব্বিন্ না-ছ। মালিকিন্ না-ছ। ইলা-হিন্ না-ছ। মিন্ সার্ব্রিল্ ওয়াছুওয়াসিল্ খান্না-ছ। আল্লাযী ইওয়াছুওয়িছু ফী ছুদূরিন্ নাছ। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্না-ছ।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা’বুদের তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ  
الَّتُقْتُتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

কুল আ‘উযু বিরাব্বিল্ ফালাক। মিন্ শার্ব্রিমা- খালাক। ওয়া মিন্ শার্ব্রি গা-ছিকিন্ ইয়া- ওয়াকাব্। ওয়া মিন্ শার্ব্রিন্ নাফ্ফা-ছা-তি ফিল্ ‘উক্বাদ। ওয়া মিন্ শার্ব্রি হা-ছিদিন্ ইয়া- হাছাদ।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রহীতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংস্রকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

কুল্ হুআল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস ছামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়া লাম্ ইউলাদ। ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা কাউছার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

ইন্না--- আ‘ত্বাইনাকাল্ কাউছার। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার। ইন্না শা-নিয়্যাকা হুওয়াল আব্তার।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

সূরা আছর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হির্ রাহমানির্ রাহীম।

ওয়াল্ ‘আছর। ইল্লাল্ ইনসানা লাফী খুছরীন্। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া ‘আমিলুছছা-লিহা-তি ওয়া তাওয়াছাও বিল্হাক্কি। ওয়া তাওয়াছাও বিছব্বরি।

অর্থ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

রুকুর তাসবীহ (কমপক্ষে ৩ বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: সুব্হা-না রাব্বিয়াল্ ‘আযীম।

অর্থ: আমার মহান প্রতিপালক অতিপবিত্র।<sup>১</sup>

রুকু হতে দাঁড়ানোর সময় পড়তে হয়:

سَبِّحَ اللَّهُ لَمَنَ حَبَدٌ.

উচ্চারণ: সামি‘আল্লাহ্ লিমান্ হামিদাহ।

অর্থ: যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন।<sup>২</sup>

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল্ হাম্দু।

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৮৭১, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৬ ও ৪৮, হাদীস: ২৬১ ও ২৬২<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২২৩-২২৪, হাদীস: ৮৪৬ ও ৮৪৭, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২৬৬অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।<sup>১</sup>

এরপর দাঁড়িয়ে সিজদায় যাবার আগে আরও পড়তে হয়:

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

উচ্চারণ: হাম্দান্ কাছীরান্ তাইয়্যিবান্ মুবা-রাকান্ ফীহি।

অর্থ: তোমারই জন্য সর্ববিধ উত্তম ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা।<sup>২</sup>

সিজদার তাসবীহ (কমপক্ষে ৩ বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

উচ্চারণ: সুব্হানা রাব্বিয়াল আ‘লা-।<sup>৩</sup>অর্থ: আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক অতিপবিত্র।<sup>৪</sup>

২ সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় পড়তে হয়:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার্হামনী ওয়ারযুকুনী ওয়াহ্দিনী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, রহমত দান করুন, প্রতিদান দিন, হিদায়ত দান করুন এবং আমাকে রিয়ক দান করুন।<sup>৪</sup>

নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ বা আত-তাহিয়্যাতে পাঠ করতে হয়।

তাশাহ্হুদ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ۖ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۖ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ۖ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আতাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালাওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যিবা-তু, আসসালামু ‘আলাইকা আইয়্যাহান্নাবীয্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হি ওয়া

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৮৪৮, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৫৫, হাদীস: ২৬৭<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৭৯৯<sup>৩</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩০-২৩১, হাদীস: ৮৭১ ও ৮৭৪, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭-৪৮, হাদীস: ২৬১ ও ২৬২<sup>৪</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৮৫০

বারাকাতুহু, আসসালামু ‘আলাইনা- ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদান ‘আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: সকল প্রশংসা, সকল প্রকার মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও অশেষ বরকত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।<sup>১</sup>

২ রাকআত, ৩ বা ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদদের পরে দরুদ শরীফ ও দু‘আয়ে মাসূরা পড়তে হয়।

### দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ط وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ط كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ط وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ط وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ط كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ط وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সাল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া ‘আলা--- আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা- সাল্লাইতা ‘আলা--- ইবরা-হীমা ওয়া ‘আলা- আ-লি ইবরা-হীমা, ইল্লাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক্ ‘আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া ‘আলা--- আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা বারাক্তা ‘আলা--- ইবরা-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইবরা-হীমা, ইল্লাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম ؑ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম ؑ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।<sup>২</sup>

### দু‘আয়ে মাসূরা

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ط وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ط فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ط وَارْحَمْنِي ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্তু নাফ্সী যুল্মান্ কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুয্যুনূবা ইল্লা--- আন্তা ফাগ্ফিরলী মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ ‘ইন্দিকা ওয়ার্হামনী ইল্লাকা আন্তাল্ গাফূরুন্ রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজ আত্মার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না। সুতরাং আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।<sup>৩</sup>

### নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের বিবরণ

নামাযের ভেতরে ও বাইরে ১৩ ফরয; আহকাম (নামাযের ভেতরের করণীয় নির্দেশ) ৭টি এবং আরকান (নামাযের বাইরের রোকন বা স্তম্ভ) ৬টি। এসবের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

### নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১. সূরা ফাতিহা অর্থাৎ আল-হামদু শরীফ সম্পূর্ণ পড়া।
২. আল-হামদুর সাথে অন্য কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ মিলিয়ে পড়া।
৩. ফরয নামাযের প্রথম ২ রাকআতে, সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোনো সূরা মিলিয়ে পড়া।
৪. তারতীবের (সিরিয়ালের) প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।
৫. রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৬. দুই সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা।
৭. মাগরিব ও ইশার ফরয নামাযের প্রথম ২ রাকআতে, ফজর, জুমু‘আ, ২ ঈদ এবং রামাদানে জামাআতে বিতিরের নামাযে কিরাআত আওয়াজ করে পড়া।

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩১, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৫৫ (৪০২)

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৩৫৭, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ৬৫ (৪০৫) ও ৬৬ (৪০৬)

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৪৩, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭৮, হাদীস: ৪৮ (২৭০৫)

৮. যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত আস্তে ও অনুচ্চস্বরে পড়া।
৯. বিতরের নামাযে দু'আ কুনুত পড়া।
১০. উভয় ঈদে নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।
১১. তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা।
১২. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ বা আত-তাহিয়াতু পড়া।
১৩. মুকতাদীদের ইমামের অনুসরণ করা।
১৪. আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।

(বি. দ্র. কোনো ওয়াজিব ভুলে ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বা জেনে-শুনে ছেড়ে দিলে নামায পুনরায় পড়তে হয়।)

#### নামাযের সুন্নাতসমূহ

১. নামাযের জন্য আযান দেওয়া।
২. তাকবীরে তাহরীমা বলে নিয়ত বাঁধার সময় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে খোলা রেখে পুরুষের উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত আর স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।
৩. তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা না ঝুঁকানো।
৪. ইমামের তাকবীর ও সালাম আবশ্যিক মতো জোরে বলা আর মুকতাদীদের তা চুপে চুপে বলা।
৫. সানা বা সুবহানাকা পড়া।
৬. প্রথম রাকআতে আল-হামদু পড়ার আগে আ'উযু বিল্লাহ পড়া।
৭. প্রত্যেক রাকআতে আল-হামদুর আগে বিহ্মিল্লা-হ পড়া।
৮. সূরা ফাতিহা পড়া শেষে সকলে চুপে চুপে আমীন বলা।
৯. রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবর বলা।
১০. রুকু হতে ওঠার সময় 'সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ' আর মুকতাদীদের 'রাব্বানা লাকাল্ হামদু' বলা।
১১. রুকুতে ৩ বার তাসবীহ পড়া।
১২. সিজদা ও রুকুতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা হতে উঠার সময় আল্লাহু আকবর বলা।
১৩. রুকুর মধ্যে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে উভয় হাঁটুকে ধরা।
১৪. প্রতি সিজদায় ৩ বার তাসবীহ পড়া।
১৫. সিজদায় ২ হাত, ২ পা এবং হাঁটু মাটিতে রাখা।

১৬. দুই সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসা এবং সেই সময় ২ হাত উরুর ওপর হাঁটুর সংলগ্ন রাখা।
১৭. বসার সময় পুরুষদের ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে বসা আর স্ত্রী লোকের উভয় পা ডান দিকে বের করে উরুর ওপর বসা এবং উভয় হাত স্বাভাবিকভাবে উরুর ওপর রাখা।
১৮. শেষ বৈঠকে আত-তাহিয়াতুর পরে দরুদ শরীফ পড়া।
১৯. দরুদের পরে দু'আয়ে মাসূরা পড়া।
২০. দু'আয়ে কুনুত পড়ার আগে আল্লাহু আকবর বলে আবার তাকবীর বাঁধা।
২১. সালাম ফেরানোর সময় ডানে মুখ ফিরিয়ে পাশের নামাযী ও ফেরেশতার প্রতি নিয়ত করে সালাম ফেরানো।

#### নামায ভঙ্গির কারণসমূহ

১. নামাযের কোনো ফরয আদায় না করলে।
২. ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কথা বললে।
৩. রোগ-যন্ত্রণায় বা এমনিতে আহ, উহ, হায়, ইশ ইত্যাদি শব্দ বললে বা উচ্চ শব্দে কাঁদলে।
৪. অহেতুক উচ্চ শব্দে গলা খাকরালে।
৫. নামাযের মধ্যে হাঁচি দিয়ে কিংবা কোনো সুসংবাদ শুনে আল-হামদু লিল্লাহ বললে।
৬. কুরআন শরীফ দেখে পড়লে।
৭. কাউকে সালাম দিলে বা অন্যের সালামের জওয়াব দিলে।
৮. দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ বললে।
৯. বিচিত্র সংবাদ শুনে সুবহানাল্লাহ বললে।
১০. নামায পড়া অবস্থায় চুল বাঁধলে।
১১. নামায পড়তে পড়তে কিছু খেলে বা পান করলে।
১২. স্ত্রীলোকের নামাযের অবস্থায় শিশু-সন্তান দুধ পান করলে।
১৩. নামাযের অবস্থায় সীনা কেবলার দিক হতে ঘুরে গেলে।
১৪. নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লোকমা দিলে বা ভুল শোধরালে।
১৫. মানুষের নিকট যা চাওয়া যায় এ ধরনের কোন কিছু বা বস্তু খোদার নিকট চাইলে।
১৬. না-পাক স্থানে সিজদা দিলে।

১৭. নামাযে অধিক সময় বেহুদা কাজ করলে।
১৮. আল্লাহ আকবর বলার সময় আল্লাহর আলিফ, আকবরের আলিফ এবং আকবরের 'বা' লম্বা বা টেনে পড়লে। [আদ-দুররুল মুহতার]
১৯. মুকতাদী ব্যতীত ইমাম অপর কোনো ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করলে।
২০. মুকতাদী ইমামের আগে দাঁড়ালে।

### নামাযের মাকরুহ এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ

নামাযের মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যা করলে সাওয়াব কম হয়ে যায়, নামায নষ্ট হয় না। এ ধরনের কাজকে মাকরুহ বলে। যথা—

১. নামাযের মধ্যে শরীর, কাপড় কিংবা অলংকারাদি নাড়া-চাড়া করা।
২. অনর্থক দাড়িতে বার বার হাত বুলানো এবং জামা-কাপড়ের ধূলা-বালি ঝাড়া।
৩. কংকর, পাথর, টিলা ইত্যাদি অহেতুক সরায়ে দেওয়া।
৪. নামাযের মধ্যে আঙ্গুল মটকানো এবং কোমরের ওপর হাত রাখা।
৫. নামাযের মধ্যে চার জানু হয়ে ওজর ছাড়া আসন গেড়ে বসা, কুকুরের মতো বসা, পুরুষের জন্য সিজদার মধ্যে উভয় হাত ও পা বিছিয়ে রাখা।
৬. নামাযে হাত দ্বারা অন্যের সালামের জওয়াব দেওয়া।
৭. অন্ধকার ঘরে নামায পড়া।
৮. সম্মুখে, ডানে, বামে, উপরে এবং জায়নামাযে জীব-জন্তুর ছবি থাকা।
৯. প্রাণীর ছবি-সংযুক্ত জামা-কাপড় পরিধান করে নামায পড়া।
১০. নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা এবং তাসবীহ আঙ্গুলে গণনা করা।
১১. প্রথম রাকআত আপেক্ষা দ্বিতীয় রাকআত লম্বা করা।
১২. নামাযের কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে পড়া।
১৩. কাঁধের ওপর রুমাল বা অন্য কোন কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়া।
১৪. কনুই এবং অন্য কোনো জিনিসের ওপর বিনা ওজরে ঠেস দিয়ে নামায পড়া।
১৫. টুপি বা পাগড়ি ব্যতীত খালি মাথায় নামায পড়া।
১৬. সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতর দাঁড়িয়ে ইমামের নামায পড়া।
১৭. সমস্ত মুকতাদী উপরে এবং ইমাম একা নিচে দাঁড়ানো।
১৮. ইমামের আগে রুকু-সিজদা ইত্যাদি করা।
১৯. ইমামের কিরাআত পড়ার সময় মুকতাদীর দু'আ-কালাম ও সূরা পড়া।

২০. সিজদায় হাঁটু না রেখে জমিনে হাত রাখা।
২১. দ্রুত রুকু ও সিজদা করা।
২২. জামা-কাপড়ের সঙ্গে খেলা করা।
২৩. পাগড়ির প্যাঁচে সিজদা করা।
২৪. মুখে কোন বস্তু রাখা।
২৫. কিরাআত পড়তে পড়তে রুকুতে যাওয়া।
২৬. শরীরের ঘাম মোছা।
২৭. বসা বা সিজদা হতে ওঠার সময় ২ হাত মাটিতে ভর দিয়ে ওঠা।
২৮. মুকতাদীর প্রতি লক্ষ না রেখে নামাযে ইমামের দীর্ঘ কিরাআত পড়া।
২৯. মুখ ঢেকে নামায পড়া।
৩০. অতি তাড়াতাড়ি সিজদা করা।
৩১. জামাআতে সামনের কাতারে স্থান থাকতে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো।

### জুমু'আর নামাযের বিবরণ

জুমু'আর দিন যুহরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের স্থানে ২ রাকআত ফরয নামায পড়া শরীয়তের বিধান। ইমাম ছাড়া ৩ জন মুকতাদী হলেই জুমু'আর নামায জামাআতে আদায় করা যায়। যেসব শর্ত পাওয়া গেলে একজন মুসলমানের ওপর জুমু'আর নামায ফরয হয় সেসব হচ্ছে,

১. সুস্থ থাকা,
২. বালেগ হওয়া,
৩. মুকীম হওয়া,
৪. পুরুষ হওয়া,
৫. জ্ঞান বহাল থাকা,
৬. দৃষ্টিশক্তি থাকা,
৭. চলতে পারার মতো শক্তি থাকা এবং
৮. স্বাধীন হওয়া।

আর জুমু'আর নামায আদায়ের জন্যও কিছু শর্ত আবশ্যিক। এসব হচ্ছে,

১. শহর, নগর বা অনুরূপ গ্রাম হওয়া।
২. দেশের অধিকর্তা বা প্রতিনিধি থাকা।
৩. জামাআত হওয়া।
৪. যুহরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া।



৫. খুতবা পাঠ হওয়া।

৬. ইয়নে আম বা সর্বসাধারণের মসজিদে অবাধে প্রবেশের সুযোগ ও অধিকার থাকা।

জুমু'আর ওয়াক্তে ২ রাকআত ফরয নামায ছাড়াও মতান্তরে সুন্নাত ও নফল মিলে আরও ১৮ বা ২০ রাকআত নামায পড়া যায়। তাহিয়্যাতুল অযু ২ রাকআত, দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত, কাবলাল জুমু'আ ৪ রাকআত, বা'দাল জুমু'আ ৪ রাকআত, আখিরুজ যুহুরে ৪ (এটি পড়া না পড়া সম্পর্কে মতভেদ আছে), সালাতুল ওয়াক্ত ২ রাকআত, তারপর ২ রাকআত নফল।

জুমু'আর ফরয ২ রাকআতের পূর্বে ইমাম ছাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতির আলোকে দেশ ও জাতির সামগ্রিক প্রয়োজন ও কল্যাণকামী নীতি নির্ধারণী খুতবা পাঠ করবেন (লিখিত বা অলিখিত)। এ সময় সমস্ত উপস্থিত মুসল্লী চুপচাপ বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা পাঠ শ্রবণ করবেন। খুতবা পাঠ ও শ্রবণ করা ওয়াজিব। হক্কানি ওলামায়ে কেরামের মতে, খুতবা শোনা ওয়াজিব বলেই (যুহরের চার রাকআত নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে) জুমু'আর নামাযকে দুই রাকআত করা হয়েছে।

ইমাম সাহেবের খুতবা পাঠের সময় কোনো প্রকার কথা-বার্তা বলা এমনকি নামায পড়াও জায়েয নয়। খুতবা পাঠের সময় যার যেমন ইচ্ছা বসা যাবে না, বরং নামাযের মধ্যে যেভাবে বসে, খুতবা পাঠের সময়ও সেভাবেই বসে খুতবা শুনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম শুধু আচার-সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্মীয় সমস্ত অনুষ্ঠানই বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ইসলামি অনুষ্ঠানের সবগুলোর সাথেই এর অনুসারীদের জন্য শারীরিক, আত্মিক, জাগতিক, পারলৌকিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কযুক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক এই অনুষ্ঠানগুলো পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে।

অতএব জুমু'আর নামাযকে ইবাদত হিসেবে তো বটেই, সেই সঙ্গে মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মিলন হিসেবেও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর খুতবা পাঠকে ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনা-পর্যালোচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে নেতার নীতি-নির্ধারণী উপদেশ ও বক্তৃতা হিসেবে বিবেচনা এবং গ্রহণ করতে হবে। এজন্য খুতবা পাঠ ও শ্রবণ উভয়ই ওয়াজিব তথা প্রায় ফরয সমতুল্য। সুতরাং সব মুসলমানকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযথভাবে পালন ও আদায় করতে হবে।

জুমু'আর নামাযের নিয়তসমূহ

২ রাকআত তাহিয়্যাতুল অযুর নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ تَحِيَّةِ الْوُضُوءِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই সালা-তি তাহিয়্যাতিল্ ওয়াযুয়ি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে তাহিয়্যাতুল অযুর দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

২ রাকআত দুখুলুল মসজিদ নামাযের নিয়তও তাহিয়্যাতুল অযুর নামাযের নিয়তের অনুরূপ। শুধু 'তাহিয়্যাতিল্ ওয়াযুয়ি'-এর স্থলে 'দুখুলিল্ মসজিদ' বলতে হবে।

৪ রাকআত কাবলাল জুমু'আর নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ قَبْلِ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাকা'আ-তি সালা-তি কাবলাল্ জুমু'আতি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে জুমু'আর ৪ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

জুমু'আর ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ عَنْ دِمْنِي فَرْضَ الظُّهْرِ بِأَدَاءِ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَرَضَ اللَّهِ تَعَالَى افْتِدَايْتُ بِهِذِهِ الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উস্কিতা ‘আন্ যিম্মাতি ফার্দায যুহুরি  
বিআদা---যি রাক্‘আতাই সালাতিল্ জুমু‘আতি, ফার্দিল্লা-হি তা‘আ-  
লা- ইকতাদায়তু বিহা-যাল্ ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্  
কা‘বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে  
যুহরের পরিবর্তে জুমু‘আর দু’রাকআত ফরয নামায আদায় করার  
নিয়ত করছি, আল্লাহু আক্বার।

#### ৪ রাকআত বা‘দাল জুমু‘আর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ  
تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- আরবা‘আ  
রাকা‘আ-তি সালা-তি বা‘দাল্ জুমু‘আতি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা‘আ-  
লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা‘বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু  
আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে  
জুমু‘আর ৪ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্বার।

#### ৪ রাকআত আখেরিয যুহুর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوَاتٍ آخِرِ الظُّهْرِ أَذْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ  
أَصَلِّهِ بَعْدَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- আরবা‘আ  
রাকা‘আ-তি সালা-তি আ---খিরিয্ যুহুরি আদ্রাকতু ওয়াক্তাহু ওয়া  
লাম্ উসাল্লিহী মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা‘বাতিশ্ শারীফাতি  
আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে  
আখিরি যুহরের ৪ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্বার।

২ রাকআত সালাতিল ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত যুহরের ৪ রাকআত ফরযের  
পরে ২ রাকআত সুন্নাত নামাযের ন্যায়। শুধু ‘সালা-তিল্ ওয়াক্ত’ শব্দ যোগ

করে নামায পড়তে হবে। অনুরূপভাবে ২ রাকআত নফলের নিয়তেও ‘সালা-  
তিন নাওয়াফিলি’ পড়তে হবে।

#### ১৩০ ফরয কী কী?

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা একমাত্র তাঁর  
ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য মানব-জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ছাড়া  
আরাধনা পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর মানব-জাতির উদ্দেশ্য হওয়া  
উচিত হযরত নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশিত পথ ও মত-অনুসারে আল্লাহ  
তা‘আলার ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ  
তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমল করার নিয়তে দৈনন্দিন জীবনের  
কিছু মৌলিক বিষয় বা হুকুম-আহকাম জেনে রাখা ভালো। বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

১. তায়াম্মুমে ৩ ফরয। [যথা- নিয়ত করা, বালিতে বা দেয়ালে কিংবা মাটিতে  
হাত মেরে মুখ মাসেহ করা এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু’হাত মাসেহ  
করা।]
২. অযুতে ৪ ফরয। [১. পুরো মুখমণ্ডল ভালোভাবে ধোয়া, ২. উভয় হাতের  
কবজিসহ ভালোভাবে ধোয়া, ৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা  
ও ৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।]
৩. গোসলে ৩ ফরয। [যথা- ১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া ও ৩. সমস্ত  
শরীর ধোয়া।]
৪. মাযহাব ৪টি। যথা- ১. হানাফী, ২. শাফেয়ী, ৩. মালেকী ও ৪. হাম্বলী।
৫. চার কুরনী। যথা- ১. আবদু মানাফের পুত্র হাশেম, ২. হাশেমের পুত্র  
আবদুল মুত্তালিব, ৩. আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ আর ৪. হযরত  
মুহাম্মদ ﷺ হযরত আবদুল্লাহরই পুত্র।
৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ৫ ফরয।
৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত ৫ ফরয।
৮. নামাযের বাইরে ৭ আহকাম।
৯. নামাযের ভেতরে ৬ আরকান।
১০. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ১৭ ফরয। যথা- ফজরে ২, যুহরে ৪, আসরে ৪,  
মাগরিবে ৩ ও ইশায় ৪।
১১. ইসলামের ৫ স্তম্ভ। যথা- ঈমান, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ।
১২. রামাদানের ৩০ রোযা,
১৩. রামাদানের রোযার ৩০ নিয়ত,

১৪. সাত ঈমান। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলার ওপর, ২. ফেরেশতাগণের ওপর, ৩. নবীগণের ওপর, ৪. আসমানী কিতাবসমূহের ওপর, ৫. কিয়ামতের দিনের ওপর, ৬. তাকদীরের ভালো-মন্দ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে হয় বিশ্বাস করা এবং ৭. মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে পুনারুত্থানের ওপর ঈমান আনা।

### ঈদের নামাযের বিবরণ

ইসলাম ধর্মের বিধানে দুটি ঈদ নির্ধারিত আছে। রামাদানুল মুবারক শেষে হিজরী সালের ১০ম মাস শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে যে ঈদ হয় তাকে ঈদুল ফিতর বা রামাদানের ঈদ বলে এবং হিজরী সালের শেষ মাস জিলহজ্জ চাঁদের ১০ তারিখে যে ঈদ হয় তাকে কুরবানীর ঈদ বা ঈদুল আযহা বলে।

### ঈদুল ফিতরের দিনের সুন্নাত

শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে আনন্দ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা, উত্তম কাপড় পরিধান করা, খুশবু লাগানো, খুব ভোরে ওঠা, ঈদগাহে সকাল সকাল যাওয়া, ঈদে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি দ্রব্য ভক্ষণ করা, ফিতরা আদায় করা। এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে আসা এবং রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর পড়া।

### ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْنِ صَلَوةٍ عِيدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةٍ تَكْبِيرَاتٍ  
وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى اقْتِدَايْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তি 'ঈদিল্ ফিতরি মা'আ ছিত্তাতি তাকবীরাতিন্ ওয়াজিবিল্লা-হি তা'আ-লা- ইকতিদাইতু বিহা-যাল্ ইমা-মি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের দু'রাকআত ওয়াজিব নামায এ ইমামের পেছনে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

### ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাত

ঈদুল ফিতরের দিন যা সুন্নাত ঈদুল আযহার দিনেও সেসব সুন্নাত (মিষ্টি দ্রব্য ভক্ষণ ছাড়া)। তবে আসা-যাওয়ার পথে তাকবীর উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত। আর নামাযের পর কুরবানী করা ওয়াজিব।

### ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْنِ صَلَوةٍ عِيدِ الْأَضْحَى مَعَ سِتَّةٍ تَكْبِيرَاتٍ  
وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى اقْتِدَايْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তি 'ঈদিল্ আযহা- মা'আ ছিত্তাতি তাকবীরাতিন্ ওয়াজিবিল্লা-হি তা'আ-লা- ইকতিদাইতু বিহা-যাল্ ইমা-মি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে ঈদুল আযহার দু'রাকআত ওয়াজিব নামায এ ইমামের পেছনে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

### তাকবীরে তাশরীক

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার, ওয়ালিল্লা-হিল্ হাম্দ।

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।<sup>১</sup>

<sup>১</sup> ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৪৮৮, হাদীস: ৫৬৩৩

## জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। কিছু লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। আর কেউ না পড়লে সকলেই গোনাহগার হবে।

## জানাযার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ  
الثَّنَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ، وَالِدُعَاءَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِهَذَا الْيَوْمِ بِهَذَا  
الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উয়াদিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ তাকবীরাতি সালা-তিল্ জানা-যাতি ফারদিল কিফা-য়াতি; আস্‌সানা---উ লিল্লা-হি তা'আ-লা-, ওয়াস্‌সালা-তু 'আলান্নাবীযি, ওয়াদ্দু'আ---উ লিহা-যাল্ মাইয়্যিতি, ইকতিদাইতু বিহা-যাল্ ইমা-মি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধিত উদ্দেশ্যে ৪ তাকবীরের সাথে জানাযার ফরযে কিফায়ার নামায এ ইমামের পেছনে আদায় করার নিয়ত করছি, সানা আল্লাহ তা'আলার জন্যে, দরুদ শরীফ নবীর ওপর এবং দু'আ এই মাইয়্যিতির (মৃত ব্যক্তির) জন্যে, আল্লাহু আক্বার।

মাইয়্যিত (মৃত ব্যক্তি) স্ত্রীলোক হলে, لِهَذَا الْمَيِّتِ (লিহা-যাল্ মাইয়্যিতি)-

এর স্থলে বলতে হবে لِهَذَا الْمَيِّتِ (লিহা-যিহিল্ মাইয়্যিতি)।

## জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম

নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিয়ত বাঁধতে হবে। মুকতাদীগণ সকলেই নিয়ত ও দু'আসমূহ পড়বে। তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর প্রথমে নিম্নলিখিত সানা পাঠ করতে হবে।

## জানাযার নামাযে পঠিত সানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَّاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানা----উকা ওয়ালা--- ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! সমস্ত দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে আপনি পবিত্র। আমি আপনার প্রশংসা করি। বরকতময় আপনার নাম, সর্বোচ্চ আপনার শান, আপনার গুণগান অতিমহান, আর আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

এরপর দ্বিতীয়বার হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

## দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ط وَعَلَى  
آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَيُّدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ط وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
ط كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ط وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَيُّدٌ مَجِيدٌ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা--- আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা- সাল্লাইতা 'আলা--- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা, ইল্লাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক্ 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা--- আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা বারাক্তা 'আলা--- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীমা, ইল্লাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম ؑ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম ؑ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

তারপর হাত না উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর বলে নিম্নের দু'আ পড়বে,  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا،  
وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ

مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়িনা- ওয়া মাইয়িতিনা-, ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা---য়িবিনা-, ওয়া ছাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা-, ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্‌ছা-না-। আল্লা-হুম্মা মান্ আহুইয়াইতাহু মিন্না ফাআহুইহী ‘আলাল্ ইসলা-মি, ওয়া মান্ তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু ‘আলাল ঈমা-ন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের মাফ করুন। আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে মাফ করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন আর যাকে মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিন।<sup>১</sup>

দু’আ পাঠ শেষ হলে হাত না উঠিয়ে চতুর্থ তাকবীর বলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

বি. দ্র. মাইয়িত যদি স্ত্রীলোক হয় তবে দু’আতে প্রত্যেক ১ (হু)-এর স্থলে ২ (হা-) পড়তে হবে। আর মাইয়িত না-বালেগ ছেলে হলে নিম্নের দু’আ পড়বে।

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্‌আলহু লানা- ফার্তাওঁ, ওয়াজ্‌আলহু লানা- আজ্‌রাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ, ওয়াজ্‌আলহু লানা- শা-ফি’আওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফা’আন।

অর্থ: হে আল্লাহ! এই শিশুকে কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক করুন এবং আমাদের জন্য তাকে সওয়াবের ওসীলা ও নেকীর ভাণ্ডার করুন। আর তাকে আমাদের সুপারিশকারী করুন এবং আমাদের জন্য তার সুপারিশ কবুল করুন।

আর যদি নাবালেগা মেয়ে হয়, তবে নিম্নের দু’আ পড়তে হবে,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্‌আলহা লানা- ফার্তাওঁ, ওয়াজ্‌আলহা- লানা- আজ্‌রাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ, ওয়াজ্‌আলহা- লানা- শা-ফি’আতাওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফা’আ।

অর্থ: হে আল্লাহ! এই শিশুকে কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক করুন এবং আমাদের জন্য তাকে সওয়াবের ওসীলা ও নেকীর ভাণ্ডার করুন। আর তাকে আমাদের সুপারিশকারিনী করুন এবং আমাদের জন্য তার সুপারিশ কবুল করুন।

## মুর্দার গোসল ও কাফন করার নিয়ম

### মৃত ব্যক্তির গোসল

মৃত ব্যক্তিকে কিছু উঁচু স্থানে (খাটিয়া বা তক্তার ওপর রেখে গোসল দেওয়া মুস্তাহাব) সতর ঢাকা অবস্থায় শোয়ায়ে প্রথমে অযু করাতে হবে। অযুতে নাকে পানি ও কুলি করাতে হবে না। প্রথমে মৃত ব্যক্তির দেহকে বাম দিকে কাত করে বরই বা পেয়ারা পাতাসহ ঈষৎ সিদ্ধ গরম পানি দিয়ে খুশবু সাবান লাগিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। পরে ডান দিকে কাত করে অনুরূপভাবে ধুয়ে নিতে হবে। অবশেষে দাড়ি ও মাথার চুল ভালোমতো ধুয়ে গোসল দেওয়া শেষ করতে হবে। গোসলের সময় নাকে, কানে ও মুখে ভালো করে তুলা-রাই গুঁজে দিতে হবে যেন ভেতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। গোসল শেষ হলে মৃতের মাথা উঁচু করে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেট মর্দন করতে হবে। যদি কিছু না-পাকি বের হয়, ভালো করে তা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে। এর জন্য আর গোসল দিতে হবে না।

### কাফন

নতুন কাপড় দ্বারা, আর অভাবগ্রস্থ হলে পাক-পবিত্র পুরান কাপড় দ্বারাও কাফন দেওয়া যায়। কাফনের কাপড় সাদা হওয়াই উত্তম। কাফন পুরুষের জন্য তিনখানা আর স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড়ের প্রয়োজন। অপারগতার কারণে পুরুষের জন্য দু’খানা আর স্ত্রীলোকের জন্য তিনখানাতেও চলে। মুর্দা পুরুষ হলে কাফন তিনখানা। যথা—

<sup>১</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৪, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ৮৮০৯; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৮০, হাদীস: ১৪৯৮; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২১১, হাদীস: ৩২০১; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামি’উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৩২৪-৩২৫, হাদীস: ১০২৪

- কাযা নামায ও ওয়াক্তিযা নামাযের নিয়তের পার্থক্য হচ্ছে, কাযা নামাযে **أَنْ أُصَلِّيَ** (আন্ উসাল্লিয়া) শব্দের স্থলে **أَنْ أُقْضَى** (আন্ উকুদিয়া) এবং **فَأْتَتْهُ**

(ফা----য়িতাতি) শব্দের পরে যে ওয়াক্তের কাযা নামায পড়ছে সেই ওয়াক্তের নাম উল্লেখ করতে হবে।

### কসর বা মুসাফিরের নামায

যে কেউ পায়ে হেঁটে ৩ দিনের বা তার বেশি দূরে যাওয়ার নিয়তে বাড়ি হতে বের হলে তাকে শরীয়ত মতে মুসাফির ধরা হয়। মুসাফিরকে কসর বা শুধু ৪ রাকআত ফরয নামাযের স্থলে ২ রাকআত নামায পড়তে হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ১৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ত করলে সে ব্যক্তিকে আর মুসাফির বলা হবে না এবং তার সব নামাযই পুরোপুরি পড়তে হবে। ১৫ দিন থাকার নিয়ত না করলে যতদিনই থাকুক না কেন সে মুসাফিরই থাকবে এবং তাকে কসর নামাযই পড়তে হবে। ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল নামাযের কসর নেই। মুসাফির মুকীমের পিছনে নামায পড়লেও কসরের নিয়তেই পড়বে। মুকীম মুসাফিরের পিছনে নামায পড়তে ইমামের মুকতাদীগণকে একথা জানিয়ে দিতে হবে।

### কসর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ، أَوْ الْعِشَاءِ الْقَصْرِ فَرَضِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিয্ যুহুরি, আওয়িল্ 'আসরি, আওয়িল্ ইশা----য়ি, আল-কাসরি, ফারদিলা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে যুহর/আসর/ইশার দুই রাকআত ফরয কসর নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

বি. দ্র. কসর পড়ার সময় যে ওয়াক্তের ফরয পড়বে শুধু সে ওয়াক্তের নামই বলবেন।

### ইশরাকের নামায

সূর্যোদয়ের পর হতে দু'ঘণ্টা পর্যন্ত ইশরাকের নামাযের ওয়াক্ত। এটি ৪ রাকআত, মতান্তরে ২ রাকআতও আছে। ফজরের সুন্নাতের ন্যায় সূরা

ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা মিলিয়ে নামায পড়তে হয়। ইশরাক নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে নিয়ত করতে হয়।

### ইশরাকের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَي صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ ইশরা-কি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে ইশরাকের দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

### সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামায

চাশতের নামাযের ওয়াক্ত ইশরাকের নামাযের পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এটি ২ হতে ৮ রাকআত পর্যন্ত দুরন্ত। হযরত নবী করীম ﷺ প্রায় সময় ৪ রাকআতই পড়তেন। আমরা ৪ রাকআত পড়ে থাকি। ৪ রাকআত-বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের নিয়মেই চাশতের নামায আদায় করা যায়।

### চাশতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَي صَلَاةِ الضُّحَى سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিদ দুহা- সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে দুহার দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

### সালাতুল আউয়্যাবীন

মাগরিবের নামাযের পর হতে ইশার নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত আউয়্যাবীন নামাযের ওয়াক্ত। এটি ৬ রাকআত। দুই দুই রাকআতের নিয়ত করে পড়তে

হয়। অন্যান্য নফল নামাযের মতো এতেও সূরা ফাতিহার পর যেকোনো একটি সূরা মিলিয়ে পড়তে হয়। তবে কেউ কেউ সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী একবার ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ার কথা বলেছেন।

আমাদের কাদেরিয়া তরীকা মতে সালাতুল আউয়্যাবীন নামায শেষে বসে ফাতিহা শরীফ পাঠের নিয়ম আছে। অনুরূপভাবে চাশতের নামাযের পরেও ফাতিহা পড়া হয়। ফাতিহা শরীফ; যথা- ইস্তিগফার ৩ বার, সূরা ইখলাস ৭ বার ও দরুদ শরীফ ১১ বার। ফাতিহা শরীফ পড়ে যথানিয়মে সাওয়াব রসানী করে দু'আ করা হয়।

#### আউয়্যাবীন নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةِ الْاَوَّلَايَيْنِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ আউয়্যাবীনা সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে আউয়্যাবীনের দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

#### সালাতুত তাহাজ্জুদ বা তাহাজ্জুদের নামায

অধিকাংশ আলেমের মতে তাহাজ্জুদের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়া ভালো। তাহাজ্জুদের নামাযের ওয়াক্ত রাতের দ্বিপ্রহর বা ১২ টার পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। এটি ৪ রাকআত হতে ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়া হয়। আমাদের পীর-মুরশিদ কুতুবুল আলম শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার ছাহেব ﷺ আমাদেরকে তাহাজ্জুদের নামায ৮ রাকআত পড়ার কথা ইরশাদ করেছেন। এটি দুই দুই রাকআত করে পড়া উত্তম। প্রতি ৪ রাকআত পর মুনাজাত করা ভালো। তরীকতপন্থি ভাইগণের জন্য তাহাজ্জুদ নামাযের পরেও তরীকতের নিয়ম অনুযায়ী যিক্র করা অতিশয় উত্তম সময়। তাহাজ্জুদ নামাযের যাহেরী ও

বাতেনী নিয়ামতের জন্য একটি মকবুল অসীলা। এতে কলব রওশন থাকে ও কবরে রওশনী পাওয়া যায়।

#### তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদের দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।

#### শবে বরাত ও শবে কদরের ইবাদতের বিবরণ

##### নামায ও দু'আর বিশেষ নিয়ম

এ মুবারক রাতে আল্লাহ তা'আলার প্রেমিকগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েকটি দু'আ বিশেষভাবে পড়ে থাকেন। সমস্ত মুমিন বান্দাহর অবগতির জন্য সেসব প্রকাশ করা হল।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল্ 'আযীম।

অর্থ: আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও তাঁর প্রশংসা। আল্লাহ্র মহত্ত্ব মহান।

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ رَّحِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ: আলাহুম্মা ইন্নাকা আফু'উন কারীমুর্ রাহীমুন্ তুহিব্বুল্ 'আফওয়া ফা'ফু 'আনী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, সম্মানিত, দয়ালু। আপনি ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৬৬৮২; (খ) আল-বায়হার, আল-বাহরুয যাখ্খার, খ. ১১, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ৫২৯৮



উচ্চারণ: ইয়া- আরহামার রা-হিমীন।

অর্থ: হে মহানুগ্রহশীল!

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা ‘আযাবান্ নার।

অর্থ: হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর।<sup>১</sup>

উপর্যুক্ত দু’আসমূহ সূর্যাস্তের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময় ও সুযোগ অনুযায়ী যত বেশি পাঠ করা যায়, ততই সাওয়াবের ভাগী হওয়া যায়। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায শেষে তরীকার নিয়ম অনুযায়ী যিক্র করে আল্লাহ তা’আলার কাছে আযেযী-মিনতি-সহকারে দু’আ করলে দু’আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এ রাতে দান-খয়রাত ও সদকা করলে আল্লাহ তা’আলার গযব হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সর্বদা আল্লাহ তা’আলার যিক্র করলে তার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করা যায়। উক্ত রাতে নফল নামায, আস্তাগ্ফিরুল্লাহ, কুরআন পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামাযের পর দীন-দুনিয়ার শান্তির জন্য ও নিজ নিজ জায়েয মকসুদের জন্য দু’আ করলে দু’আ কবুল হয়। প্রত্যেক রাতের শেষাংশে; বিশেষ করে উক্ত পবিত্র রাতসমূহে আরশে মুআল্লাহ হতে রহমতের ফয়েয ও তাজাল্লিয়াতে বারী তা’আলার ফয়েয বিশেষভাবে নাযিল হয়। আল্লাহ তা’আলার প্রেমিকগণ রাতের শেষাংশে অর্থাৎ রাত ৩ টা হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তা’আলার যিক্র করতে অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে তাঁর দরবারের দিকে নিজ নিজ কলব বা অন্তরকে ঝুঁকিয়ে রাখেন। এ সময়টা বিশেষত এই দু’রাতের জন্য অতিমূল্যবান।

### ইবাদতের নিয়মাবলি

ফুরফুরা শরীফের আ’লা হযরত শাহ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ؒ-এর আমল অনুযায়ী উক্ত পবিত্র রাতের নামায, ইস্তিগফার, যিক্র ও দরুদ শরীফ পড়ার নিয়ম হচ্ছে যে,

১. প্রথমে মনকে পরিষ্কার করে কালেমায়ে তাইয়্যিবা: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি) ২৫ বার, اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ (কুঁ ডুপ্পি ওয়া মিন্ কুল্লি যাম্বিও ওয়া আত্বু ইলাইহি) ২৫ বার এবং দরুদ শরীফ ২৫ বার পাড়বেন।
২. এরপর নফল নিয়তে ১২ রাকআত নামায পড়া দারকার। প্রথম রাকআতে সূরায়ে (কদর) ইন্না আন্যালনাহু (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ১ বার, দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে (ইখলাস) কুল্লুহুওয়াল্লা-হু আহাদ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ৩ বার পড়ে নামায আদায় করবেন অথবা অন্য যেকোনো সূরা দ্বারাও পড়া যায়। এভাবে ১২ রাকআত নামায আদায় করবেন এবং প্রতি ৪ রাকআতের পর মুনাজাত করবেন।
৩. উপরোক্ত নিয়মে ১২ রাকআত নামায সম্পন্ন করার পর বসে কুল্ আ’উযু বিরাবিল্ ফালাক (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ৩ বার, কুল্ আ’উযু বিরাবিল্ না-ছ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ৩ বার পাঠ করবেন।
৪. তারপর দরুদ শরীফ ১০০ বার, আস্তাগ্ফিরুল্লাহ (সম্পূর্ণ) ১০০ বার এবং اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হুছ ছামাদ) ৫০০ বার, পুনরায় দরুদ শরীফ ২৫ বার পড়ে আল্লাহ তা’আলার আলীশান দরবারে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে মুনাজাত করবেন। ঈমান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য, দুশমন হতে বাঁচানোর জন্য, দীন-দুনিয়ার উন্নতি ও শান্তির জন্য, পিতা-মাতা, পীর-মুরশিদ, গুরুজন, স্ত্রী-পরিজন ও নিজ নিজ যাবতীয় জায়েয মকসুদের জন্য আল্লাহ তা’আলার দরবারে দু’আ করে মুনাজাত শেষ করবেন।
৫. এ রাতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার বা কবর শরীয়ত-সম্মত উপায়ে যিয়ারত করলে দু’জাহানের বিশেষ ফায়দা লাভ হয়।

বি. দ্র. ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করবেন ও গোনাহে কবীরা মাফ হওয়ার জন্য দু’আ করবেন।

### শবে বরাতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ لَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَنَّمَ  
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

<sup>১</sup> (ক) আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০১; (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬৮, হাদীস: ২৩ (২৬৮৮)

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই  
সালা-তি লায়লাতিল বারা----আতি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্  
কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হ্ আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শবে  
বরাতে'র দু'রাকআত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্  
আকবার।

শবে কদরের নামাযের নিয়তও প্রায় অনুরূপ।

শবে কদরের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ  
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই  
সালা-তি লায়লাতিল ক্বাদরি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্  
কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হ্ আকবার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শবে  
কদরের দু'রাকআত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্  
আকবার।

সালাতুত তাসবীহ

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জনাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন চাচা হযরত  
আব্বাস (রা) কে এই নামায শিক্ষা দিয়েছিলেন। সকল প্রকারের গোনাহ মার্ফের  
জন্য এ নামায পড়া হয়। এ নামায মোট ৪ রাকআত। এ নামাযে ৩০০ বার  
(سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (সুব্বা-নাল্লা-হি ওয়াল্ হাম্দুলিল্লা-হি  
ওয়ালা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ ওয়াল্লা-হ্ আক্ববার) পড়া হয় বলে একে  
সালাতুত তাসবীহ বলা হয়।

সালাতুত তাসবীহ নামায পড়ার নিয়ম

প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত শেষ করে উপরোক্ত তাসবীহ ১৫ বার  
পড়তে হয়। রুকু'র মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুব্বা-না রাব্বিয়াল্ 'আযীম) বলার  
পর ১০ বার। রুকু' হতে উঠে الرَّبُّكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল্ হাম্দু) বলার পর  
দাঁড়িয়ে ১০ বার, সিজদায় গিয়ে الرَّبُّكَ الْأَعْلَى (সুব্বানা রাব্বিয়াল্ আ'লা-)

বলার পর ১০ বার। সিজদা হতে মাথা তুলে বসা অবস্থায় ১০ বার। আবার  
২য় সিজদায় পূর্ব বর্ণিত নিয়মে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার এবং সিজদা হতে  
উঠে বসে ১০ বার পড়লে প্রত্যেক রাকআতে তাসবীহের সংখ্যা হয় ৭৫ বার।  
এই নিয়মে ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ রাকআত পড়লে ৪ রাকআতে মোট তাসবীহ হয়  
৩০০ বার।

এই নামাযের নির্দিষ্ট সময় প্রত্যহ ইশরাকের নামাযের পর প্রতিদিন  
নিয়মিত পড়তে হয়। যদি কেউ সপ্তাহান্তে একদিন পড়ে তবে তার জন্য  
জুম্ম'আবারে পড়াই উত্তম। কেউ মাসের মধ্যে একবার পড়লে তার জন্য  
বৃহস্পতিবারই ভালো। যে ব্যক্তি বছরে একবার পড়ে তার জন্য আশুরার দিন  
(মুহররম মাসের ১০ তারিখ) পড়া ভালো। বছরেও একবার না পড়তে পারলে  
অন্তত সারা জীবনে হলেও এক বার পড়বে।<sup>১</sup>

কুরআনে পাকের মধ্যে সূরা বনী ইসরাইল, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা  
সফ, সূরা জুম্ম'আ, সূরা তাগাবুন, সূরা সাব্বিহিসমা এ ৭টি সূরাকে সূরা  
মুসাব্বাহাত বলা হয়। কারণ এ সূরাগুলোর প্রারম্ভে আল্লাহ্র তাসবীহের উল্লেখ  
রয়েছে। এজন্য সালাতুত তাসবীহের কিরাআতে মুসাব্বাহাত হতে ৪ রাকআতে  
যেকোনো ৪ সূরা পড়াই উত্তম।

কোনো কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার  
পর সূরা আল-হাকুমুত্ তাকাসুর (الْهَكْمُ الْكَرِيمُ), দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ওয়াল  
আসরি (وَالْعَصْرِ), তৃতীয় রাকআতে সূরা কুল্ ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন (قُلْ  
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা কুল্ ইয়ায়লাহ্ আহাদ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)  
পাঠ করা ভালো। আর সালাম ফিরিয়ে ইস্তিগফার ও দরুদ শরীফ পড়ে পরম  
দয়াময় আল্লাহ্র দরবারে অনুনয়-বিনয় তথা আযিযী-সহকারে দু'আ করতে  
হয়। দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে দু'আ কবুল হওয়ার পূর্ণ  
আশা করা যায়।

সালাতুত তাসবীহ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ  
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

<sup>১</sup> আল-বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার, খ. ১১, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ৫২৯৮; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস  
থেকে বর্ণিত

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আর্বা'আ  
রাক'আ-তি সালা-তিত্ তাসবীহ মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্  
কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
তাসবীহের ৪ রাকআত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু  
আক্বার।

### তারাবীহর নামাযের বিবরণ

ধীরস্থির এবং আরামের সাথে আদায় করা উত্তম বলেই এ নামাযকে  
তারাবীহর নামায বলা হয়। কেননা তারাবীহ শব্দের অর্থ হল আরাম করা।  
সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি ও ছড়োছড়ি করে দায়সারভাবে তারাবীহর নামায  
আদায় করা অনুচিত। তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদ। রোযাদার বা বে-  
রোজাদার নির্বিশেষে সকলকেই এ নামায আদায় করতে হয়। কেউ কোনো  
কারণে রোযা না রাখলে তার তারাবীহর নামায পড়তে হবে না এ ধারণা ভুল।

তারাবীহর নামায মোট ২০ রাকআত। রামাদান মাসে ইশার নামাযের  
ফরয ও সুন্নাতের পরে এবং বিতরের নামাযের আগে এ নামায পড়তে হয়।  
এটি ২ রাকআত করে পড়া উত্তম এবং প্রতি ৪ রাকআত শেষে বসে দু'আ ও  
মুনাজাত করে বিশ্রাম বা আরাম করা হয়।

রামাদান মাসে তারাবীহ নামাযে কমপক্ষে পূর্ণ এক খতম কুরআন শরীফ  
পড়া বা শোনা বেশি সাওয়াব। সূরা তারাবীহর নামাযও জায়েয আছে।

### তারাবীহ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ التَّوَابِيحِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই  
সালা-তিত্ তারাবীহি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্  
ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে  
তারাবীহর ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি,  
আল্লাহু আক্বার।

তারাবীহর ২ রাকআত শেষের দু'আ:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَا كَرِيمَ الْمَعْرُوفِ، يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ أَحْسَنُ الْيَنَاءِ  
بِإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ: হা-যা মিন্ ফাদলি রাব্বী, ইয়া- কারীমাল্ মা'রুফ, ইয়া-  
ক্বাদীমাল্ ইহ্সা-ন আহসিন্ ইলাইনা- বিইহ্সা-নিকাল্ ক্বাদীমি সাব্বিত্  
কুলুবানা- 'আলা- দীনিকা বিরাহ্মাতিকা ইয়া- আরহামার্ন রা-হিমীন।

অর্থ: এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। হে মহান দাতা, হে  
মহানুগ্রহকারী! আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনার চির অনুগ্রহ  
দ্বারা। আমাদের অন্তরকে আপনার দীনের ওপর দৃঢ় করে দিন  
আপনার দয়ায়, হে মহানুগ্রহকারী!

৪ রাকআত শেষে দু'আ:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ  
وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا  
يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

উচ্চারণ: সুব্হা-না যিল্ মুল্কি ওয়াল্ মালাকুতি, সুবাহা-না যিল্  
'ইজ্জাতি ওয়াল্ 'আয্মাতি ওয়াল্ হাইবাতি ওয়াল্ কুদরাতি ওয়াল্  
কিবরিয়া----যি ওয়াল্ জাবারুতি, সুব্হা-নাল্ মালিকিল্ হাইয়্যিল্লাযী  
লা- ইয়ানা-মু ওয়া লা- ইয়ামূতু আবাদান্ আবাদান্। সুব্বুহুন্ কুদ্দুহুন্  
রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুল্ মালা----য়িকাতি ওয়ার্ রুহ।

অর্থ: আল্লাহ পবিত্রময় সাম্রাজ্য ও মহত্ত্বের মালিক। তিনি পবিত্রময়  
সম্মানিত মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তিশালী সত্তা। ক্ষমতাবান, গৌরবময় ও  
প্রতাপশালী, তিনি পবিত্রময় ও রাজাধিরাজ যিনি চিরঞ্জীব, কখনো  
ঘুমান না এবং চির মৃত্যুহীন সত্তা। তিনি পবিত্রময় ও বরকতময়,  
আমাদের প্রতিপালক, ফেরেশতাকুল ও জিবরীল ﷺ-এর প্রতিপালক।

### তারাবীহর মুনাজাত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ!  
بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ، يَا غَفَّارُ، يَا كَرِيمُ، يَا سَتَّارُ، يَا رَحِيمُ، يَا جَبَّارُ، يَا

خَالِقُ، يَا بَارُّ! اللَّهُمَّ أَجْزَأَ مِنَ النَّارِ، يَا مُجِيزُ، يَا مُجِيزُ!  
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্আলুকাল্ জান্নাতা, ওয়া না'উযুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খালিকাল্ জান্নাতি ওয়ান্নারি, বিরাহ্মাতিকা ইয়া আযীযু, ইয়া গাফফারু, ইয়া কারীমু, ইয়া সাত্তারু, ইয়া রাহীমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খালিকু, ইয়া বা-ররু। আল্লা-হুম্মা আজিরনা মিনান্নারি, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, বিরাহ্মাতিকা ইয়া--- আরহামার্ রাহিমীন।

অর্থ: হে আল্লাহ। আমরা আপনার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা! আপনার অনুগ্রহে হে পরাক্রমশালী, হে ক্ষমাশীল, হে সম্মানিত, হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, হে অনুগ্রহকারী, হে শক্তিশালী, হে সৃষ্টিকর্তা, হে প্রভু! আমাদেরকে জান্নাম থেকে মুক্তি দিন, হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা! হে মুক্তিদাতা! আপনার অনুগ্রহে, হে মহাঅনুগ্রহশীল!

### সালাতুল কুসূফ বা কুসূফের নামায

সূর্যগ্রহণের সময় দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। সূর্যগ্রহণকে যেহেতু কুসূফ বলা হয়। কাজেই এ নামাযকে সালাতুল কুসূফ বা কুসূফের নামায বলা হয়। এটি জামাআতের সাথে আদায় করা জায়েয। অবশ্য জামাআত করে পড়তে অসুবিধে থাকলে একা একাও পড়া যায়। ঘরে বসে স্ত্রীলোকেরাও এটি পড়তে পারে। এ নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো লম্বা সূরা মিলিয়ে পড়তে হয়। সূরা-কিরআত নিঃশব্দে পড়তে হয়। এর রুকু-সিজদা দীর্ঘ করা জায়েয। নামাযান্তে সূর্যগ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত নীরবে বসে দু'আ-দরুদ ও তাসাবীহ পড়তে হয়।

### কুসূফ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ কুসূফি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুসূফের ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

### খুসূফ নামায বা সালাতুল খুসূফ

চন্দ্রগ্রহণের সময় দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। চন্দ্রগ্রহণকে যেহেতু খুসূফ বলা হয়, সেহেতু এ নামাযকে সালাতুল খুসূফ বা খুসূফের নামায বলে। এ নামায জামাআতের সাথে পড়া বিধেয় নয়, বরং এটি একা আদায় করতে হয়। স্ত্রীলোকেরাও এ নামায পড়তে পারে। নামাযান্তে যে পর্যন্ত গ্রহণ না ছাড়ে দু'আ-দরুদ ও তাসাবীহ-তাহলীল পড়তে হয়।

### খুসূফ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْخُسُوفِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ খুসূফি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খুসূফের ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ্ আক্বার।

### সালাতুল ইস্তিসকা বা ইস্তিসকার নামায

অনাবৃষ্টির কারণে লোকজন বিপদের সম্মুখীন হলে এলাকাবাসী সমবেত হয়ে ময়দানে গিয়ে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য জামাআতের সাথে দু'রাকআত নামায আদায় করাকে ইস্তিসকার নামায বলে। এ নামায সুন্নাত।

এ নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কে অধিকাংশ ওলামার মত এই যে, এলাকার প্রতিটি মুসলিম বালক, বৃদ্ধ, যুবক ও পুরুষকে ময়দানে সমবেত হয়ে প্রথমে তওবা ইস্তিগফার করে আল্লাহ তা'আলার নিকট গোনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করতে হয়। এ নামায জামাআতের সাথে সশব্দে সূরা-কিরআত দ্বারা আদায় করতে হয়। নামায শেষে ইমাম ছাহেব ঈদের খুতবার ন্যায় দুইটি খুতবা পাঠ করবেন। তারপর ইমাম ছাহেব দাঁড়িয়ে ও মুকতাদীরা বসে মাথা পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন।

একদিন বা দু'দিন পর্যন্ত এ রকম করলেও যদি বৃষ্টি না হয় তবে ৩ দিন করতে হয়, তাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে অবশ্যই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। কোনো কোনো আলেম মতপ্রকাশ করেছেন যে, একা একাও ইস্তিসকার নামায পড়া যায়।

### ইস্তিসকার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكُفَّةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সালা-তিল্ ইস্তিস্কা----য়ি সুন্নাতি রাসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইস্তিসকার ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহ আকবার।

### রোযার বিবরণ

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে রোযাও একটি স্তম্ভ। সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তৃপ্তিকর কাজ হতে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযাও ৪ প্রকার। যথা- ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. নফল ও ৪. মাকরুহ।

১. ফরয: যেমন- রামাদান শরীফের রোযা।
২. ওয়াজিব: যেমন- নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা।
৩. নফল: যেমন- ১০ মুহররমের আশুরার রোযা, আরাফাতের দিন ইত্যাদি রোযা।
৪. মাকরুহ: ২ প্রকার। যথা-
  ১. তাহরীমী: যেমন- ২ ঈদের দিনের রোযা, আইয়্যামে তাশারীকের রোযা (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জের রোযা)।
  ২. তানযীহী: যেমন- কেবল জুম'আবারে রোযা রাখা ও আশুরা উপলক্ষে একটি রোযা রাখা।

### রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرَضًا لَكَ يَا اللَّهُ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّابِقُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ আছুমা গাদাম্ মিন্ শাহরি রামাদানাল্ মুবা-রাকি ফারদাল্ লাকা, ইয়া আল্লা-হু, ফাতাকাব্বাল্ মিন্নী ইল্লাকা আন্তাস্ ছামি'উল 'আলীম।

অর্থ: আমি আগামীকাল বরকতময় রামাদানের ফরয রোযা রাখার নিয়ত করলাম। হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

### রোযা খোলার বা ইফতারীর নিয়ত

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুম্তু, ওয়া বিকা আ---মান্তু, ওয়া 'আলাইকা তওয়াক্কাল্তু, ওয়া 'আলা- রিয়়াক্বিকা আফতার্তু, ইয়া--- আরহামার রাহীমীন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার ওপরই ভরসা করছি। আপনার দেয়া রিয়ক দিয়ে রোযা ভাঙলাম, হে অধিক অনুগ্রহকারী!

### রোযা ভঙ্গের কারণ: যাতে কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

১. ইচ্ছাপূর্বক কিছু খেলে বা পান করলে।
২. ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে।
৩. স্বেচ্ছায় ধাতু নির্গত করলে।
৪. ইচ্ছা করে মুখভরে বমি করলে।

### রামাদানের রোযার কাফফারা

১. একাক্রমে ২ মাস ৬০টি রোযা রাখা।
২. অক্ষমতায় ৬০ জন মিসকীনকে ২ বেলা পেটভরে মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দেওয়া।
৩. তাতেও অক্ষম হলে ১ জন গোলাম আযাদ করা।

**যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়**

১. কুলি করার সময় হঠাৎ পানি পেটের ভেতর চলে গেলে।
২. লোবান বা আগরবাতি জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করলে এবং বিড়ি-সিগারেট কিংবা হুক্কার ধোঁয়া পান করলে।
৩. দাঁতের ফাঁকের আটকানো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে এবং সেটা যদি একটি চনাবুটের পরিমাণ মোটা হয়।
৪. সাহরী খেয়ে পান চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়লে এবং সেই অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে।
৫. গোসল করার সময় নাক বা মুখ দিয়ে পানি হলকুম (গলা)-এর নিচে চলে গেলে।
৬. অনিচ্ছায় সামান্য বমি হওয়ার পর ইচ্ছাপূর্বক তা গিলে ফেললে।
৭. নাকে নস্য টানলে বা কানে তেল ঢাললে অথবা পাখানার জন্য ডোজ নিলে।
৮. দাঁত হতে রক্ত বের হলে যদি থুথুর সঙ্গে সে রক্ত গিলে ফেলে।
৯. ভুলে পানাহার করার পর তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে কিছু খেলে।
১০. জোরপূর্বক কোনো জিনিস পান বা ভক্ষণ করলে।
১১. জোরপূর্বক সঙ্গম করলে।
১২. নিদ্রা অবস্থায় কেউ কোনো জিনিস খাওয়ালে।
১৩. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার দরুন গিলে ফেললে।
১৪. কানে, পেটে, মাথায় জখমে ওষুধ দেওয়ার পর তা ভেতরে প্রবেশ করলে।
১৫. রাত মনে করে ভোরে আহায করলে।
১৬. সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে ইফতার করলে।
১৭. শাহওয়াতের বা উত্তেজনার সাথে স্ত্রীকে চুমু দিলে।
১৮. রোযা ও ইফতারের নিয়ত না করলে।

**নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয**

১. হঠাৎ পেটে বেদনা অনুভব করলে।
২. সাপে কাটলে।
৩. কোনো রোগাক্রমণে পিপাসার্ত হলে।
৪. পেটের সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে।
৫. যেকোনো রকমের প্রাণহানির আশঙ্কা হলে।
৬. সফরে কষ্টবোধ করলে।

৭. কোনো নামাযী ডাক্তারের মতে রোযা রাখার কারণে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হলে।

৮. স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু হলে।

৯. বেশি বয়স হওয়ার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হলে।

**নিম্নলিখিত ৫ দিনে রোযা রাখা হারাম**

১-২ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনসমূহে। ৩-৫ আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে।

**যাকাতের বিবরণ**

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে যাকাতও একটি স্তম্ভ। আবশ্যকীয় মাল, আসবাব এবং ব্যয় বাদে বছর শেষে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকলে তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ আল্লাহ তা'আলার সম্বলি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকীন, অসহায় ও শরীয়ত নির্দেশিত জনগোষ্ঠীর নিকট দান করাকে যাকাত বলে।

**যেসব মালের যাকাত দিতে হয়**

৩ প্রকার মালের যাকাত দিতে হয়। যথা-

১. নগদ (সোনা-রুপা ও টাকা-পয়সা),
২. ব্যবসায়ের মাল,
৩. সাওয়ায়িম (গরু, মহিষ ও ছাগল ইত্যাদি)।

স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে ৭  $\frac{1}{2}$  (সাড়ে সাত) তোলা আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে ৫২  $\frac{1}{2}$  (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা।

**যাকাত নেওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণ**

১. ফকীর,
২. মিসকীন,
৩. যাকাত আদায়কারী,
৪. ভিন্ন ধর্মের লোকদের মনজয়ের নিমিত্ত,
৫. দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ লোকদের মুক্তির জন্য,
৬. ঋণ পরিশোধ করতে এবং
৭. আল্লাহ নির্ধারিত সার্বজনীন কাজে নিঃস্ব পথিকদের সাহায্যার্থে। [সূরা আত-তওবা ৯:৬০]

## হজ্জ ও ওমরাহর বিবরণ

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জও একটি। হজ্জ মুসলমানদের ওপর জীবনে মাত্র একবার ফরয। যদি কেউ একাধিকবার হজ্জ করে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে হজ্জ উপলক্ষে ইরশাদ করেছেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ①

উচ্চারণ: ওয়া লিল্লা-হি 'আলান্না-ছি হিজ্জুল বায়তি মানিস্তাত্বা-'আ ইলাইহি সাবীলা-, ওয়া মান্ কাফারা ফাইল্লাল্লা-হা গানিউন্ 'আনিল্ 'আলামীন।

অর্থ: মানুষের ওপর আল্লাহর হুক এই যে, এ কাবা ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ্য যাদের আছে তারা হজ্জ করার জন্য এখানে আসবে। আর যারা কুফরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে আসবে না) তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।<sup>১</sup>

শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে স্বীয় ঘর হতে পবিত্র খানায় কা'বা পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় খরচ ব্যতীত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ব্যক্তির ওপর হজ্জ পালন করা ফরয। অনুরূপ ওমরাহ করাও। হজ্জ ও ওমরাহ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সম্বৃদ্ধি অর্জন ও পরকালীন নাজাতের কামনা।

### হজ্জের প্রকার

হজ্জ ৩ প্রকার। যথা- ১. ইফরাদ, ২. তামাত্তু' ও ৩. কিরান।

১. ইফরাদ: শুধু হজ্জের নিয়ত করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে।
২. তামাত্তু': ওমরাহ করার নিয়তে ইহরাম বেঁধে ওমরাহর কাজ আদায় করে পরে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করাকে তামাত্তু' বলে।
৩. কিরান: যদি একই ইহরামের মধ্যে ওমরাহ ও হজ্জ উভয়টা আদায় করা হয় তা হলে এটিকে কিরান বলে।

## হজ্জ করার নিয়ম

হজ্জ পালনকারীদের প্রথম কাজ হল মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) হতে ইহরামের কাপড় পরিধান করা, মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে তওয়াফে কুদূম (প্রথম তাওয়াফ) আদায় করা, সাফা-মারওয়ায় সায়া করা (দৌড়ান), জিলহজ্জের ৮ তারিখে মিনাতে অবস্থান করা, ৯ তারিখে উকুফে আরাফা করা (আরাফাতে অবস্থান), একই তারিখ রাতে উকুফে মুজদালিফা করা (মুজদালিফায় অবস্থান), ১০ তারিখ মিনাতে পৌঁছে বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। এর পরে কুরবানী করা, মাথা মুগুনো, ইহরাম খুলে ফেলা এবং তওয়াফে যিয়ারত করা (অবশ্য তওয়াফে যিয়ারত ১০ তারিখ করা উত্তম, তবে ১১ ও ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বপর্যন্ত এটি করা যায়)। এর পরে মিনায় এসে অবস্থান করা সুন্নাত। ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলার পরেই ৩ শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই চলে আসতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে যদি থাকা যায় তা হলে ১৩ তারিখেও একইভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করে আসতে হবে। হজ্জকারীগণের মক্কা শরীফ ত্যাগ করার পূর্বে তওয়াফে সদর (শেষ তাওয়াফ) করা ওয়াজিব।

## ওমরাহ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বেঁধে কাবা ঘরের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়া (দৌড়ান) সম্পন্ন করার পর মাথা মুগুনো অথবা চুল কাটা (অবশ্য মাথা মুগুনো উত্তম) এটিকে শরীয়তের পরিভাষায় ওমরাহ বলা হয়। ইহরাম বাঁধার নিয়ম হল সেলাই-বিহীন দুইটি চাদর পরিধান করা, অবশ্য সাদা হওয়া ভালো। হজ্জের নিয়ত এভাবে করতে হবে:

## হজ্জ ও ওমরাহর নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী--- উরীদুল্ হাজ্জা, ফাইয়াস্‌সিরহু লী, ওয়া তাক্বাল্লহু মিন্নী মুখলিছান্ লিল্লা-হি তা'আ-লা-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করেছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করুন।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৭

ওমরাহর নিয়ত হল: الْحَجُّ (আল্‌হাজ্জা)-এর স্থলে الْغُمْرَةُ (আল্‌ওমরাহ) فَيَسِّرْهُ (ফাইয়াস্‌সিরহু)-এর স্থলে فَيَسِّرْهَا (ফাইয়াস্‌সিরহা-) এবং تَقَبَّلْهُ (তাক্বাব্বাল্‌হু)-এর স্থলে تَقَبَّلْهَا (তাক্বাব্বাল্‌হা-) পড়তে হবে। এর পরে শব্দ করে لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা) পড়তে হয়। ৩ বার তালবিয়া পড়তে হয়।

### ওমরাহর নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْغُمْرَةَ، فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী--- উরীদুল্ ওমরাতাহ, ফাইয়াস্‌সিরহা লী, ওয়া তাক্বাব্বাল্‌হা মিন্নী মুখলিছান্ লিল্লা-হি তা'আ-লা-।  
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ করার ইচ্ছা করেছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করুন।

### তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল্ হাম্দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুল্কা, লা- শারীকা লাকা।  
অর্থ: আমি আপনার দরবারে হাযির হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আমি আপনার দরবারে হাযির, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার, আর রাজত্বও। আপনার কোনো শরীক নেই।<sup>১</sup>

ওমরাহর মধ্যে বায়তুল্লাহর তওয়াফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা) বন্ধ করতে হবে। অবশ্য হজ্জের ইহরামে বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা) বন্ধ করতে হবে।

### তওয়াফ করার নিয়ম

কাবা ঘরের দরজার পাশে হাজরে আসওয়াদ রয়েছে। তাকে ডান পাশে রেখে নিয়ত করতে হয়। তওয়াফের নিয়ত:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী--- উরীদু ত্বাওয়া-ফা বায়তিকাল্ হারামি সাব্'আতা আশ'ওয়া-তিন্ লিল্লা-হি তা'আ-লা- 'আয্যা ওয়া জাল্লা, ফাইয়াচ্ছির্হু লী ওয়া তাক্বাব্বাল্‌হু মিন্নী।  
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার ইচ্ছা করেছি। মহান আল্লাহর জন্য ৭ চক্র, তাই আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

পবিত্র কা'বা ঘরকে ৭ চক্র দিয়ে ঘুরে আসাকে তাওয়াফ বলে। ৩ চক্র রমল ও إِطْبَاحٍ (ইযতিবা')-এর সাথে আদায় করা ওয়াজিব।

### যেসব বিষয়ে দু'আ পড়া সুন্নাত সেসবের বর্ণনা

#### ১. পায়খানায় ঢোকান সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ: বিছিমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়িছি।  
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপবিত্র, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।<sup>১</sup>

#### ২. পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ:

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

উচ্চারণ: গুফরা-নাকা আল্‌হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী--- আয্‌হাবা 'আন্নিল্ আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী।

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১ ও ৮, পৃ. ৪০ ও ৭১, হাদীস : ১৪২ ও ৬৩২২, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮৩, হাদীস : ১২২ (৩৭৫)



অর্থ: (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ভেতর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে আফিয়ত ও সুস্থতা দান করেছেন।<sup>১</sup>

### ৩. মসজিদে প্রবেশের সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ফতাহলী--- আবওয়াবা রাহ্মাতিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।<sup>২</sup>

### ৪. মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী--- আস্'আলুকা মিন্ ফাদলিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।<sup>৩</sup>

### ৫. ঘর হতে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি লা- হাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি।

অর্থ: আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তারই ওপর এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ভালো করার বা মন্দকে প্রতিহত করার ক্ষমতা আর কারও নেই।<sup>৪</sup>

### ৬. সফরে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ:

بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি খারাজ্না-, বিছমিল্লা-হি ওয়ালাজ্না-, ওয়া 'আলাল্লা-হি রাব্বানা- তাওয়াক্কাল্না- ওয়া ইলাইহিল্ মাসীর।

অর্থ: আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম। আমরা আমাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।<sup>১</sup>

### ৭. খানা খাওয়ার শুরুতে পড়ার দু'আ:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ.

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি ওয়া 'আলা- বারাকাতিল্লা-হি।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং আল্লাহর বরকতের ওপর।<sup>২</sup>

### ৮. খানা খাওয়ার পর পড়ার দু'আ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاعْفُ زِي، وَارْحَمْنِي، وَبَارِكْ لِي.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী--- আত্'আমানী ওয়াছাক্বানী ওয়াজা'আলানী মিনাল্ মুসলিমীন, ওয়াগ্ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়া বা-রিকলী।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করুন এবং আমার জন্য বরকত দান করুন।

### ৯. দাওয়াত খাওয়ার পর পড়ার দু'আ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي، وَاعْفُ لَهُ، وَارْحَمْ لَهُ، وَبَارِكْ لَهُ.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আত্'আমানা-, ওয়া ছাক্বা-না-, ওয়া জা'আলানা- মিনাল্ মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা 'আত্'ইম্ মান্ 'আত্'আমানী, ওয়াছক্বি মান ছাক্বানী, ওয়াগ্ফির্ লাহু, ওয়ারহাম্ লাহু, ওয়া বারিক্ লাহু।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাবার খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।

<sup>১</sup> ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১১০, হাদীস: ৩০০ ও ৩০১

<sup>২</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৬৮ (৭১৩)

<sup>৩</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৬৮ (৭১৩)

<sup>৪</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫০৯৫, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯০, হাদীস: ৩৪২৬

<sup>১</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫০৯৬

<sup>২</sup> ইবনুল জাযারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ. ৩৭১

হে আল্লাহ! আমাদেরকে যে খাইয়েছে তাকে আপনি খাওয়ান, যে আমাদেরকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পান করান এবং তাকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করুন এবং তার জন্য বরকত দান করুন।

#### ১০. নতুন কাপড় পরিধান করার পর পড়ার দু'আ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَبَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাছা-নী হা-যা মা- উওয়ারী বিহী 'আউরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে কাপড় দান করেছেন, যা আমি পরিধান করে আমার সতর ঢাকি এবং এর দ্বারা আমার জীবনকে সুন্দর করি।<sup>১</sup>

#### ১১. নতুন চাঁদ দেখলে পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ. رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল্‌আমনি ওয়াল্‌ঈমানি, ওয়াসসালা-মাতি ওয়াল্‌ইসলামি, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থ: হে আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান ও ইসলামের নিদর্শন হিসেবে আনয়ন কর। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ।<sup>২</sup>

#### ১২. দুধ পান করার সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম বা-রিক্‌ লানা- ফীহি ওয়াযিদ্না মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! এতে যা আছে আপনি আমাদের জন্য তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদের জন্য তা থেকে বৃদ্ধি করুন।<sup>৩</sup>

#### ১৩. বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بَعْدَ بَارِكْ. وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪২, হাদীস: ৪০২৩; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৬৮৭, হাদীস: ১৮৭০ ও খ. ৪, পৃ. ২১৩, হাদীস: ৭৪০৯

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০৪, হাদীস: ৩৪৫১

<sup>৩</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০৬, হাদীস: ৩৪৫৫

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লা- তাক্বতুল্লা- বিগাযাবিকা, ওয়া লা- তুহলিকনা- বি'আযাবিকা, ওয়া 'আ-ফিনা- ক্বাবলা যালিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার গযব দিয়ে আমাদের নিঃশেষ করবেন না, আপনার আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করবেন না; এর পূর্বেই আমাদের ক্ষমা করে দিন।<sup>১</sup>

#### ১৪. কর্জ বা দেনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ হারামিকা, ওয়া বিত্বা'আতিকা আম্মা'ছিয়াতিকা, ওয়াগ্নিনী বিফাদূলিকা আম্মান্ ছিওয়াকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য হালালকে হারাম হতে এবং আপনার আনুগত্যকে অবাধ্যতা হতে যথেষ্ট করে দিন। আর আমাকে আপনি ব্যতীত যে কারো হতে অমুখাপেক্ষী করে দিন।<sup>২</sup>

#### ১৫. শত্রুর অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাজ্‌'আলুকা ফী নুহুরিহিম্, ওয়া না'উযুবিকা মিন্‌ শুরুরিহিম্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট মনে করি এবং তাদের (শত্রুদের) অত্যাচার-অবিচার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।<sup>৩</sup>

#### ১৬. যেকোনো ছোট বড় মুসীবতের সময় পড়ার দু'আ:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞

<sup>১</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১০, পৃ. ৪৭, হাদীস: ৫৭৬৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০৩, হাদীস: ৩৪৫০

<sup>২</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৬০, হাদীস: ৩৫৬৩; (খ) আল-বায়হাকী, আদ-দা'ওয়াতুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৪১০, হাদীস: ৩০৩

<sup>৩</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩২, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ১৯৭২০; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস: ১৫৩৭

উচ্চারণ: ইল্লা- লিল্লা-হি ওয়া ইল্লা--- ইলাইহি রাজি'উন।

অর্থ: নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।<sup>১</sup>

১৭. যানবাহন ইত্যাদিতে আরোহণের সময় পড়ার দু'আ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنَيْنِ ۝ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَنُنْقَلِبُوْنَ ۝

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী সাখ্খারা লানা- হা-যা-, ওয়া মা-কুন্না- লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইল্লা--- ইলা- রাব্বিনা- লামুনক্বালিবুন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পবিত্র, যিনি তাদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা তাদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।<sup>২</sup>

১৮. জাহাজ ও নৌকায় আরোহণের সময় পড়ার দু'আ:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسُهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি মাজ্জেরহা- ওয়া মুর্ছা-হা-, ইল্লা রাব্বী লাগাফুরু রাহীম।

অর্থ: আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান।<sup>৩</sup>

১৯. আয়নায় চেহারা দেখার সময় পড়ার দু'আ:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَنْتَ خُلُقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা হাছানতা খাল্কী ফাহাছিন্ খুলুকী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার আকৃতি সুন্দর করেছেন। সুতরাং আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা, ২:১৫৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৩১, হাদীস: ৩ ও ৪ (৯১৮)

<sup>২</sup> (ক) আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:১৩-১৪; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২, পৃ. ১৪৮, হাদীস: ৭৫৩, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৯৩০ ও পৃ. ৩১৪, হাদীস: ১০৫৬; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৬০২; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০১, হাদীস: ৩৪৪৬

<sup>৩</sup> (ক) আল-কুরআন, সূরা হুদ, ১১:৪১; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, আল-মুসনদ, খ. ১২, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৬৭৮১; (গ) আত-তারাবানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১২, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১২৬৬১; (ঘ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল যাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ৫০০

২০. হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়ার দু'আ:

يٰۤاَرَادَ الضَّالَّةَ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ بِبَرَكَتِكَ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى.

উচ্চারণ: ইয়া রাদ্দাদ্ দা---ল্লাতি রুদ্দা 'আলাইয়া দা---ল্লাতী বিবার্কাতিন্, ওয়া ওয়াজাদাকা দা---ল্লান্ ফাহাদা-।

অর্থ: হে হারানো বস্তু ফিরিয়ে দানকারী! বরকত সহকারে আমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে দিন। তিনি (আল্লাহ) আপনার (মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ)-কে পেয়েছেন নিঃশ্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।

২১. উপকারী ব্যক্তির জন্য পড়ার দু'আ:

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ: জাযা-কাব্বা-হু খাইরান্।

অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।<sup>২</sup>

২২. বেকার অবস্থায় কাজের সন্ধানে অধিক পরিমাণ পড়ার দু'আ:

يٰۤاُرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: ইয়া- আরহামারু রা-হিমীন।

অর্থ: হে মহাঅনুগ্রহশীল।

২৩. হাঁচি দেওয়ার পর পড়ার দু'আ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۝

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হ।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।<sup>৩</sup>

২৪. হাঁচির জবাবে পড়ার দু'আ:

يٰۤرَحْمٰكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ: ইয়ারহামুকাল্লা-হ।

অর্থ: আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন।<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> (ক) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৯৫৯; (খ) ইবনুল জাযারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ. ৪৪৮

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, হাদীস: ২০৩৫

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস: ৬২২৪

২৫. হাঁচিকারীর দু'আর জবাবে পড়ার দু'আ:

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ.

উচ্চারণ: ইয়াহ্‌দী কুমুল্লা-হ ওয়া ইউসলিহ্ বা-লাকুম।

অর্থ: আল্লাহ আপনাদের হিদায়ত দান করুন এবং আপনাদের অবস্থার সংশোধন করুন।<sup>২</sup>

২৬. অসুস্থ ব্যক্তির শয্যাপাশে পড়ার দু'আ:

لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

উচ্চারণ: লা- বা'ছা তাহুরন্ ইনশা---আল্লাহ তা'আলা।

অর্থ: কোনো সমস্যা নেই, আপনি সুস্থ হবেন ইনশা আল্লাহ।<sup>৩</sup>

২৭. শবে বরাত ও শবে কদরে পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ رَّحِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ: আলাহুমা ইন্নাকা আফু'উন কারীমুর রাহীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, সম্মানিত, দয়ালু। আপনি ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।

২৮. কবর যিয়ারত করার সময় পড়ার দু'আ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِيعٌ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَيَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ.

উচ্চারণ: আসসালা-মু 'আলাইকুম ইয়া- আহ্লাল কুবুরি, মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত, আনতুম লানা- ছালাফুন ওয়া নাহনু লাকুম তাবা'উন, ওয়া ইন্না---

ইনশা--- আল্লা-হ বিকুম লা-হিকুন, ইয়ারহামুল্লা-হল্ মুছতাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুছতা'খিরীন, নাছ'আলুল্লা-হা লানা- ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা, ইয়াগ্‌ফিরুল্লা-হ লানা- ওয়া লাকুম, ওয়া ইয়ারহামুনাল্লা-হ ওয়া ইয়াকুম।

অর্থ: হে কবরবাসীগণ! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক মুমিন নর-নারীদের পক্ষ থেকে এবং মুসলিম নর-নারীদের পক্ষ থেকে। আপনারা আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা আপনাদের অনুবর্তী। ইনশা আল্লাহ আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আর আল্লাহ আমাদের অগ্রবর্তী এবং অনুবর্তীদের ওপর দয়া করুন। আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে ও আপনাদেরকে দয়া করুন।

২৯. দুইটি অতি মূল্যবান বাক্য: হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ স ইরশাদ করেছেন, দুইটি বাক্য যা মুখে পড়তে অতি-সহজ, নেকীর পাল্লায় খুবই ভারি এবং তা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। বাক্যদুটি হল:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল্ 'আযীম।

অর্থ: আল্লাহর মহত্ত্ব ও তাঁরই প্রশংসা। আল্লাহর মহত্ত্ব মহান।<sup>১</sup>

৩০. সফর বা ভ্রমণে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاظْمِرْ عَلَيْنَا بُعْدَهُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুমা হাওয়িন্ 'আলাইনাছ্ ছাফারা ওয়াতযিয় 'আল্লা-বু'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সফরকে সহজ করুন এবং আমাদের (সফর) থেকে দূরত্ব কমিয়ে দিন (সহজ করুন)।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৬৬৮২; (খ) আল-বায়হার, আল-বাহরুয যাখ্বার, খ. ১১, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ৫২৯৮:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস: ৬২২৪

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস: ৬২২৪

<sup>৪</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১১৮, হাদীস: ৫৬৬২

৩১. কাউকে সফরে যাওয়ার সময় বিদায়কালে পড়ার দু'আ:

أَسْتَودِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণ: আছুতউদি-উল্লা-হা দীনা কুম ওয়া আমা-নাতা কুম ওয়া খাওয়াতীমা আ'মা-লিকুম।

অর্থ: আল্লাহর নিকট তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত (সম্পদ) এবং তোমাদের সর্বশেষ কার্যাবলি গচ্ছিত রাখলাম।<sup>১</sup>

৩২. ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আ:

أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي حَفِظْتُ.

উচ্চারণ: আ'মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী--- আনযালতা, ওয়া নাব্বিইকাল্লাযী--- আরছালতা, ওয়া বিকিতা-বিকাল্লাযী হাফিযতা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নাযিলকৃত কিতাব, আপনার প্রেরিত নবী এবং মুখস্থকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি।

৩৩. সংক্ষেপে নিম্নোক্ত দু'আটিও পড়া যায়:

اللَّهُمَّ بِأَسْبَابِكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিইস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া-।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি, আবার জীবিত হই।<sup>২</sup>

৩৪. ঘুম থেকে ওঠার সময় পড়ার দু'আ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

উচ্চারণ: আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী--- আহ্ইয়া-না- বা'দা মা--- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>১</sup>

## কুরবানী ও আকীকার বিবরণ

কুরবানী আরবি 'কুরবান' শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ উৎসর্গ করা বা নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শরীয়ত-সম্মত পশু দ্বারা কুরবানী করলেই এটি সার্থক, কিন্তু লোক দেখানো বা গোশত খাওয়ার মানসে কুরবানী করলে সেই কুরবানী আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না।

মালিকে নিসাব বা অবস্থাসম্পন্ন লোকের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ মাল পুরা এক বছর কারো অধিকারে থাকার প্রয়োজন নেই। কুরবানের দিন সকালেও সে পরিমাণ মালের যে অধিকারী হয়, তার ওপরও কুরবানী ওয়াজিব। যাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, এমন লোকদের কুরবানী হবে নফল। মানুষ জাগতিক প্রয়োজনের সব কাজ যা অনেক সময় শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, বরং অন্যায় ও গোনাহেও শামিল, তা করতেও যেকোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তৎপর। কিন্তু শুধু কুরবানীর সময় আসলে নানা বাহানার আশ্রয় নিয়ে কুরবানী করা হতে বাঁচার চেষ্টা করে থাকে। অথবা ছেলে-মেয়ে ও পরিবার-পরিজনের চাপের মুখে বা কুরবানী না করলে লোকের কাছে বা সমাজে হয় হতে হবে, এজন্য কুরবানী করে। কিন্তু এই নিয়তে কুরবানী করা অনুচিত ও এ রকম করলে খোদার দরবারে গ্রহণীয়ও নয়। তাই ওয়াজিব বা নফল, সব ধরনের কুরবানীদাতার নিয়ত খালেস হতে হবে। শুধু আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দি ও সম্ভষ্টির জন্যই কুরবানী করতে হবে। তাহলেই কুরবানী সঠিক ও সার্থক বা গ্রহণযোগ্য হবে।

## কুরবানীর পশু কী ও কোন প্রকারের হতে হবে-তার বর্ণনা

উট, গরু-মহিষ, ছাগল, মেষ ও দুধা প্রভৃতি গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। কুরবানীর পশু মোটা, তাজা, সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্ধ, কানা, খোঁড়া, লেজ কাটা, শিঙা ভাঙ্গা, কান কাটা ও পাগল পশু দ্বারা কুরবানী করা না-জায়েয।

<sup>১</sup> আত-তাবারানী, আদ-দু'আ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৭, হাদীস: ৮১১

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৬০১; (খ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল য়াওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ৪৫২, হাদীস: ৫০৪; (গ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ২, পৃ. ১০৭, হাদীস: ২৪৭৮

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৬৩১৪ ও পৃ. ৭১, হাদীস: ৬৩২৫

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৬৩১৫

উট, গরু ও মহিষ প্রতিটি পশু দিয়ে ৭ জনের নামে কুরবানী করা যায়। আর ছাগল, মেষ বা দুধা দ্বারা মাত্র একজনের কুরবানী করা বৈধ। উট ৫ বছরের, গরু ও মহিষ ২ বছরের, আর ছাগল, ভেড়া ও দুধা প্রভৃতি ১ বছর বয়স হতে হবে। কারো মতে ছাগল, ভেড়া ও দুধা ৬ মাসের হলেও কুরবানী জায়েয হবে, যদি এগুলোকে দেখতে ১ বছর বয়সের পশুর মত দেখায়।

কুরবানীদাতার নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা উত্তম। তবে অন্য লোক দ্বারাও যবেহ করা যেতে পারে। কুরবানীদাতা বা যবেহকারী যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর এবং যার যার কুরবানী করছে তাদের জন্য মনে মনে নিয়ত করে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করে ধারালো ছুরি দিয়ে কুরবানীর পশুর কষ্ট না হয় মত করে যবেহ করতে হবে।

### কুরবানীর দু'আ

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ بُنْ فُلَانٍ، بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা মিন্কা ওয়া লাকা, ইন্না সালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-য়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামনী। লা-শারীকা লাহু ওয়া বিয়া-লিকা উমির্তু ওয়া আনা- আউয়্যালুল্ মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল্ মিন্ ফুলানিন্ ইব্নি ফুলানিন্ (কুরবানীদাতার নাম ও তার পিতার নামসহ বলতে হবে) বিছুমিল্লা-হি, আল্লা-হু আক্ববার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আপনার জন্য এবং নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব আল্লাহর জন্যেই। যিনি জগতসমূহের স্রষ্টা, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি প্রথম মুসলিম হই। হে আল্লাহ! আপনি অমুকের সন্তান অমুকের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। বিছুমিল্লা-হি আল্লাহু আক্ববার।

ভাগে কুরবানী করলে ভাগ করার সময় সকল ভাগ সমান ও নির্ভুল হতে হবে এবং প্রত্যেক অংশীদারকে ভাগের ওপর আস্থাবান ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কম-বেশি হলে কুরবানী ক্রটিপূর্ণ হবে। প্রত্যেক অংশীদারের পয়সা হালাল

উপার্জনের রোজগার হতে হবে। প্রত্যেক অংশীদার নামাযী ও রোযাদার এবং সৎলোক হওয়া চাই। কুরবানীর পশু খরিদ করার পরে হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে ওয়াজিব কুরবানীদাতা হোক বা নফল কুরবানীকারী হোক উভয়ের জন্য অন্য পশু খরিদ করে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া পশু পাওয়া গেলে গরিবের জন্য উভয় পশু কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। আর মালদার বা বিভ্রাট হলে যেকোনো একটিই কুরবানী করলে চলবে। দুটিই কুরবানী করতে হবে না।

কুরবানীর পশু যবেহকারী, কর্তনকারী কাউকে পারিশ্রমিক-স্বরূপ কুরবানীর গোশত, চামড়া বা পা দিলে কুরবানী জায়েয হবে না। হ্যাঁ, তাদের ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক আদায় করে স্বেচ্ছায় কুরবানীর মাংস, গোশত বা মাথা ও পা যাই দেওয়া হোক তা জায়েয।

### কুরবানীর গোশত ও চামড়া

কুরবানীর গোশত ৩ ভাগ করে এক ভাগ পাড়া-পড়শি, গরিব-মিসকিন ও বে-কুরবানীকে (অর্থাৎ যে কুরবানী করেনি), এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে, আর এক ভাগ নিজের পরিবান-পরিজনের জন্য রাখা মুস্তাহাব। তবে সবটুকু যদি নিজ পরিবার-পরিজনদের জন্য রাখা হয়, তবে জায়েয আছে, কিন্তু অনুচিত।

কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা শুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু বিক্রয় করলে বিক্রিত মূল্যের সমস্ত পয়সাই গরিব-মিসকিনদের একজনকে বা কয়েকজনকে ভাগ করে দিতে হবে।

### আকীকার বিবরণ

আকীকার শাব্দিক অর্থ হল রক্তপ্রবাহ করা। সন্তানের ইহকালীন মঙ্গল ও পিতা-মাতার পরকালীন কল্যাণের আশায় ছেলে-মেয়ের আকীকা করা মুস্তাহাব। হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে সন্তান আকীকাবিহীন মরে যায়, সে কিয়ামতের দিন মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে না।' আকীকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা উত্তম। তবে অপারগতায় ১৪, ২১, ২৮ ইত্যাদি দিবসেও করা যায় বা সুযোগ-সুবিধা মতো যেকোনো সময় করলেও চলে। নিজের আকীকা নিজেও দিতে পারে।

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুধা প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যেসব দিয়ে কুরবানী করলে দুরস্ত, সে ধরনের পশু দিয়ে আকীকা করতে হবে। ছাগল, দুধা

ও মেষ, ভেড়া পুত্র সন্তানের জন্য সামর্থ্য থাকলে দুইটি। আর অপারগতায় ছেলে হোক বা মেয়ে হোক একটির জন্য একটি দিয়ে আকীকা করাও দুরস্ত আছে। জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের মাথা কামিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা দান করা অত্যন্ত ফযীলতের ও সওয়াবের কাজ। সে দিন এ ৪টি কাজ সমাধা করা ভালো। যথা—

১. মাথা কামানো,
২. চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা দান,
৩. পশু যবেহ করে আকীকা করানো এবং
৪. নাম রাখা।

আকীকার পশু যবেহ করার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِي فُلَانٍ (أَوْ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ) دَمَهَا بِدَمِهِ. وَلَحْنُهَا بِلَحْنِهِ. وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ. وَجُلْدُهَا بِجُلْدِهِ. وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِي (أَوْ لِفُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ) مِنَ النَّارِ. بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা হা-যিহী আকীকাতু ইব্নী ফুলানিন্ (আও ফুলান ইব্নি ফুলানিন্) দামুহা বিদমিহী, ওয়া লাহুমুহা বিলাহমিহী, ওয়া 'আযমুহা বি'আযমিহী, ওয়া জিল্দুহা বিজিল্দিহী, ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লা-হুম্মাজ্'আলহা ফিদা----আন্ লিইব্নী (আও লিফুলান ইব্নি ফুলানিন্) মিনান্ না-রি, বিছুমিল্লা-হি আল্লা-হু আক্বার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার সন্তান অমুক বা অমুকের সন্তান অমুকের আকীকা; পশুটির রক্ত সন্তানের রক্তের বদলায়, গোস্তের বিনিময়ে গোস্ত, হাড়ের বিনিময়ে হাড়, ত্বকের বিনিময়ে তক এবং পশমের বিনিময়ে পশম। হে আল্লাহ! এটি আপনি আমার সন্তান বা অমুকের সন্তান অমুকের পক্ষ থেকে উৎসর্গ হিসেবে কবুল করুন। বিছুমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার।

আকীকার গোশত কাঁচা বা পাকিয়ে ভাগ করে দেওয়া অথবা দাওয়াত করে লোকজন বা আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়ে দেওয়া সবই দুরস্ত। তবে বর্তমানে আকীকা বা জন্ম-দিবস পালনে কুৎসিত মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় যেখানে শরীয়ত গর্হিত অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়, এসব শরীয়তের

দৃষ্টিতে না-জায়েয। জন্মদিবস পালন করা বা আকীকাকে উপলক্ষ করে মাত্রাতিরিক্ত খানা-পিনার আয়োজন বা অপচয়, গান-বাজনার অনুষ্ঠান ও বেগানা-বেপর্দা মেয়ে-পুরুষের সমাগম, অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা করলে এবং এ উপলক্ষে আগত মেহমানদের কাছ হতে লোভনীয় উপহার লাভের লোভাতুর বাসনা থাকলে এ ধরনের যেকোনো কাজই শরীয়তের নজরে অবৈধ ও গর্হিত। আকীকা পুণ্য ও সওয়াবের কাজ। সুতরাং এ উপলক্ষে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ করে অযথা প্রতি বছর সন্তানের জন্মবার্ষিকী পালনের নামে উপরে বর্ণিত শরীয়ত-গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী বা ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকল মুসলমানকে বিশেষ করে সংগতিসম্পন্ন ধনী মুসলমান ভাইদেরকে ইসলামি জিন্দেগী সঠিকভাবে জানার, বোঝার ও সে অনুযায়ী শরীয়তের সীমালঙ্ঘন পরিহারের মাধ্যমে নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

## ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে জানার ও আমল করার কিছু বিষয়

ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালীন জীবন বিধান। মানব-জীবনের সামগ্রিক বিষয়েই ইসলাম স্পষ্ট বক্তব্য ও করণীয় কাজের নির্দেশ দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য যেহেতু মানব-জীবনের একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। সুতরাং সঙ্গত-কারণেই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য ও করণীয় বিষয় রয়েছে। অতএব মুসলমান ব্যবসায়ী ভাইদেরকে ব্যবসা সংক্রান্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অবশ্যই জানতে ও মানতে হবে। কেননা মুসলমান হওয়ার অর্থই হল আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সমস্ত আদেশ-নিষেধের প্রতি বিনাবাক্যে মাথা নত করে দেওয়া ও তা মেনে চলা।

এবার আমরা আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর পবিত্র বাণী হতে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা পেশ করছি যেন মুসলমান জনসাধারণ তথা ব্যবসায়ী ভাইগণ ব্যবসার হালাল ও হারাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং সৎভাবে ব্যবসা দ্বারা হালাল রুজি উপার্জন করে দুনিয়াতে সাফল্য ও আখিরাতে নাজাত লাভ করতে পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিকভাবে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

বৈধ ও অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা। সুদী লেন-দেন একটি অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। সুদ-ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হয় এবং গরিব আরও গরিব হয়। সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন,

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

উচ্চারণ: আহাল্লাল্লা-হুল্ বাই‘আ ওয়া হাররামার্ রিবা-।

অর্থ: আল্লাহ (বৈধভাবে) ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।<sup>১</sup>

কুরআনে পাকের সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন,

وَأَقْبِصُوا أُلُوزًا وَلَا تُخْسِرُوا الْبَيْزَانَ ۝

উচ্চারণ: ওয়া আক্বীমুল্ ওয়ায্না বিল্কিছ্তি ওয়ালা তুখছিরুল্ মীযা-ন।

অর্থ: হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা ব্যবসার মাল বিক্রয় করার সময় একদম ঠিক ঠিকভাবেই মাপ দেবে এবং কখনো কোনো অবস্থাতেই ওজনে কম দেবে না।<sup>২</sup>

পাক কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ক্রয়-বিক্রয়ে, ওজন ও মাপের বেলায় যারা কম বেশি করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا كُنْتُمْ تُوزَنُونَ ۖ وَإِذَا كُنْتُمْ تُوزَنُونَ ۖ

يُخْسِرُونَ ۝

উচ্চারণ: ওয়াইলুল্ লিল্ মুত্‌ফাফিফীনালাযীনা ইযাক্ তালু ‘আলাল্লা-ছি ইয়াছ্‌তাউফ্‌না, ওয়া ইযা-কা-লুহুম্ আউ ওয়া যানুহুম্ ইউখসিরুন।

অর্থ: আফসোস! সেসব ব্যবসায়ীগণের জন্য অথবা ওয়াইল নামক দোষখ সেসব ব্যবসায়ীর জন্য যারা যখন অন্যের কাছ হতে কিছু ক্রয় করে তখন তো ওজনে পুরোপুরিই নেয়, আর যখন বিক্রয় করে তখন কিন্তু ওজনে ও মাপে কম দেয়।<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:২৭৫

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান, ৫৫:৯

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩:১-৩

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

تَسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ.

উচ্চারণ: তিহ্‘আতু আ‘শা-রির্ রিযক্ ফিত্ তিজারাতি।

অর্থ: হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষের জীবিকার (রিযকের) দশমাংশের নবম অংশই আল্লাহ তা‘আলা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রেখেছেন।<sup>১</sup>

তিনি আরও ফরমায়েছেন

التَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَمِينُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

উচ্চারণ: আত্‌তা-জিরুহ্ ছাদুকুল্ আমীনু মা‘আল্লাযীনা আন্‘আমাল্লা-হু ‘আলাইহিম্।

অর্থ: সৎ ও আমানতদার বিশ্বাসী ব্যবসায়ীগণ আল্লাহ তা‘আলার পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাহগণের সাথে বেহেশতে অবস্থান করবেন।<sup>২</sup>

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমার দেশের সকল ব্যবসায়ী ভাইকে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত খোশ-খবরির যোগ্য হয়ে আল্লাহর সম্ভৃতি অর্জনের মাধ্যমে পুরস্কার পেতে এবং কারচুপি ও হারাম ব্যবসা হতে বিরত থেকে আল্লাহর আযাব ও গযব হতে পরিত্রাণ লাভে অনুপ্রাণিত করা একজন নগণ্য খাদেম হিসেবে দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে এ বিষয়ের ওপর আমার এই ছোট কিতাবে সামান্য আলোকপাত করতে প্রয়াস পেলাম। আল্লাহ পাক আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং আখিরাতে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবসার অনেকগুলোই শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয। এমনকি অনেক ব্যবসা এমনও আছে যা সরাসরি হারামও। কিন্তু ব্যবসায়ী ভাইদের ইসলামি জ্ঞানের অভাব এবং এ বিষয়ে না জানার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয ও অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করে দুনিয়াতে

<sup>১</sup> আল-ইরাকী, আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল আখবার, পৃ. ৫০৪, হাদীস: ২

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৫০৭, হাদীস: ১২০৯; অবশ্য তাঁর ভাষ্য হচ্ছে, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ.



সাময়িকভাবে কিছু নগদ লাভ করলেও সার্বিকভাবে দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতি ও লোকসানেই পতিত হচ্ছেন।

এ ধরনের কিছু ব্যবসার কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল। যথা- পুকুরে ও নদীতে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রয়, বাগানে বা ক্ষেতে থাকা অবস্থায় ফল ও ফসলের বেচাকেনা, গরু-ছাগলের বাঁটে থাকা অবস্থায় দুধ এবং বনে বা বৃক্ষে অবস্থানরত অবস্থায় পাখি বিক্রয় (যা বর্তমানে অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে) জায়েয নেই।

সর্বপ্রকার হারাম জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম পশু-পাখি এবং দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই হারাম। সুতরাং কুকুর, শূকর, বিড়াল, সাপ, বিছুর, ব্যাঙ, কচ্ছপ, বাঘ, ভল্লুক, সিংহ এবং মৃত জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও মরা মানুষের হাড়, নখ ও চুল ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

শরাব, মদ, গাঁজা, আফিম, ইয়াবা জাতীয় নেশার যাবতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হারাম। যাদুর দ্বারা উপার্জিত অর্থ, হারাম বস্তু বা মানুষ বিক্রিত অর্থ, দেব-দেবীর মূর্তি বিক্রিত অর্থ, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা, জুয়া, লটারি-ক্যাসিনো ব্যবসা দ্বারা উপার্জিত ধন, সুদের কারবার করে অর্জিত অর্থ, ঘুষ, চুরি-ডাকাতি দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ, প্রতারণা ও বৈশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ এবং গণকগণের গণকগিরি করে উপার্জিত আয়ের সমস্ত অর্থই হারাম ও নিষিদ্ধ। সুদ দেওয়া, নেওয়া এবং সুদের ব্যাপারে সহযোগিতা ও সাক্ষী হওয়াও হারাম। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও ব্যাপকভাবে জানতে হলে কোন ভালো আলেমে দীন অথবা মু'তাবর বড় বড় কিতাবে দেখে নিতে পারেন।

## দুইটি বিশেষ অবস্থায় নারী জাতির করণীয়

### হায়েযের বর্ণনা

স্ত্রী লোকগণ যখন যৌবনে পদার্পণ করে বা বালগা হয় তখন হতে তাদের স্ত্রী অঙ্গ দিয়ে প্রতিমাসের কয়েকটি দিন রক্ত নির্গত হয়। এটা নারী জাতির একটি বিশেষ অবস্থা। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয বলা হয়। এ হায়েয অবস্থায় তাদের পালনীয় ও করণীয় এবং এর নির্দিষ্ট সময় ও কাল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল:

মেয়েলোক বালগা হওয়ার পরে তাদের গর্ভাধার হতে স্ত্রী অঙ্গ দিয়ে যে রক্তস্রাব হয় তা সর্বনিম্ন ৩ দিন ৩ রাত ও সর্বউর্ধ্ব ১০ দিন ১০ রাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে, যাকে হায়েয বলে অভিহিত করা হয়। ৩ দিনের কম হলে বা ১০ দিনের বেশি হলে তা হায়েয হবে না, বরং রোগ বলে গণ্য হবে যাকে শরীয়তে ইস্তিহাযা বলা হয়। এ ধরনের অবস্থায় মহিলা ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া জরুরি। ২ হায়েযের মাঝখানের পবিত্র অবস্থাকে তুহুর বলা হয়। এর ন্যূনতম সময়কাল হল ১৫ দিন, আর উর্ধ্বতম সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হায়েযের রক্তের বর্ণ ৬ প্রকার হতে পারে। যথা- লাল, কাল, ধূসর, হলুদ, সবুজ ও মেটে।

হায়েয অবস্থায় স্বামী সহবাসসহ শরীয়ত নির্ধারিত সকল দৈহিক-মৌখিক ইবাদত নিষিদ্ধ। আর ইস্তিহাযা অবস্থায় কোনো ইবাদাতেই বারণ নেই, বরং যথারীতি আদায় করতে হবে। হায়েয অবস্থায় নিষিদ্ধ ইবাদতসমূহের কাযাও করতে হবে না, শুধু রামাদানের রোযা কাযা আদায় করতে হবে। বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজনবোধে বড় বড় মাসআলার কিতাব দেখে নিতে হবে।

হায়েযের সময়কাল যাদের নির্দিষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ প্রতি মাসেই ৩ দিন বা ৫ দিন বা ৭ দিন তাদেরকে এই নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হলেই যথারীতি গোসল-অযু করে শরীয়তের আদিষ্ট কাজগুলো যথানিয়মে পালন করতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন দিন, যথা- কোন মাসে ৩ দিন, কোন মাসে ৫ দিন; এ ধরনের হলে তবে যে মাসে যতদিন স্রাব দেখা যাবে, সে মাসে ততদিন হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে। কোনো মাসে যদি ১০ দিনের বেশি রক্তস্রাব হতে দেখা যায় তবে পূর্ব মাসের সময়-কালকেই হায়েযের সময় গুনে বাকি যতদিন অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করে সে অনুযায়ী শরীয়ত নির্ধারিত কাজগুলো করে যেতে হবে।

কারও ৩ দিন স্রাব হওয়ার পর ১৫ দিন বন্ধ থাকে। আবার ৩ দিন স্রাব হলে মাসের ১৫ দিনকে তুহুর বা পবিত্র সময় গণ্য করে আগে-পিছের মিলিত মোট ৬ দিনকেই হায়েয বলে হিসাব করতে হবে।

কারও কিছু দিন একটি নির্দিষ্ট সময় ৩ বা ৫ দিন স্রাব হতে থাকার পর আবার কিছু দিন যদি ৬ বা ৭ দিনে বা বাড়তি দিনে রূপান্তরিত হয়ে সেভাবেই হতে থাকে তবে তার হায়েয কাল বদলে গেছে বলে মনে করতে হবে এবং সেই বর্ধিত দিনকেই হায়েযকাল গণ্য করে আমল করতে হবে।

হায়েযের ন্যূনতম সময় ৩ দিনের মধ্যে যদি সামান্য সময় বন্ধ থাকে তবুও ৩ দিনের শ্রাব কালকেই হায়েয ধরতে হবে। আর যদি বেশি সময় যথা- পুরা এক বা ২ দিন বন্ধ থাকে তবে এটাকেও ইস্তিহাযা বলে গণ্য করতে হবে।

### নিফাসের বর্ণনা

সন্তান হলে বা গর্ভপাত হলে স্ত্রীলোকের যে রক্ত শ্রাব হয়, তাকে নিফাস বলা হয়। নিফাসের কম সময় কোনো সীমা নেই। এর দুয়েক ঘণ্টা পরও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর উর্ধ্বতম সময়কাল ৪০ দিন। গর্ভপাতের বা সন্তান জন্মের ৪০ দিনের ভেতর রক্ত শ্রাব দেখা গেলে তাকে নিফাসই ধরতে হবে। ৪০ দিনের অধিক যদি রক্ত শ্রাব দেখা যায়, তবে তাকেও ইস্তিহাযা ধরতে হবে এবং ৪০ দিন বাদ দিয়ে যথারীতি অযু-গোসল করে নামায-রোযা এবং সব রকমের ইবাদত আদায় করতে হবে।

### হায়েযের মতো নিফাস অবস্থাতেও

#### মৌখিক ও দৈহিক সমস্ত ইবাদত নিষিদ্ধ

নিফাসের কোন নির্দিষ্ট সময়কাল না থাকলেও তবে যে সময় যতদিন শ্রাব হয় ততদিনই নিফাস কাল ধরে সেভাবেই আমল করতে হবে। নিফাসের সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকলে যথা- প্রতিবার সন্তান প্রসবের পর ১৫ দিন কিংবা ২০ দিন নিফাস হয়ে থাকলে পরে হঠাৎ নিফাস আরম্ভ হয়ে ৪০ দিন অতিক্রম করে গেলে তবে পূর্বের নির্দিষ্ট সময়কেই নিফাস বলে হিসাব করে বাড়তি সময়কে ইস্তিহাযা বলে ধরে নিয়ে আমল করতে হবে।

### প্রগতির নামে বিদেশিদের কোনো প্রথা ধারণ,

#### গ্রহণ ও পালন করা সম্পর্কে ইসলামি বক্তব্য

#### লেবাস-পোষাক

পোষাক সম্পর্কে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু না থাকলেও এটি অবশ্যই স্বীকৃত সত্য যে, দেশের অধিকাংশ আলেম সমাজ ও ধার্মিক জনগণ যে লেবাস পরিধান করেন, তাই সে দেশের জন্য ধর্মীয় লেবাস বলে বিবেচিত হতে পারে। অহেতুক বিদেশি ও বিজাতীয় লেবাস পরিধান করাতে আসলে কোনো জাগতিক ফায়দা নেই। হীনমন্যতার কারণেই এ জাতীয় ভাবধারার জন্ম হয়। এটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। হাদিস শরীফে আছে,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

উচ্চারণ: মান্ তাশাব্বাহা বিক্বাউমিন্ ফাহুয়া মিন্হুম্।

অর্থ: যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) লেবাস-পোষাকে যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, সে (হাশরের দিন) সে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হবে।<sup>১</sup>

যদি কেউ আচার-ব্যবহার, লেবাস-পোষাকে কোনো বিজাতি বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তাকে দুনিয়া-আখিরাতে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। কোনো মুসলমান জ্ঞান আহরণ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কারো অন্ধ অনুকরণ করতে পারে না। কেননা মুসলমানের খোদাপ্রদত্ত ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুশীলিত স্বকীয়তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। আপন জাতীয় সত্তাকে উঁচু করে তুলে ধরা গোঁড়ামি নয়, বরং আত্মবোধেরই প্রকাশ। এটি লজ্জার নয়, গৌরবেরই। সকল মুসলমান ভাইয়ের, বিশেষ করে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর স্কুল, কলেজ, ভার্শিটি ও মাদরাসার ছাত্র-সমাজের মাঝে উক্ত চেতনাবোধে জেগে উঠুক; এ কামনাই করি।

### নারীর মাথার চুল

চুল নারী জাতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তা তাদের যেমন আবরণ, তেমনি আভরণও। বিজাতীয় নারীদের অনুকরণে তাকে কেটে ছোট করলে ধর্ম মতে পাপ তো হবেই, সৌন্দর্যও বিনষ্ট হবে। দূরত্বল মুখতার কিতাবে আছে, নারী যদি তার মাথার চুল কাটে, তবে সে পাপী ও অভিশপ্ত হবে।

### নারী পুরুষের আর পুরুষ নারীর লেবাস পরিধান করা

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

উচ্চারণ: লা'আনাল্লা-হুল্ মুতাশাব্বিহাতি মিনান্নিছা---য়ি বির্রিজা-লি, ওয়াল্ মুতাশাব্বিহীনা মিনার্ রিজালি বিন্নিছা----য়ি।

অর্থ: যে নারী লেবাসে-পোষাকে বা আচার-আকৃতিতে পুরুষের রূপ ধারণ করে তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত। অনুরূপভাবে যেসব পুরুষ

<sup>১</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত

নারীর রূপ ধারণ করবে তাদের ওপরও আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ।<sup>১</sup>

### পুরুষের দাড়ি কাটা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ হচ্ছে,

أَوْفُوا لِلْبَيْتِ، وَقُصُّوا الشَّوَارِبَ.

উচ্চারণ: আওফুল্ লিহা- ওয়া কুছুশ্ শাওয়ারিবা।

অর্থ: তোমরা দাঁড়ি লম্বা করে রাখ আর মোচ খাট ও ছোট কর।<sup>২</sup>

অথচ আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আদেশ লঙ্ঘন করে তার বিপরীতে দাড়ি ছেটে ফেলি, আর মোচ লম্বা রাখি ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে, যা রাসূল করীম ﷺ-এর আদর্শের পরিপন্থী।

### পুরুষের মাথার টুপি ও মেয়েদের মাথার ঘোমটা

পুরুষের মাথায় টুপি বা পাগড়ি এবং মেয়েদের মাথায় ঘোমটা দেওয়া ইসলামি তরীকা। আমাদের দেশে এক সময় জাতীয় চরিত্র সে রকমই ছিল। কিন্তু বিজাতীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাবে বর্তমানে না মুসলমান পুরুষের মাথায় টুপি আছে, না নারীর মাথায় ঘোমটা। বরং অবস্থা যেন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ঘোমটা তো দূরের কথা, বুকুর কাপড়ও খসে পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে (না'উযুবিল্লাহ)। আফসোস! যে নারী মাতৃত্বের মর্যাদায় আসীন, সে নারী যেন এখন বাজারের পণ্য বিশেষ। হে আল্লাহ তা'আলা! মুসলমান নরনারীকে বোধশক্তি ফিরিয়ে দিন। আমীন।

### বাড়িতে কুকুর পালা এবং ঘরে মূর্তি ও ছবি রাখা

হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ.

<sup>১</sup> আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৭৮৯; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ১১৭২৪; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১২, পৃ. ৩৪, হাদীস: ৭১৩২; হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তাঁর ভাষ্য হচ্ছে, وَأَغْفُوا اللَّيْلِيَّ، وَقُصُّوا الشَّوَارِبَ. ১

উচ্চারণ: লা- তাদখুলুল্ মালা----য়িকাতু বায়তান্ ফিহি কাল্বুওঁ ওয়ালা- তাসা-ওয়ীর।

অর্থ: যে বাড়িতে ও ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকবে সে বাড়ি ও ঘর হতে রহমতের খাস ফিরিশতা চলে যাবে।<sup>১</sup>

শিকার ধরা, গৃহপালিত পশুর পাহারা দেওয়া ও ক্ষেতের পাহারার কারণ ছড়া অন্য যেকোনো কারণে ঘরে কেউ কুকুর পুষলে তার নেকির আমল হতে দৈনিক এক কীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। আর এক কীরাত হল উহুদ পাহাড়ের সমান।

### মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নাতে আশিয়া

হযরত ইবরাহীম ؑ-এর ওপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে ১০টি সুন্নাত পালন করার জন্য ওহী নাযিল হয়েছিল। আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আপন উম্মতের জন্যও সে ১০টি সুন্নাতের পালন পছন্দ করেছেন। সেসব হল:

১. খতনা করান।
২. পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দিয়ে ধোয়া।
৩. কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা।
৪. মিসওয়াক করে দাঁত পরিষ্কার করা।
৫. নাকের পশম বড় হতে না দেওয়া ও পানি দিয়ে নাকের ভেতর পরিষ্কার করা।
৬. বগলের পশম বড় হতে না দিয়ে কেটে পরিষ্কার রাখা।
৭. নাভির নিচের পশম কামিয়ে ফেলা।
৮. দাঁড়ি লম্বা করে রাখা।
৯. মোচ কেটে ছোট ও খাট করে রাখা অথবা একে বারে কামিয়ে ফেলা।
১০. হাত-পায়ের নখ কেটে পরিষ্কার রাখা।

### মেয়েদের হিন্দুয়ানী কু-প্রথার অনুকরণ

মেয়েদের কপালে ও মাথায় সিঁদুর দেওয়া, কাজল ও তিলকের ফোঁটা দেওয়া হিন্দুয়ানী কু-প্রথার অনুকরণ। কোনো অবস্থাতেই এসব বিজাতীয় কুপ্রথা ধারণ করা ইসলামে বৈধ নয়।

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭, হাদীস: ৫৯৪৯; হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত

## ডান ও বাম হাতের ব্যবহার

ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে সব ভালো কাজ ডান হাত দিয়ে ডান দিক হতে শুরু করা আর নিকৃষ্ট কাজে বাম হাত ব্যবহার করা। এর বিপরীত বর্তমানে আমাদের প্রগতির ধ্বজাধারীরা বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয়, বাম হাতে নেয়। এটা তো বিজাতীয় প্রথা বটেই, অশালীনও। ইসলাম শালীনতার ধর্ম। সুতরাং সকল মুসলমানের খাওয়া, পান করা, দেওয়া, নেওয়া ও যাবতীয় ভালো কাজ ডান হাত দিয়ে করাই উত্তম। পায়জামা পরতে ডান পা, জুতা পরতে ডান পা হতে আরম্ভ করা, গাড়িতে চড়তে ডান পা দিয়ে চড়া, মসজিদে ঢুকতে ডান পা দিয়ে ঢোকা ইসলামি আদর্শ। অনুরূপভাবে পেশাব-পায়খানার পর শৌচ করতে বাম হাত দিয়ে করা, পায়খানায় ঢুকতে বাম পা দিয়ে ঢোকা ইত্যাদি হল ইসলামি তরীকা।

## অংশীদারী চাষাবাদ

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। আবার এই কৃষিজীবী লোকদের ৩ ভাগের ২ ভাগই ভূমিহীন কৃষক। তারা বর্গাজমি নিয়েই চাষাবাদ করে থাকে। জমির মালিক একজন আর চাষা অন্যজন, এভাবে চাষ করাকে ‘অংশীদারী চাষাবাদ’ বলা হয়। এ ধরনের অংশীদারী চাষাবাদই আমাদের দেশে বেশি হয়ে থাকে। তাই এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান জানা মালিক ও চাষা উভয়েরই একান্ত দরকার। অংশীদারী চাষ করা জায়েয। আমাদের দেশে যে বর্গাচাষ করা হয় তা হল অংশীদারী চাষ। এর কতগুলি শর্ত আছে। যেমন—

১. জমি ফসল ফলার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যিক।
২. গ্রহীতা-দাতা উভয়ই বালগ ও বুদ্ধিমান হতে হবে।
৩. চুক্তি সময়কাল নির্দিষ্ট হতে হবে, কমপক্ষে ১ বছর এবং বেশির পক্ষে ৩ বছর।
৪. বীজ কে দেবে, তাও পূর্বে নির্দিষ্ট হতে হবে।
৫. বীজদাতা উৎপন্ন ফসলের কত অংশ পাবে তা নির্দিষ্ট হতে হবে।
৬. জমির আদান-প্রদান শস্যহীন অবস্থাতেই হতে হবে।
৭. জমির উৎপন্নদ্রব্যের বণ্টন ন্যায্যভিত্তিক হতে হবে।
৮. কী জাতীয় ফসলের চাষ জমিতে করতে হবে চুক্তিতে তারও উল্লেখ থাকতে হবে।

৯. চুক্তি লিখিত হতে হবে। জমির মালিক ও বর্গাচাষীর সাক্ষার ছাড়াও চুক্তিতে দু’জন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

## ৩ ধরনের বর্গাচাষ ও চুক্তি জায়েয

১. জমির মালিক জমি ও বীজ এবং বর্গাদার হাল ও শ্রম দেবে এ শর্তে বর্গা চুক্তি করলে।
২. জমির মালিক শুধু জমি দেবে আর বর্গাদার বীজ, শ্রম ও হাল দেবে এ শর্তে বর্গা চুক্তি করলে।
৩. জমির মালিক হাল ও বীজ দেবে আর বর্গাদার শুধু শ্রম দেবে এ শর্তে বর্গা চুক্তি করলে।

## ৩ ধরনের বর্গা চুক্তি শরীয়ত মতে না-জায়েয

১. জমির মালিক বীজও দেবে, শ্রমও দেবে আর বর্গাদার শুধু হালের গরু দেবে এ শর্তে বর্গা চুক্তি করলে।
২. জমির মালিক শুধু হালের গরু দেবে, আর বর্গাদার বীজ দেবে, শ্রমও দেবে এ শর্তে চুক্তি হলে।
৩. জমির মালিক শ্রম দেবে, আর বর্গাদার বীজও দেবে, হাল-গরুও দেবে এ শর্তে চুক্তি করলে।

বৈধ ও জায়েযপন্থায় বর্গাচাষের উৎপন্ন ফসল উভয়ে চুক্তির অংশমতো জমি থেকেও কেটে নিতে পারে। আবার পৃথক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমির মালিক নিজ বর্গাদার দ্বারাও কাটিয়ে নিতে পারে।

## নাচ, গান ও বাদ্য-বাজনা ঘৃণ্যতম অপ-সংস্কৃতি

ইসলামি যিন্দেগী কুরআন-সুন্নাহ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার স্বর্গীয় ফসল। ইসলামি সমাজ-বিধানে নাচ, গান ও বাদ্য-বাজনার কোনো পরিবেশও নেই, স্থানও নেই। কেননা মানবতার কল্যাণে এদের বিবেক-সম্মত অবদানের স্বীকৃতি আছে বলে ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। বরং বিপরীতে এদের কুপ্রভাবে মানুষ আপরাধপ্রবণ হয়ে বহু পাশবিক ও জঘন্য অপরাধ সংঘটন করেছে। এ ধরনের অসংখ্য প্রমাণে ইতিহাসের পাতা মসিলিগু হয়ে আছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব বিজাতীয় সংস্কৃতির কুফল। তাই এর বিষময় প্রতিক্রিয়া হতে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে সতর্ক করে দেওয়া আমার নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এ ক্ষুদ্র কিতাবটিতে কুরআন-হাদিসের আলোকে এ বিষয়ে

সামান্য আলোচনা তুলে ধরার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কচি-কাঁচা, নবীন ও প্রবীণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَكَيْذٍ خَذَلَا  
هُزُؤًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ①

উচ্চারণ: ওয়া মিনান্না-ছি মাই ইয়াশতারী রাহওয়াল্ হাদিস লিয়ুদিল্লা  
'আন্ ছাবীলিল্লা-হি বিগাইরি 'ইলমিওঁ ওয়া ইয়াত্তাখিয়াহা- হুযওয়ান্,  
উলা----য়িকা লাহুন্ 'আযা-বুম মুহীন।

অর্থ: কিছু লোক এমন আছে যারা কথাশিল্প ও সুরশিল্প তথা গান-  
বাজনার যন্ত্র খরিদ করে এজন্য যে, তা দ্বারা হাসি-ঠাট্টা ও খেল-  
তামাশায় মগ্ন করে মানুষকে আল্লাহর পথ হতে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট  
করে দিতে পারে। এটা তারা অজ্ঞতাবশতই করে। তাদের জন্য  
আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনাদায়ক ও আপমানজনক শাস্তি রেখেছেন।<sup>১</sup>

হাদিস শরীফে আছে,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي رَبِّي بِحَقِّ  
الْمَعَارِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلْبِ وَأَمَرَ الْجَاهِلِيَّةَ.

উচ্চারণ: ইন্নাল্লা-হা বা'আছানী রাহ্মাতাল্ লিল্ 'আ-লামীনা ওয়া  
হুদাল্ লিল্ 'আ-লামীনা, ওয়া আমারানী রাব্বী বিমাহক্বিল্ মা'আ-যিফি  
ওয়াল্ মাযা-মীরি ওয়াল্ আউছানি ওয়াচ্ছুলুবি ওয়া আমরিল্ জা-  
হিলিয়াতি।

অর্থ: বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী এবং তাদেরকে সত্য পথের অনুসারী  
বানানোর জন্যে মহান আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।  
মহামহীম আল্লাহ আমাকে হাত ও মুখের দ্বারা বাজানো হয় এমন  
বাদ্যসমূহ, মূর্তিপূজা, ক্রুশ এবং আল্লাহর দীন ইসলামি আদর্শ বিরোধী  
জাহেলী যুগের (প্রগতির যুগেরও) সকল প্রকার অপসংস্কৃতির উচ্ছেদ  
ও বিলুপ্তির জন্য আদেশ দান করেছেন।<sup>২</sup>

ইসলাম গোঁড়ামির নয়, বরং বিবেক-সম্মত ধর্ম। তা কোনো সত্য  
প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। তাই বিপদ হতে সতর্ক করতে, রাষ্ট্রীয় জরুরি  
খবর ঘোষণা করতে, ইফতার ও সাহরীর সময় জানাতে ও রণক্ষেত্রে যোদ্ধাদের  
বীরত্ব বর্ধন করতে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার প্রয়োজন তা জায়েয। সুতরাং নবী  
করীম ﷺ-এর আদর্শের পরিপন্থী কোনো ধরনের বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান  
যেমন- সিনেমা, বায়স্কোপ, টেলিভিশনে পরিবেশিত নাচ-গান, ভিসিআরের  
আসর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজানো সব রকমের  
অনুষ্ঠান না-জায়েয। এতে সময় ও অর্থ দুইয়েরই অপচয়ের সাথে সাথে  
চারিত্রিক অবক্ষয় ছাড়া অন্য কোনো লাভ নেই। আল্লাহ পাক আমাদের  
সকলকে আল্লাহ-মনোনীত ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার ও সে অনুযায়ী নেক  
আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

## মুনাজাত কবুল হওয়ার আদাব ও শর্তসমূহ

নামাযের জন্য যেমন কিছু শর্ত-আদাব আছে, তদ্রূপ দু'আর মর্যাদা  
অনুযায়ী শর্ত ও আদাব আছে। যেমন-

১. আল্লাহর তা'রিফ।
২. হযুর ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ।
৩. গোনাহর কাজের ওপর জিদ না রাখা।
৪. কেবলার দিকে মুখ করা।
৫. হালাল রুজি খাওয়া।
৬. সত্য কথা বলা।
৭. দু'আ কবুল হবে কিনা এ ধরনের ভাব পোষণ করে মনে মনে সন্দেহ না  
রাখা।
৮. মনভরা আশা ও উৎসাহ নিয়ে দু'আ করা। কারণ হাদিসের মর্ম অনুযায়ী  
আল্লাহর দরবারে যতই দু'আ কবুলের বিশ্বাস রাখবে ততই আশা বেশি  
পূর্ণ হবে।
৯. দু'আ কবুলের বড় সম্বল মাতা-পিতার সম্ভৃষ্টি।
১০. দু'আর সময় আকাশের দিকে নয়র করা বেয়াদবী বলে গণ্য হয়।  
সালিহীনদের অভ্যাস হচ্ছে, অধিকাংশ সময় তাঁরা চুপে চুপে দু'আ করেন।  
কারণ দু'আতে ইখলাস, সরলতা ও আদাব বড় জিনিস।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১:৬

<sup>২</sup> আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৬, পৃ. ৬৪৬, হাদীস: ২২৩০৭; হযরত আবু উমামা রা থেকে  
বর্ণিত

১১. শরীয়ত অনুযায়ী সকল কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত।
১২. মুনাযাত করার সময় তামাম আমিয়া ﷺ-এর অসীলা, তারপর তামাম বুয়ুগানে দীনের অসীলা দিয়ে সমগ্র মুসলিমকে শরীক করা নিয়ম।
১৩. দু'আর সময় সিনা পর্যন্ত হাত উঠাবেন। আর জেনে রাখা দরকার রিয়া (লাক দেখানো) প্রায় সকল অবস্থায় সকল জায়গায় হয়ে থাকে। এতে কোনো সময় ইবাদত কবুল হয় না বা মকসুদ হাসিল হয় না।
১৪. মুনাযাতের আগে ও শেষে আল্লাহর তা'রীফ ও রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করা নিয়ম।

তারপর سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (সুব্হা-না রাব্বিকা রাব্বিল্ ইয়্যাতি 'আম্মা- ইয়াছিফুন) বলে শেষ করা মুস্তাহাব। সুতরাং ফরয নামাযের পর দু'আর শেষ ভাগে উক্ত আয়াত পড়ে শেষ করা ভালো। মুনাযাতে জায়গা পাক, জামা পাক, মুখ পাক, কলব হাযের (একাগ্রচিত্ত) ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজন।

### বায়তুশ শরফের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার ﷺ ছাহেবের অমর বাণী

১. আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার অন্তর সবসময় বায়তুশ শরফের সাথেই থাকবে। ভক্তদের প্রতি আমার উপদেশ ও নির্দেশ এ দরবারের সাথে সদা-সর্বদা যোগাযোগ রাখবে। সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।
২. দুটি অভ্যাস একজন মানুষের জীবনের অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট: একটি গাফিলতি, অন্যটি কর্তব্য-কর্মে অবহেলা, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেওয়া।
৩. হালাল রুজি তালাশ কর। তা বড় নিয়ামত, হালাল রুজি গ্রহণ ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না।
৪. সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করবে। রাসূল ﷺ-এর সুনাত মুতাবেক আমল করবে। আদব-আখলাক রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলার যিক্র ও দরুদ শরীফকে জীবনের সম্বল মনে করবে। অন্তরে পীর-মুরশিদের মুহাব্বত রাখবে। অন্তরে কখনও কপটতা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করবে না।

৫. লক্ষ টাকা ব্যয় করেও যদি একজন মানুষের মুখে একবার আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করাতে পার তবে মনে করবে, তোমার অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে।
৬. ইলম তলব করবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
৭. প্রত্যেক বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে বান্দাহর হকও আদায় করতে হবে।

### বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার হাদিয়ে যামান শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ﷺ ছাহেবের অমর বাণী

১. তরীকতের মূল ভিত্তি হল আদব। শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আদব প্রধান সম্বল। যার আদব-কায়দা যত বেশি হবে, সে তত বেশি (রুহানী) উন্নতি লাভ করবে (শরীয়ত ও তরীকতের আদাব প্রাধান্যযোগ্য)।
২. হায়াত এক দুনিয়াদারীর সাথে সাথে আখিরাতের কাজও করতে হবে। একই দিনের ভেতরে দীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ সমাধা করতে হবে। দুনিয়াদারীর কাজ করবে সত্য, তবে কলবের ধ্যান আল্লাহর দিকেই থাকবে।
৩. পীর-মুরশিদের (বিনয়ের সাথে) হুকুম মেনে চললে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ হয়।
৪. যে ইলম বা জ্ঞান অন্তরে স্থান পায়, তা উপকারী ইলম। শুধু জবানের ইলম ক্ষতিকর। ইলম অন্তরে স্থান পেলে আত্মশুদ্ধি হয়, ইয়াকীন পাকাপোক্ত ও মজবুত হয়। ইলম ছাড়া আল্লাহকে চেনা কঠিন ব্যাপার।
৫. পীর-মুরশিদের দামান একাগ্রতা ও ভক্তি-মুহাব্বত সহকারে ধরে না থাকলে নফসের ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও খারাবী থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।
৬. যিক্র-ফিক্র উভয়ই থাকতে হবে। যিক্র বাদ দিয়ে শুধু ফিক্র করলে কোন লাভ হবে না আর ফিক্র বাদ দিয়ে যিক্র করলেও স্বাদ পাওয়া যাবে না। যিক্রকারী ও যিক্র না করা লোকের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ও মৃত সমতুল্য।
৭. তোমরা দুনিয়াকে বেশি দাম দিচ্ছ। অথচ আখিরাতের দাম বেশি ও তা স্থায়ী। দুনিয়ার মুহাব্বত বেশি হলে অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত কমে যাবে। পীর ধরার আসল উদ্দেশ্য হল নফসের সংশোধন, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। পীর-মুরশিদ রাস্তা দেখিয়ে দেন। পীর-মুরশিদের কথা মতো চললে এবং তাঁর খেদমত করলেই আল্লাহর সম্ভৃতি লাভ হয়।

৮. শেষরাতে আল্লাহর দরবারে হাজেরী দেওয়া, তাহাজ্জুদের নামায পড়া, তাওবা-ইস্তিগফার করা, গোনাহ মাফ চাওয়া অতিমূল্যবান এবং বড় সৌভাগ্যের বিষয়। বাতেনী নিয়ামত হাসিলের জন্য তরীকতপন্থী ভাইদের শেষরাতে হাজেরী দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

## বাহরুল উলুম শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন ﷺ ছাহেবের অমর বাণী

১. আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এবং আমার পীর-মুরশিদের অনুকরণ-অনুসরণ করি। আল্লাহ পাকের সম্ভৃতি অর্জনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমরা এতিম, গরীব, মিসকীন, অসহায়, বিধবা ও বিপদগ্রস্তে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতার চেষ্টা করবে।
২. আপনি বায়তুশ শরফের ভক্ত। অবশ্যই আপনার মাথায় দরবারের টুপি থাকতে হবে। আপনি অবশ্যই মাসিক দ্বীন-দুনিয়া পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহক হবেন। আমাদের হযরত কেবলা ﷺ ও হযুর কেবলা ﷺ-এর লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করে অবশ্যই পড়বেন। বারবার পড়বেন। এটিই হল দরবারের প্রতি আপনার ভালবাসা ও মুহাব্বতের চিহ্ন।
৩. শুধু নামায-কালাম পড়লেই হবে না। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, তরীকতের ভাই-বোনদের সুখ-দুঃখের খবর রাখতে হবে। হক্কুল্লাহর সাথে হক্কুল ইবাদের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১-৩০৭ হি. = ৮২৬-৯২০ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)
৩. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-মুসনদ, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)
৫. ইবনুল জায়রী : আবুল খায়র, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি মুহাম্মদ ইবনি 'আলী ইবনি ইউসূফ আল-'ওমরী আদ-দামেস্কী আশ-সীরায়ী (৭৫১-৮৩৩ হি. = ১৩৫০-১৪২৯ খ্রি.), হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, মাকতাবায়ে তাইয়িবা দেওবন্দ, ইউপি, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
৬. ইবনুস সুনী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসবাত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে বুদায়হ আদ-দীনাওয়ারী (২৮০-৩৬৪ হি. = ৮৯৪-৯৭৪ খ্রি.), আমলুল যাওমি ওয়াল লায়ল : সুলুকুন নবী মাআ রব্বিহি আয্যা ওয়া জাল্লা ওয়া মুআশারাতুহ মাআল ইবাদ, দারুল কিবলা, জিদ্দ, সুউদি আরব / মুওয়াসসিসাতু উলুমিল কুরআন, বয়রুত, লেবনান
৭. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), আল-মুসান্নাফ ফিল

- আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)
৮. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
৯. আল-ইরাকী : আবুল ফযল, যায়নুদ্দীন, আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল-কুরদী আর-রাযনানী আল-মিহরানী আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (৭২৫-৮০৬ হি. = ১৩২৫-১৪০৮ খ্রি.), *আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল আখবার*, দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)
১০. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.):  
-*আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)  
-*আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর  
-*আদ-দু'আ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
১১. আত-তাহাওয়া : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে সালমা আল-আযদী আত-তাহাওয়া (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), *শরহ মা'আনিয়াল আসার*, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
১২. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুত্তফা আলবাবী অ্যাড সন্স পাবলিশিং অ্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)
১৩. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী

(৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আদ-দা'ওয়াতুল কবীর*, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওয়া', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

১৪. আল-বায়হার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ আল-আতাকী আল-বায়হার (১০০-২৯২ হি. = ১০০-৯০৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্‌খার*, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪-১৪২৯ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)
১৫. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
১৬. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নাযশাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান
১৭. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ায়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)